সিদ্ধিতত্ত্ব

বা

কর্ম্মপথ।

"——বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে—
এ জীবন নিশার স্বপন!——"

৺ হেমচন্দ্র—।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা,

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে,

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ প্রকাশিত।

১৩১৫

মূল্য এক টাকা।

কলিকাতা,

৩৬, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট,

কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ হালদার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত

এবং

৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট,

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

ভূমিকা।

—৹—
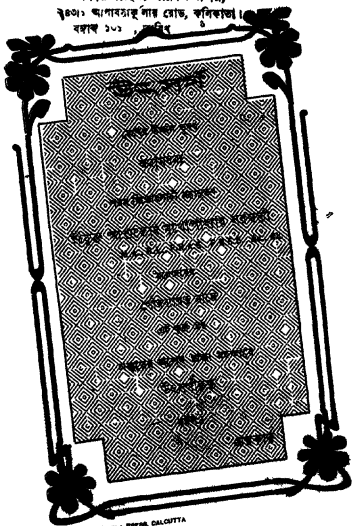
কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই আমরা বুঝিতে পারি, যেন, সাধারণ জীবজন্তুর মত আহার নিদ্রা এবং একটু স্বচ্ছন্দতাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের শিক্ষা, ব্যবসায় এবং জীবনটিও সুতরাং ঠিক সেই উদ্দেশ্য লইয়াই চলিয়া থাকে। কোন প্রকারে স্ত্রী-পুত্রের জন্য অন্ন-সংস্থান করা ব্যতীত জীবনের আর কোন কাজ আছে কি না, এবং ঐযে যেটুকু আছে, তাহার জন্যও প্রীতমনে উপযুক্ত পথে চেষ্টার আকাঙ্ক্ষা আছে কি না, বোধ হয় না। কতকগুলি দীর্ঘশ্বাসই যেন জীবনের একটা পরিসমাপ্তি।

কিন্তু, সমস্ত পৃথিবী যাহা লইয়া বড় হইয়াছে, আমাদের অতীত যাহা লইয়া এত বড় হইয়াছিল, আজ কোন্ মোহ আসিয়া আমাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিতেছে?

স্বাধীন চিন্তা, জীবনের উদ্দেশ্যবোধ, আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃত মনুষ্যের জীবন গঠন, আমাদের মধ্যে আর দেখা যাইতেছে না কেন?— মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও, প্রকৃত মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়ে স্পন্দন অনুভব করি না কেন?

সেই জন্যই আর আমাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর দেখি না, রামমোহন দেখি না, কিছুই দেখি না।

মনে মনে দিবারাত্রিতে সহস্রবার মরিয়া, অথবা, সুখ-স্বচ্ছন্দতায়ই হউক,—সুধু 'জীবনধারণ' করা ছাড়া যে, মানুষের উচ্চতর কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব আছে, সমাজ, স্বজাতি, স্বদেশ বলিয়া, ব্যক্তিত্বের উপরও

যে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।—শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি-সাধন ব্যতীত মানুষের মনুষ্যত্বের যে, কোনই অর্থ নাই, একথা ভুলিয়া থাকিলে, আমাদের কোন্ গতি লাভ হইতে পারে ?

এতটুকু সংগ্রামের ঘা যে জীবন সহ্য করিতে পারে না,—অথবা, সংগ্রাম হইতে নিত্য আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, সে জীবন দ্বারা সংসারের কোন্ ক্ষুদ্র কাজটুকুও উদ্ধার হইতে পারে ?—এই জন্যই আমরা দরিদ্র, মনুষ্যত্বহীন—ঘৃণিত, অধঃপতিত।

——যেন, একটা আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, উদ্যম নাই। জীবনটা হয় একটা ভার, নয় একটা হাসি ও খেলা।

ইহা সুলক্ষণ নহে।

কিন্তু ইহাও বুঝি, শিক্ষার স্রোত এবং সাধনার নিকৃষ্ট প্রণালীই আমাদিগকে এই পথে পরিচালিত করিয়াছে। যেটুকু ইচ্ছা বা উদ্যম কথনও কোন প্রাণে দেখা দেয়, সম্মুখে কোন প্রকার অবলম্বন বা আশ্বাস-ভরসা না পাইয়া, তাহাও ক্রমে বিলুপ্ত হয়।

এই অবলম্বন বা আশ্বাসের একটুকু আভাষ দিবার চেষ্টাতেই বর্ত্তমান গ্রন্থ লইয়া উপস্থিত হইতেছি।

প্রকৃত মানবত্বকামীর জীবন কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, জীবন-সংগ্রামের ভীম ঝঞ্ঝায়—দৈন্যে বা নৈরাশ্যে কোন্ আলোকের দিকে চাহিয়া বল পাইবে,—তাহার চিত্র দেখাইতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছি। ধর্ম্মে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, অর্থগৌরব বা যশঃপ্রতিপত্তিতে ভূমণ্ডলে যাঁহারা উজ্জ্বলতম স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি করিতে হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ ছবিটি যদি নয়ন ও চিত্তের সম্মুখে ধরা যায়, তবে যে, মানুষ উদ্বোধিত হয় এবং হৃদয় ভরিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে, ইহা নিঃসন্দেহ।—

জীবন সংগ্রামের দ্বারে দাঁড়াইয়া যখন আমরা চারিদিক্ অন্ধকার দেখি, তখন যদিও গভীর স্বর শুনিতে পাই, যে,——

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা,"

——তথাপি সেই পথ ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে না পারিলে আমরা কিছু কবিতে পারি না।—এই জন্য আদর্শ লইয়া বিশ্লেষণ এবং গুণ-শক্তি বিশেষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের যত্ন পাইয়াছি।

যত্ন কতদূব সফল হইয়াছে,—শিক্ষার্থী যুবজনেব মর্ম্মস্থল হইতে প্রতিনিয়ত যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে, যদি ইহা দ্বারা তাহার একটিবও মীমাংসা হয়, তবে,—গ্রন্থকার অতি ক্ষুদ্র হইলেও,—তাহার আকাশব্যাপি কামনা সিদ্ধ হইবে,—সফলতা বুঝিব।

উদ্দেশ্যসাধন-বিষয়ে সুবিধা হইবে মনে করিয়া বিষয়নির্ব্বাচনে অভিনব প্রণালী অবলম্বন. কবিয়াছি।—ইহাব সফলতার বিচারভার আমাব নহে।

গ্রন্থ মুদ্রাকর-প্রমাদে বড়ই কণ্টকিত হইয়াছে। এ বিষয়ের অপরাধ হইতে মুক্তির ভরসা করিতে পারি না।—সুধীগণকে আমার অবস্থা কেমন কবিয়া জানাইব ?— ইতি।

কলিকাতা,
মাঘ ১৩১৫ সাল। } শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

রত্নমালা।

—:০:—

"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও
হেরি' দীর্ঘ পথ ?—
উদ্যম বিহনে কা'ব পূবে মনোবথ ?"

৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

"অনুমিত হয় হোক, ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র বলে',
কিন্তু, তুমি তুচ্ছ কিছু ভেবোনা এ ভূমণ্ডলে।
বালুকার কণা গড়ে পর্ব্বত ভীষণ,
মুহূর্ত্তে বছব, তুচ্ছ-গুচ্ছে এ জীবন !

ডাঃ ডারুইন

"বলে' দাও, বলে' দাও, কি আমি করিব ও গো
সু-অনন্ত জীবন পাইতে ?
শুধু কি কবিয়া যা'ব প্রতিদিন কবণীয়
কাজগুলি শুধু ঠিক পথে ?"
—"কর তাই, কর তাই, যথাশক্তি কর তাই,
না হইতে কর্ত্তব্যেব আধ্যায় পূরণ,
পলাইয়ে যাবে প্রাণ-পাখী,
করিবে যে নিত্য কাজ বিবেক শাসন,
তাহাই বহিবে শুধু যমে দিয়ে ফাকী !"

মিলার।

"কুসুম-শয়নে কিংবা চন্দ্রাতপ-তলে
প্রাণারামে, শান্তিসুখে নহে স্বর্গলাভ।"

দান্তে।

"মর্ম্মঘাতী যত বাক্য রসনায় হয় উচ্চারিত,
কিংবা, পরিস্ফুট সদা যাহা হয় লেখনীতে,
এই ক'টি কথা মাত্র তাহে মর্ম্মন্তুদ—
পারিত গো ইহা, আহা, পারিত হইতে।"

জে, জি, হইটার।

"মানুষের ইহা অবশ্য জ্ঞাতব্য, যে, এই জগৎ-রঙ্গমঞ্চে একমাত্র ভগবান ও দেবতারাই দর্শকস্থানীয় হইতে পারেন—"

বেকন্।

"যখন সারাদিনই ছুটি, তখন আর ছুটি নাই—"

ল্যাম।

"গর্ব্বপ্রদ ঐশ্বর্য্য চাহিও না; এমন ঐশ্বর্য্য চাহিও—যাহা তুমি ন্যায়পথে পাইতে পার, সুবিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করিতে পার, সানন্দে বিতরণ করিতে পার এবং শান্তি ও সুখে পরিত্যাগ করিতে পার।—কিন্তু, অন্তরে ইহার সম্বন্ধে অবৈষয়িক কিংবা উদাসীনের ঘৃণা পোষণ করিও না।"

বেকন্।

"সুপবিত্র ভার এই জীবন তোমার,—
দেখ এরে, তোল এরে, বহ এরে
ভক্তি সহকারে;
উঠিয়া দাঁড়ায়ে দৃঢ়, চল এরে বহি'
তব শিরে।
নিরাশে পড়োনা কভু, পাপে যেন
কেঁপোনা কখন,
চলিও সরল ঊর্দ্ধে ঈপ্সিত না লভ
যতক্ষণ।"—

য়্যানি ক্যাম্বল্।

"কর ব্যবহার নম্র ; ঊর্দ্ধে বাঁধ কর্ত্তব্য তোমার,
তা'হলেই হবে তুমি একাধারে বিনয়ী মহৎ।
অন্তরে দমোনা কভু।—আকাশের প্রতি লক্ষ্য যার,
তা'র তীর, বৃক্ষ লক্ষ্যকারী হ'তে সুনিশ্চিত যাবে ঊর্দ্ধতর।"

জর্জ্জ হারবার্ট।

"————পুরস্কার আমাদের
কৃতকার্য্যে রয়েছে নিহিত, নহে তার আকাঙ্ক্ষিত ফলে।"

রোজাস।

"অনেক কাজ করিবার সংক্ষিপ্ততম পন্থা,—কাজ একটি একটি করিয়া করা।"

টেনিসন্।

"প্রকৃতি তোমাকে যেমন হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তেমনই হইও। তবেই তুমি সফলতা লাভ করিতে পারিবে। অন্য কিছু হইতে গেলে অস্তিত্বহীনতার অপেক্ষাও দশসহস্রগুণ নীচে যাইয়া পড়িবে।"

সিড্‌নী স্মিথ্।

"সংসার সাগর,— কর্ম্ম-লহরী জীবন,
মরণ— অনন্ত মাঝে অমৃত-মিলন।"

দক্ষিণারঞ্জন –

সূচীপত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

সিদ্ধি-তত্ত্ব

বা

কর্ম্ম-পথ।

প্রথম অধ্যায়।

সিদ্ধিঃ—জীবনের সার্থকতা কাহাকে বলে।

জীবনের সার্থকতা কথাটি লইয়া আবহমান কাল হইতে বড বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। কেহ বলেন অর্থ-সঞ্চয, কেহ বলেন প্রভুত্ব, কাহারো মতে যশোলাভ, কাহারো মতে উপাধি-অর্জ্জন, আবার কাহারো বিচারে জ্ঞান-বিজ্ঞানালোকে বিভূষিত হওযাই, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, আবার, কাহারো মতে সংসারে আসক্তি-শূন্য হইযা বনে বনে ভ্রমণ, অথবা মাযাপাশ ছেদন করিযা, সংসারের পঙ্কিলতার মধ্যে বসবাস করিয়াও, জলের উপর তৈলের ন্যায ভাসিয়া বেড়ানোই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা-লাভ।

এইভাবে, "নানা মুনির নানা মতে" জীবনের সার্থকতা নানাভাবে নিরূপিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।— তবে, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে অধিকাংশের মতে, পার্থিব উন্নতি-সাধনই জীবনের প্রকৃত সফলতালাভ। যদিও ইহাদের কোনো একটী মতের সঙ্গেও আমাদের ঐক্য হইবে না,—অর্থোপার্জ্জন কি অর্থসঞ্চয়কে যদিও আমরা জীবনের সার্থকতাপদবাচ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেই অনিচ্ছুক, তথাপি একথা অবশ্যই আমরা স্বীকার করিতেছি যে, সীমাবদ্ধভাবে অর্থাৎ ব্যক্তি-গত উদ্দেশ্যের আলোকে, ইহাদের প্রত্যেকটিই সিদ্ধির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, এবং সুনিয়মে ব্যবহৃত হইলে, ইহারা সকলেই প্রকৃত সিদ্ধিলাভের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু, এখানে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, সিদ্ধি-অসিদ্ধি নিরূপণ করা স্বয়ং সাধকব্যতীত অন্যের পক্ষে সুকঠিন। বাহিরের লোক যাহার জীবন সার্থক হইয়াছে মনে করে, তিনি নিজে হয়ত, আপনাকে ব্যর্থ-কাম মনে করিয়া, মহাদুঃখ বোধ করিয়া থাকেন! যিনি ক্রোড়পতি হইতে চাহেন, তোমার-আমার কল্পনাতীত দশলক্ষ পাইলেও তাহার নিজের নিকট তিনি দরিদ্র—তাহার আকাঙ্ক্ষার যে তৃপ্তি হয় নাই! যিনি রাজা-মহারাজা উপাধির জন্য লোলুপ, রায় সাহেব কি রায় বাহাদুর হইয়া নিজের জীবন তিনি সার্থক মনে করিবেন কেন?

আমাদের মতে জীবনের সার্থকতা পূর্ব্বোক্ত মত-সমূহের কোনটিরই ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। রাজা-মহারাজা,

সর্ব্বমান্য নাট্যকার কি ঔপন্যাসিক, বৈজ্ঞানিক কি দার্শনিক, অথবা লক্ষপতি কি ক্রোড়পতি হইলেই, আমরা মনে করিতে পারিনা যে কাহারো জীবন সার্থক হইয়াছে। যাহা জীবনের প্রকৃত সার্থকতা, তাহা তোমার-আমার ক্ষুদ্র জীবনের উদ্দেশ্য-আলোকে নিরূপিত হইবার নহে; তাহা তুল্যভাবে সর্ব্বসাধারণেব পক্ষে—অর্থাৎ বিশ্বমানবের পক্ষে—প্রযোজ্য, সাধারণভাবে আলোচ্য।

জীবনের আনুষঙ্গিক যত প্রকার সম্বন্ধের মধ্যে জীব-শ্রেষ্ঠ মানুষকে বাস করিতে হয়, তাহাদের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে রক্ষা করাকে আমবা জীবনের সার্থকতা মনে করি। এই সম্বন্ধ-রাশিব মধ্যে যাহাতে একটিও অপর কোনটির উপর অন্যাযভাবে প্রাধান্যলাভ করিতে না পারে, যাহাতে প্রত্যেকটিই স্বস্থানে ও স্বভাবে থাকিযা ঐককেন্দ্রিকমতে কার্য্য করে, তাহা দেখিতে পারিলেই, আমাদের জীবন সার্থক হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রকৃত সিদ্ধিলাভ ঘটে। এই সম্বন্ধ-রক্ষারই অন্য নাম—কর্ত্তব্য-প্রতিপালন।

প্রত্যেক অবস্থাযই, মানুষের অবশ্য-প্রতিপালনীয় কতগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে—যিনি ইহাদিগকে যথাযথ প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনিই সার্থক-জীবন। বুঝিবার সৌকর্য্যার্থে এই কর্ত্তব্য-সমূহ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা:—
১ম আত্মপ্রতি; ২য় পরিজনের প্রতি; ৩য প্রতিবেশীর প্রতি; ৪র্থ স্বদেশের প্রতি, ৫ম মানব সমাজেব প্রতি; ৬ষ্ঠ জীবমাত্রেব প্রতি ও ৭ম স্রষ্টার প্রতি। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহাদের মধ্যে

কোনো বিভাগ নাই—ইহারা অন্যোন্যনির্ভর এবং পরস্পর-বিজড়িত, অথবা একটিরই ক্রমিকপূর্ণতালাভ মাত্র। অন্য কোনটিকেও উপেক্ষা করিয়া প্রথমটি যথাযথ প্রলিপালিত হইতে পারে না।

যিনি সুচারুরূপে জীবনের আনুষঙ্গিক সম্বন্ধগুলি রক্ষা করিতে পারেন, অর্থাৎ যথাযথভাবে সর্ব্বাঙ্গীন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারেন,—যিনি জগতের অশান্তি ও দুঃখের পরিমাণ যথাশক্তি হ্রাস করিয়া, শান্তি ও সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাহার জীবনই সার্থক—তিনিই প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ। কর্ত্তব্য-প্রতিপালনে কর্ত্তা, প্রাণে যে চিন্তোদ্বেগ-শূন্য বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, অর্থ-সেবীর স্বর্ণ-অট্টালিকায় সে আনন্দের অভিজ্ঞতা নাই; ইহার প্রাণে অদম্য আকাঙ্ক্ষা, নিয়ত ভাবনা, সতত দুশ্চিন্তা! জীবনে যিনি শান্তি উপভোগ করিতে পারেন না, আকাঙ্ক্ষার যাহার পরিতৃপ্তি নাই, মরণ-মুহূর্ত্তেও যাহার মনে হয়, অনেক কার্য্য অসম্পূর্ণ ও বাকী রহিয়া গেল, তাহার জীবন সার্থক হইযাছে, বলিতে পারি না। প্রতিদিন শয়নকালে যিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারেন, "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি"—তাহার জীবনই সফল জীবন।

অজ্ঞানতা যত দোষের—অশান্তির, চিত্ত-বিক্ষেপের, কামক্রোধমোহ প্রভৃতি রিপুসমূহের—একমাত্র নিদান। জ্ঞান শান্তির, সুখের, আনন্দের আকর। জ্ঞানী কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা

বুঝিয়া অযথা চিত্ত-বিক্ষেপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন—পার্থিব বস্তুর প্রকৃতমূল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহার উপর আসক্তি স্থাপন করেন। কাজেই জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ে কখনো অশান্তির রেখাপাত হয় না। অতএব জ্ঞানার্জ্জন-প্রিয়তা এবং জ্ঞানার্জ্জন-চেষ্টাই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা-লাভের যথার্থ রহস্য।

প্রাক্তন জন্মের কর্ম্মানুসারে আমাদের জন্ম হয়:—কেহ সাধুমহাপুরুষের ঘরে, কেহ নরহন্তা দস্যুর ঘরে, কেহ পণ্ডিতের বংশে, কেহ মূর্খের বংশে, কেহ ঐশ্বর্য্যবিলাসিতার ক্রোড়ে, কেহ পর্ণকুটীরে, কেহ ব্রাহ্মণের ঔরসে, কেহ চণ্ডালের ঔরসে জন্মলাভ করে। ইহার উপর মানুষের কোন হাত নাই; কিন্তু যে অবস্থায়, কি যে ঘরেই তাহার জন্ম হয না কেন, উল্লিখিত সাতটি কর্ত্তব্যসম্পাদনের জন্য সে সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা দায়ী। ইহা করিতে পারিলেই তাহার জীবন সফল হইল। চর্ম্মকার যদি স্বকীয় কর্ত্তব্য সানন্দচিত্তে যথাশক্তি সম্পন্ন করে, মিথ্যাপ্রবঞ্চনাপ্রভৃতি নীচকর্ম্মদ্বারা যদি আত্মার অবনতি না করিয়া প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনে চেষ্টা পায়,—তাহার সাধ্যানুসারে যদি সৃষ্টিতে সুখ ও শান্তির পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে যত্নবান্ ও কৃতকার্য্য হয়, দিনান্তে একটিবারও যদি স্রষ্টার চরণতলে লুটাইয়া বলিতে পারে, যথাসাধ্য তোমারই কার্য্য করিয়াছি—তবে তাহার জীবনও সার্থক হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদিগের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রাক্তনকর্ম্মানুসারে ভগবান্ যাহাকে যে

কার্য্যের জন্য অভিপ্রেত করিয়াছেন, তাহাকে তিনি তদনুযায়ী মস্তিষ্ক এবং শক্তিসামর্থ্যও দিয়াছেন; মাথা খুঁড়িয়া মরিলে, কি দিনরাত্রি কান্নাহাটি করিলেও, অন্যতর শক্তি জন্মিবে না, অথবা আবশ্যকাতিরিক্ত শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে না। যাহার কবিত্বশক্তি নাই, সহস্র চেষ্টাতেও তিনি ছন্দোরচনাকারী ব্যতীত কবি হইতে পারিবেন না; শিল্পজ্ঞান যাহার নাই, শিল্পী তিনি কখনো হইতে পারিবেন না। অতএব বিফলমনোরথত্বের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, আমাদিগের প্রত্যেকেরই প্রথমে অবস্থা ও শক্তিঅনুযায়ী জীবন-যাত্রানির্ব্বাহের কার্য্য ঠিক করিয়া, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সততাসহকারে সেই কার্য্য সম্পাদন করা, এবং সমসঙ্গী অন্যান্য কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হওয়া, উচিত।

কিন্তু, জীবনের সার্থকতা শব্দের অর্থ লইয়া যত গোলযোগই হউক্ না কেন, লাভের পন্থা একটি মাত্র। যিনি যাহাই চাহেন না কেন,—কতগুলি সাধারণ নিয়ম সকলকেই মানিয়া চলিতে হইবে। জগতে যাহারা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, যোদ্ধা, শিল্পী, কুবের, কবি প্রভৃতি আখ্যায় যথার্থ বিভূষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী ও কার্য্যপ্রণালী অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলে, উদ্দেশ্য-নির্ব্বিশেষে, সিদ্ধিলাভের এই সর্ত্ত-সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং দৃঢ়তা সহকারে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, এই সর্ত্ত-সমূহ যথাযথ প্রতিপালিত হইলে, সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—⁂—

অদৃষ্ট ও পুরুষকার।

জগতে যাহারা বাহ্যতঃ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া কোন অভীপ্সিত বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না, তাহাদের প্রায় ষোলআনাই বলিয়া থাকেন, "আমার অদৃষ্টের দোষ!" অলস ও নির্ব্বোধের পক্ষে ত ইহা একটি রক্ষাকবচস্বরূপ। আত্মছিদ্র-দর্শনে মানুষ এমনি অন্ধ যে, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল বুঝিতে, কি অসিদ্ধির তত্ত্বান্বেষণে, মুহূর্ত্তমাত্রও ব্যয় না করিয়া, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া, সে আহত মনকে শান্ত করে এবং এই ভাবে নিজকে নিজে প্রতারিত করে।

আর, যাহারা প্রতিকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করেন,—অশান্তি ও দুর্য্যোগের ঝটিকা কখনো যাহাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় নাই—তাহারা, অধিকাংশস্থলেই, আত্ম-প্রতারিত হইয়া, অথবা সরল আত্মবিশ্বাসে, বলিয়া থাকেন, "পুরুষকারই সর্ব্বোন্নতির মূল।"

সাধারণের সম্মুখে বিষম সমস্যা উপস্থিতঃ—একপক্ষ বলেন, অদৃষ্টই কর্ম্মফলদাতা, অপর পক্ষ প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, "অদৃষ্ট মানিতে প্রস্তুত নই—খাটো, তবেই সিদ্ধিলাভ হইবে।"

এমত অবস্থায, সফলতার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে বসিযা, প্রথমেই, এই বিবাদের মীমাংসা-কল্পে, আমাদের দু'চারিটি কথা বলা আবশ্যক।

উপরি-উক্ত মতদ্বয়ের কোনটিকেই আমরা ষোল-আনা গ্রহণ কি পরিত্যাগ করিতে পারি না, আমাদের মতে উভযই মানুষের ভাগ্য-বিধাতা—যদিও পুরুষকারকেই কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে স্থান দিতে ইচ্ছা হয।

অদৃষ্ট অর্থ কি?—সাধারণতঃ, যাহা দৃষ্ট নয, অর্থাৎ যাহা আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অথবা বুদ্ধিগোচর নহে, শত চেষ্টায়ও যাহার কারণ বাহির করিতে পারি না, তাহাই আমার অদৃষ্ট। ব্যবহারিকভাবে, ইহাতে এমন একটি গূঢ় ও গম্ভীর অর্থ আরোপিত হইয়া থাকে যে, ইহার নাম শুনিলেই আমরা বুঝিয়া থাকি, ইহা কর্ত্তার অবাধ্য ও অবশ্য, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলাতীত, অতি দুর্জ্ঞেয়, বিধাতৃ-শক্তিসম্পন্ন কেমন-কেমন একটা শক্তি! আমি যেমনই কেন ইচ্ছা ও কাজ করি না, ফলটি ঠিক অদৃষ্টানুযায়ী হইবেই—ফলের উপর আমার কোন হাত নাই।

পুরুষকার কি?—ইহা, সাধারণতঃ, সুবুদ্ধি-পরিচালিত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়কে বুঝাইয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষের প্রভেদ হইতে বোধ হয়, এই অর্থ বাহির করা হইয়াছে। সাধারণতঃ, পুরুষ স্ত্রী হইতে বুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ;—কাজেই পুরুষকার, অর্থাৎ পুরুষের কার্য্য, দ্বারা তাহার এই বিশেষ গুণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু একটু তলাইয়া যদি আমরা পুরুষ-

প্রকৃতির পরস্পর-বিরোধী রাজ্যে যাইয়া উপনীত হই,—তবে অর্থটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাদের প্রকৃতি-নির্ণয়ে গীতা বলিয়াছেন,—প্রকৃতি কর্ত্তা, পুরুষ স্বধু দ্রষ্টা—সাক্ষী-স্বরূপ। এখানে যদি পুরুষকারের সৃষ্টি হইয়া থাকিত, তবে তাহার অর্থ দাঁড়াইত—নির্লিপ্ততা। কিন্তু যখন পুরুষকার-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইয়া আমাদের বিবাদ নহে, তখন এ বিষয়েয় বিশেষ অবতারণা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। সাধারণ-প্রচলিত অর্থই আমাদের গ্রাহ্য।

এখন বিবেচ্য হইতেছে—আমরা অদৃষ্ট মানিব কি পুরুষকার অর্থাৎ বুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যবসাযকে, সফলতা লাভের মূল কারণ বলিযা মানিব ?—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা দুইটিকেই স্বীকার করি, কারণ :—

সৃষ্টিব পূর্ব্বে আমি একমাত্র ইচ্ছাময ও শক্তিময় পরম পুরুষ ছিলাম। আমার ইচ্ছা হইল, এক আমি বহু আমি হইব। কেন এবং কিভাবে এই ইচ্ছার উদ্রেক হইল—সেই কঠিন আধ্যাত্মিক সমস্যার উত্তর বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে বলিয়া, এখানে তাহার অবতারণার আবশ্যক নাই।

এক আমি বহু আমি, অর্থাৎ এক পুরুষ বহু পুরুষ হইলাম। এই বহুত্বের মূলে একের ইচ্ছাকেই কার্য্যকরী দেখা যাইতেছে। বহুপুরুষ বহুভাবে ইচ্ছা করিয়া প্রকৃতিদ্বারা বহুভাবে কার্য্য করিতে লাগিল ; বহুত্বের অবস্থায় একজন অন্য জনকে কখনো সাহায্য, কখনো প্রতিহত করিতে থাকিল, অর্থাৎ ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইল। ইচ্ছামাত্রই এখন আর সফল হইতে পারেনা। একত্বের সময় বহুত্বের জন্য যে ইচ্ছা হইয়াছিল, বহুত্বের অবস্থায় ইচ্ছার সফলতা-নিষ্ফলতার কারণ হইল, সেই একত্বের ইচ্ছা। অর্থাৎ ইহাই হইল বহুত্বের অদৃষ্ট।

একত্বের অবস্থায় ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ও সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল; কিন্তু বহুত্বের অবস্থায় ইচ্ছা, সিদ্ধিলাভের জন্য, অনেক পরিমাণে প্রকৃতিনির্ভর হইয়া পড়িল।—ক্রিয়া-ফলের ভার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, শরীর এবং বহিঃ-প্রকৃতির অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার উপর অনেক খানি আসিয়া পড়িল, অর্থাৎ ইচ্ছার শক্তি হ্রাস হইল। আবার, বহুত্বের প্রত্যেকটি একের পক্ষে বহিঃ-প্রকৃতি থাকাতে, এবং এই বহিঃ-প্রকৃতির, আবার, ইচ্ছা ও কার্য্যকরী শক্তি থাকাতে, প্রত্যেকটি একের কার্য্যকরী শক্তি নিয়ন্ত্রিত, সাহায্য-প্রাপ্ত, ও রুদ্ধ হইতে লাগিল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বথা পুরুষকারের জয়লাভ হইতে পারে না।

আরও আছে—শক্তিমাত্রই অবিনশ্বর; শক্তির অবলম্বন ও কেন্দ্র, জীবপুরুষও অবিনাশী। কিন্তু শক্তির বহিঃ-প্রকাশের উপাদান—নাম ও রূপ—পরিবর্ত্তন-শীল। বিশিষ্ট দেহ-নাম-ধারী আমাতে যে শক্তি আছে, সেই শক্তিই আমি; যখন 'আমার' মৃত্যু হইবে, তখন এই শক্তি বর্ত্তমান নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া, নামান্তর ও রূপান্তর ধারণ করিবে মাত্র।

নামরূপধারী শক্তির বিরুদ্ধে কি স্বপক্ষে নামরূপধারী শক্তির চালনার নামই ক্রিয়া, এবং প্রত্যেক ক্রিয়ারই বিরুদ্ধ কি অনুকূল প্রতিক্রিয়া আছে। বর্ত্তমাননামরূপধারণের পূর্ব্বে আমার নামান্তর ও রূপান্তর ছিল। সেই অবস্থায় আমি যে ক্রিয়া করিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যেকটিরই আমার উপর প্রতিক্রিয়া হইয়াছে কি হইবে। যে প্রতিক্রিয়াগুলি পূর্ব্বাবস্থায় আমাকে পায় নাই, তাহারা আমার বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া আমাকে তাহাদের ফলভোগী করিবেই। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমার বর্ত্তমানের ক্রিয়া-ফল ইহাদের দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই যে পূর্ব্ব নামান্তর-রূপান্তরের ক্রিয়া, ইহারাই হইল আমার বর্ত্তমান জীবনের অদৃষ্ট।

এখন, তবে আমরা দেখিতেছি যে সকল সময়ই আমার ক্রিয়া, ফলের জন্য, আত্মনির্ভর না হইয়া, আমার প্রাপ্য অতীত প্রতিক্রিয়াগুলির উপর এবং কতকপরিমাণে, বর্ত্তমানের প্রতিক্রিয়াসমূহের উপরও নির্ভর করিবে, অর্থাৎ আমার বর্ত্তমান পুরুষকারই সর্ব্বেসর্ব্বা নহে।

কিন্তু অদৃষ্টও সর্ব্বময় কর্ত্তা নহে—প্রথমে পুরুষকারই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল—অদৃষ্টও পুরুষকারের সৃষ্ট। বহু নাম ও রূপের—বহুজন্মের—প্রতিক্রিয়া-সমষ্টি আমার অদৃষ্টরূপে, আমার বর্ত্তমান পুরুষকারের মস্তকোপরি বর্ষণোন্মুখ পুঞ্জীভূত মেঘ-মালার ন্যায় বিরাজ করিতেছে—উপর্য্যুক্ত পর্য্যালোচনা হইতে

ইহাই আমরা দেখিতেছি। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার উপরও আবার প্রতিক্রিয়া হইতে পারে—বর্ত্তমানে পুরুষকার দ্বারা আমি এমন কাজ করিতে পারি, যাহাতে আমার প্রাপ্য পুরস্কার ও তিরস্কাররূপ প্রতিক্রিয়া রহিত কি সুবিহিত হইতে পারে। অতএব অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বসিয়া না থাকিয়া পুরুষকার অবলম্বনই প্রকৃত পুরুষত্ব ও মনুষ্যত্ব। তবে অকৃতকার্য্যতার সময়, বিশেষ চেষ্টাতেও কারণ নির্দ্ধারণে সক্ষম না হইলে, অদৃষ্টের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিয়া মনস্তাপের হস্ত হইতে রক্ষা পাওযা, এবং পুনর্ব্বার উৎসাহের সঙ্গে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া, বরং শুভদ বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে। এই হিসাবে অদৃষ্ট জিনিষটি মন্দ নহে।

তৃতীয় অধ্যায়।

—○—

সিদ্ধি-লাভের সর্ত্তসমূহ।

অর্থ-জগতে, রাস্তার ভিক্ষুকত্ব হইতে যাঁহারা কুবের-সমতুল্য সমৃদ্ধিলাভ করিযাছেন; জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাজ্যে যাঁহারা অসংখ্য প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াও, একদিকে অতুল যশ ও অর্থ অর্জ্জন করিযাছেন, এবং অপরদিকে নিত্য নূতন আবিষ্কার দ্বারা সভ্যতার সীমা বর্দ্ধিত করিযা জগদ্বাসীকে বিস্মিত উপকৃত ও মুগ্ধ করিযাছেন, রাজনৈতিক ক্রীড়া-ভূমিতে দাঁড়াইযা যাঁহারা, ক্রীড়া-গোলকের মত, সমগ্রজগৎখানিকে লইযা হেলায় অসীমকৌশলসহকারে খেলা করিয়াছেন; রণক্ষেত্রে যাঁহারা সিংহগর্জ্জনে সমস্ত পৃথিবী কম্পমানা করিযাছেন—এক কথায, জগতে যাঁহারা বিষয় বিশেষে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায, বিষয়-নির্ব্বিশেষে, ইহাঁরা, সকলেই জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে, কতকগুলি সাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন—কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছেন। আর যাহারা ইহাঁদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই, অথবা সর্ব্বতোভাবে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদের জীবনী-পাঠে দেখা যায়,

তাহারা এই নিয়মাবলী আংশিকরূপে কি সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিতে পারে নাই, কি করে নাই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোনো বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে হইলে সকলকেই এই নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতে হইবে। ইহারা সফলতা লাভের সর্ত্ত—সৌভাগ্য-মন্দিরের বিধি-নির্দ্দিষ্ট দ্বারী। ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেই হইবে।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে, সাধারণ ভাবে এই নিয়মাবলীর উল্লেখ করিয়া, পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে ইহাদিগকে সদৃষ্টান্ত বিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

সফলতা-লাভের কোনো সহজ রাজ-পথ কি অব্যর্থ যাদু-মন্ত্র শিখিবার আশায় যদি কেহ এই পুস্তিকা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহাকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি এইখানেই যেন পুস্তক বন্ধ করেন। চিব-প্রচলিত দুর্গম পন্থাটি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা মাত্র আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক মানুষের জীবনই প্রধান দুইটি ভাগে বিভক্ত—একভাগ, যতদিন মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন না হয়; যখন পিতামাতাভ্রাতা, অথবা অপর কোনো অভিভাবকের অধীনে শিক্ষিত ও চালিত হইয়া থাকে, অপর ভাগ—যখন হইতে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতে আরম্ভ করে।

জীবনের এই দুইটি বিভাগ অনুসারে, প্রতিপাল্য নিয়মা-বলীকেও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সকল কার্য্যেরই ভিত্তি-পত্তনটি সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক। মানব-জীবনের

এই ভিত্তিপত্তন কার্য্যটি সম্পূর্ণ পরাধীন; ইহা জনকজননী কি অপর অভিভাবক এবং শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। পত্তন-কার্য্যটি হইয়া গেলে, কর্ত্তা স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে, এবং প্রায়শঃই ভিত্তিঅনুযায়ী বাকী গঠন-কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। এই হিসাবে সফলতালাভের সর্ত্তস্বরূপ নিয়মাবলীকে আমরা নিম্নলিখিত দুই ভাগে বিভক্ত করিতে চাই :—১ম, বালকের প্রকৃত উন্নতিকামী অভিভাবকের কর্ত্তব্য, এবং ২য, কর্ত্তার আত্ম-কর্ত্তব্য।

প্রথম—বালকের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত, সে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, সদসৎ, বিচার করিযা কাজ করিতে পারে না। অথচ দেখা যায, শৈশবেব শিক্ষা আমাদের এমন মজ্জাগত হইযা পড়ে যে, সমগ্র ভাবীজীবনেব গতিবিধি সেই শিক্ষার উপব অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। অনেক সময় শৈশবেব অভ্যাস দূরীকৃত করিতে প্রাণান্তকব চেষ্টাও সফল হয না। এমত অবস্থায় অভিভাবক মাত্রেরই কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে তাহার উপর ন্যস্ত-ভাব বালক সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তৎপ্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগী হন। এতন্মধ্যে অভিভাবকের প্রধান দ্রষ্টব্য ও প্রতিপাল্য হইতেছে—

(১) সময় ও শৃঙ্খলার মূল্যবোধ-জন্মানো, এবং ইহাদের ব্যবহার শিক্ষা দেওযা।

(২) বালককে আত্ম-নির্ভর হইতে, কোনও বিষয়ের জন্য যথাসাধ্য পরমুখাপেক্ষী না হইতে, শিক্ষা দেওয়া।

(৩) এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কর্ত্তব্য— তাহার শক্তি ও মানসিক গতি পর্য্যালোচনা করিয়া বালকের জীবনের উদ্দেশ্য নিরুপণকরণ ও তাহাকে তদনুযায়ী চালিতকরণ।

(৪) নৈরাশ্য ও নিরুদ্যমতার প্রতীকার শিক্ষা দেওয়া।

দ্বিতীয়—আত্মকর্ত্তব্য—সিদ্ধ্যার্থীর নিজেরও কতকগুলি প্রতিপালনীয় কর্ত্তব্য এবং শিক্ষনীয় বিষয় আছে। এই সকল শিক্ষাও অভিভাবকেব নিকট হইতে পাইতে থাকিলেই উত্তম।

(১) ব্যায়ামের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিযা তাহার বাস্তবীকরণ।

(২) শক্তিসঞ্চয়—আত্মসংযম; দৃঢনিষ্ঠা বা একচিত্ততা অর্থাৎ একটিমাত্র বিষযে মনকে স্থির ও দৃঢ রাখিতে সক্ষম হওয়াব ক্ষমতা, সময়-প্রতিপালন-শীলতা (Punctuality); অধ্যবসায়; আত্মসহায়তা, আত্ম-বিশ্বাস, বিচারশক্তির অনাবিলতা এবং অবস্থাবিবেচনায় কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ ও প্রতিপালনের ক্ষমতা; পার্শ্ববর্ত্তী-অবস্থানপেক্ষিতা; সুযোগ দর্শন ও গ্রহণের ক্ষমতা; কৌশল (tact); কর্ত্তব্যবিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খজ্ঞান ও প্রতিপালন-ক্ষমতা; চিন্তাশীলতা, এবং অনুকরণে মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব।

কিন্তু, ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই উভয়শ্রেণীর অভ্যসনীয় বিষয়গুলি পরস্পর এমন বিজড়িত ও অন্যোন্য-নির্ভর যে, প্রকৃতপক্ষে ইহাদের মধ্যে কোনো

তারতম্য কি শ্রেণীবিভাগ নাই, এবং ইহাদের কোনো একটিও উপেক্ষণীয় নহে। যিনি প্রকৃতই উন্নতি অভিলাষ করেন, তাহাকে এই বিধানপরম্পরা অবনত মস্তকে মানিয়া চলিতে হইবেই—অন্যথায়, বিফলমনোরথ ও নিষ্ফলজীবন হইয়া সংসার হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইবে।

ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করিতে হইলে, যে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের আবশ্যক, এই নিয়মাবলী কি তাহাই নহে?

চতুর্থ অধ্যায়।

অভিভাবকের কর্ত্তব্য।

১ম—সময়ের মূল্যবোধ জন্মানো এবং ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া—শৃঙ্খলা।

সংসারে যতপ্রকার অভাবের অভিযোগ শ্রুত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সমযের অভাবের জন্যই মানুষ অধিকতর কষ্টভোগ ও পরিতাপ করিয়া থাকে। এমন লোক অতি অল্পই দেখা যায়, যিনি সময়ের অভাবের জন্য পরিতাপ করেন না—যিনি বলেন না যে, সময় পাইলে, তিনি জগৎ-ভরা কার্য্য করিতেন, দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন, পীড়িতের শুশ্রূষা করিতেন, আর্ত্ত ও বিপন্নকে সাহায্য দিতেন। এমন লোক খুবই বিরল, যিনি দিনান্তে বলিয়া উঠেন না "ওহোঃ, কাজটা হয় নাই ত! সময়ে আর কুলায় না!" ইহাদের কথা শুনিলে মনে হয়, ইহারা কত কাজই করিয়া থাকেন, সময়াভাবে বেশী করিতে পারেন না বলিয়াই দুঃখিত।

প্রকৃত কারণ কি তাই? যথেষ্ট কাজ করিতে পারেন না বলিয়া, কর্ত্তব্যের অপূর্ণতার জন্যই কি ইহারা এই অনুতাপ করিয়া থাকেন? সময় কি প্রকৃতপক্ষে এতই অল্প পরিমাণে

মানুষের ভাগ্যে পড়িয়াছে ? না, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, যাহারা সময়ের সঙ্কীর্ণতার জন্য এত ব্যথিত, প্রকৃত প্রস্তাবে দিবসের প্রায় পনের আনা সময়ই তাহারা 'বাজে কাজে,' গল্প-গুজবে, শয়ন-ভোজনে, তন্দ্রা-নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া, কখনো কখনো খেয়ালে, অথবা লোককে জানাইবার জন্য, বলিয়া উঠেন—সময়ের অভাবে কাজ করিয়া উঠিতে পারি না। যাহারা সময়ের অভাব ও অল্পতার জন্য চিৎকার করিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই সময়ের মূল্য বোঝে না ও মনে-প্রাণে কাজ করিতে প্রস্তুত নহে ; অল্প কয়েকজন মাত্র, কাজ করিতে ইচ্ছুক হইয়াও, শৃঙ্খলার অভাবে, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারে না ; এবং নিজের দোষ ও ত্রুটী দর্শনে অক্ষম হইয়া, সময়ের স্কন্ধে দোষের বোঝা চাপাইয়া দিয়া, অনুতপ্ত মনকে শান্তনা দান করে।

জগতে যাঁহারা প্রধান কর্ম্মী,—জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও যাঁহারা পরোপকার করিতে, দেশের ও সমাজের হিতকর কার্য্যসাধনে, এবং নিজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভূষিত করিতে, সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা কখনো সময়ের অভাব উপলব্ধি করেন নাই—বরং সময় বৃথা ব্যয়িত হইতেছে দেখিয়া দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। একটি মুহূর্ত্তকেও তাঁহারা তুচ্ছ ক্ষুদ্র মনে করেন নাই! তাঁহারা জানিতেন, জগতে কিছুই তুচ্ছ নহে ; ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতেই অভ্রভেদী পর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত হইতেই বৎসর হয়। "শিক্ষিত লোহার কামার"

এলিহু বাড়িট্ (Elihu Burritt) সময়ের মূল্য এতটা বুঝিতেন যে, জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য তাঁহাকে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত, তাহার মধ্যেও তিনি আঠারোটি ভাষা এবং বাইশটি উপভাষায় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য-ভাষাবিৎ অধ্যাপক স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন। ইনিও একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মীপুরুষ। জোন্স এমনভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত-গুলিকে এমন দৃঢভাবে আকড়িয়া ধরিয়াছিলেন যে, বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিতে না কবিতেই তিনি গ্রীক্, লাটিন্, পর্ত্তুগীজ, স্পেনীয, আরবী ও পারশী ভাষায় অনেক ব্যুৎপত্তি লাভ করিযা-ছিলেন। আইনেও তাঁহাব অসামান্য দখল ছিল। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহারের জন্য, তাঁহার দিবসকে তিনি নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করিয়া লইযাছিলেন ; সাত ঘণ্টা আইন অধ্যযনে, সাত ঘণ্টা শান্তিদাযিনী নিদ্রাব ক্রোড়ে, এবং বাকী দশঘণ্টা সংসারের অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় করিতেন ; কখনো তিনি এ নিয়মের উল্লঙ্ঘন করেন নাই, এবং সমযের সঙ্কীর্ণতার জন্য কখনো তাঁহাকে ব্যথিত হইতে হয় নাই।

অলস লোকই বিশ্রাম চাহে—মানব-জীবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বোধ যাহাদের নাই, কত অল্প সময়ের মধ্যে কত বড জটিল, বিস্তৃত ও কঠিন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, এই জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারাই বিশ্রামের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে, এবং প্রায় সারাটি দিনই বিশ্রাম করিয়া, সন্ধ্যাবেলায

পুঞ্জীভূত অসম্পন্ন কর্ত্তব্য-রাশির দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে! যাহারা প্রকৃত কর্ত্তব্য-পরায়ণ, সময়ের মূল্য যাহারা যথাযথ বুঝিতে পারেন, তাহারা জানেন, অবসর ও বিশ্রামের জন্য এ জীবন নহে; কঠোর অক্লান্ত ও সারাজীবন-ব্যাপী পরিশ্রমের জন্যই এই সংসার—বিশ্রামের জন্য অনন্ত জীবনই পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যের "বাজে মুহূর্ত্তে" ইহারা কাজ করেন।

ঈদৃশ কর্ম্মীপুরুষদের প্রত্যেকের কার্য্যের পরিমাণ করিতে গেলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে, এত কাজ করিযাও ইঁহারা কখনো সময়াভাবের জন্য পরিতাপ করেন নাই, এই কথাটি মনে রাখিলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী চেশায়ারের সুবিখ্যাত কণ্ট্রাক্টর টমাস্ ব্র্যাসীর নাম কর্ম্মজগতে সুপরিচিত। ১৮০৫ খৃষ্টব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সাঙ্গ করেন। এই ৬৫ বৎসরের মধ্যে তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, ডেন্‌মার্ক, ইটালী, ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া, এমন কি আমাদের এই ভারতবর্ষেরও প্রধান প্রধান রেলওযে লাইন্ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন! একটি মুহূর্ত্তও তিনি অপব্যায কি বাজে কাজে ব্যায় করেন নাই। তিনি নিজেই বলিতেন "অলস হইতে হইলে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক।" তিনি কখনো অতিব্যস্ত হইতেন না, বা সময় উত্তীর্ণ করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না। কর্ত্তব্য-সম্পাদনে তাঁহার ঔদাস্য ছিল না। শিকারে বাহির হইবার সময়ও তিনি

লিখিবার সরঞ্জাম সঙ্গে লইতেন, এবং বিশ্রামকালে, হয়তঃ কোন বৃক্ষতলে বসিয়াই, প্রযোজনীয় পত্র ও উত্তর লিখিতেন। এতাদৃশ কর্ম্মী পুরুষ যাঁহারা, তাঁহারা সাধারণ লোকের মত, নিষ্কর্ম্ম হইয়া বিশ্রাম সুখভোগ করেন না ; কার্য্যের পরিবর্ত্তন করিযা বিশ্রাম করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্ কোদ্‌লাইয়া কি সেক্সপিযার পড়িয়া, ক্লান্ত দেহমন সতেজ করেন। সময়ের উপর এতটা মূল্যই ইহাঁরা স্থাপন করেন।

এখন কথা হইতেছে, ইহাঁরা এত কাজ করিতে সময় পাইতেন কেমন করিয়া ?—শৃঙ্খলা দ্বারা। দৃঢ়নিষ্ঠ না হইয়া এলো-মেলো ভাবে কাজ করিতে গেলে, কোনো কাজই সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক মুহূর্ত্তের জন্য, প্রত্যেক ঘটনার জন্য, কার্য্য বিভক্ত ও নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইযা, দৃঢ়তা ও অবিচলতা সহকারে তাহা মানিয়া চলা চাই।

সময় সততচঞ্চল এবং বাযুব ন্যায় বেগবান্‌গতিবিশিষ্ট ; প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য-সম্পাদনের সময় হ্রাস হইয়া পড়িতেছে; এবং যাহা যাইতেছে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না।

সময় হারাইয়া, অসম্পন্ন কর্ত্তব্যরাশি যখন আমাদিগের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতে থাকে, আমাদিগকে প্রতীকারে অসমর্থ জানিয়া, সংসারের বিপদরাশি আসিয়া যখন চতুর্দ্দিক হইতে আমাদিগকে বেষ্টন করিতে থাকে,—তখন আমরা নৈরাশ্যের সঙ্গে বুঝিতে পারি, সময়ের মূল্য কত ; যথাসময়ে

কাজ করিতে পারিলে কত শোক, তাপ, দুর্দ্দশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিতাম! কিন্তু ক্রমিক অভ্যাসে অলসতার এমনই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তখন আমাদিগেব উপব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তখনো আমরা কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না—কেবল নিঃসহায় ভাবে, শূন্যনয়নে অতীতের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করি!

বাল্যকাল শিক্ষার সময়; বালকের মন বর্দ্ধিষ্ণু বৃক্ষ-শিশুর ত্বকের মত। এই ত্বকের উপব ক্ষোদিত অক্ষর যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আযতনে বিস্তৃত হইতে থাকে, বাল্যকালের অভ্যাস ও তেমন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে দৃঢ়মুল ও বিস্তৃতপ্রসার হইতে থাকে।

অতএব, শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকমাত্রেবই প্রধান কর্ত্তব্য ও দ্রষ্টব্য এই, যাহাতে গুণের ও সদভ্যাসেব বীজ সমূহ বাল্যকালেই তাহার রক্ষিতের মনে উপ্ত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা। বিশেষতঃ, যে সময়ের অভাবের জন্য তিনি নিজে এত ব্যথিত ও অনুতপ্ত—শিক্ষার ও অভ্যাসের গুণে, জগতের প্রধান কর্ম্মীগণ, বিশ্বময় কার্য্য করিয়াও, যে সমযের অভাব উপলব্ধি করেন না, যাহাতে সময়ের সেই স্বস্পষ্ট অভাবের জন্য তাহার বালককে কখনো অনুতাপ করিতে না হয়—এই বিষযে তাহার বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যে শৃঙ্খলা দ্বারা ও যে মূল্যবোধ হইতে সময়ের বৃদ্ধি হইতে পারে—অল্পসময়ে অনেক কাজ করা যাইতে পারে—বালকের মনে প্রথম হইতেই, সময়ের সেই মূল্যবোধ জন্মান

এবং তাহাকে কার্য্যের শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। নতুবা, অন্যবিধ অশেষ গুণের আকর হইয়াও বালক, মানুষের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া, শান্তিতে বিদায় লইতে পারিবে না।

বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, সকল গুণের মূল ও সিদ্ধিদাতা যে সময়ের মূল্যজ্ঞান, আমাদের দেশে জনকজননী সন্তানের মনে সেই জ্ঞান জন্মাইতে—সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিতে—বিন্দুমাত্রও প্রয়াস স্বীকার করেন না, অথচ সন্তান খুব একজন বড়লোক হয় এইটি সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা!

২য়—আত্মনির্ভরতা—পরমুখাপেক্ষিতাবর্জ্জন।

বাল্যকাল হইতে শৃঙ্খলা অভ্যাস না করিলে, বড় হইয়া যেমন বুঝিয়াও শৃঙ্খলার সঙ্গে কার্য্য করা যায় না, তেমনি এই সময় হইতেই আত্মনির্ভর হইতে না শিখিলে, বড় হইয়া, অনেক অসুবিধা ও অশান্তি ভোগ করা সত্বেও মানুষ আর সহজে আত্মনির্ভর হইতে পারে না। অথচ, উন্নতিলাভ করিতে হইলে—সংকল্পিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে, আত্মনির্ভরতা গুণটি অপরিহার্য্য।

যতক্ষণ অবলম্বন থাকে, ততক্ষণ মানুষ আপনার শক্তির উপর দাঁড়াইতে আবশ্যক বোধ করে না ও দাঁড়ায় না। কিন্তু যখন চতুর্দ্দিক হইতে একএকটি করিয়া অবলম্বন সরিয়া পড়ে, মানুষ তখন আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়াই দাঁড়াইতে চাহে ও একবারে হোক্, দশবারে হোক্, দাঁড়াইয়া থাকে।

উত্থানই প্রকৃতির নিয়ম; পতন—প্রকৃতিবিরুদ্ধ; সকল বিষয়ই এইরূপ। কেহই সহজে পড়িতে চায় না; পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইতে চাহে। চালনায় শক্তি বাড়ে এবং ক্ষিপ্রত্ব লাভ করে। চালিত না হইলে তাহা ডোবার জলের মত, স্বকীয় উপকারীত্ব ত্যাগ করিয়া, ধীরে ধীরে ভয়ানক অপকারী হইয়া উঠে।

শৈশব হইতেই সন্তানকে নিজের উপর অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; "বলং বলং বাহুবলং" তাহার নিত্য স্মরণীয় মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। ইহাতে মানুষ আপনার ওজন বুঝিতে পারে—বিপদে পড়িলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া, একটা কিছু ধরিয়া উঠিতে পারে; সর্ব্বদা চালনার আবশ্যক হওয়ায়, চক্ষু খুলিয়া যায়, বুদ্ধি বিকশিত ও পরিষ্কৃত হয় এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জন্মে। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই পথভ্রষ্ট ও পতিত হয়; অন্ধ লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া দিব্য চলিযা যায়। আমি যদি জানি যে, তোমরা আমাকে রক্ষা করিতেছ, তবে আমি আমার সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াই চলিতে থাকি; তোমরা মুহূর্ত্তের জন্য সরিয়া গেলে, আমি আর কূলকিনারা পাই না। যদি আমি জানি যে, আমি সম্পূর্ণ একাকী—তবে আমি চতুর্দ্দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়াই চলিতে থাকি; বিপদ অলক্ষিতভাবে আসিয়া কখনো আমাকে আক্রমণ করিতে পারে না। আত্মনির্ভরকে আলোকময় রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, জাগিয়া কখনো ভীষণ অন্ধকার দেখিতে হয় না।

এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহারা স্বচ্ছন্দতা ও সমৃদ্ধির দিনে বেশ সুবুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া, ছুর্দ্দিনে গণ্ডমূর্খের মত কার্য্য করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে এই—সুদিনে ইহারা নিজের ভার দশের স্কন্ধে উঠাইয়া দিয়া "ঠাণ্ডা মাথায়" কাজ করিয়াছিলেন ; ছুর্দ্দিনে যাই ভারবাহী দশ সরিয়া গিয়াছে, অমনি অনভ্যাস বশতঃ আপনার ভারে আপনি বিব্রত হইয়া, মস্তিষ্ক আর ইহারা শীতল রাখিতে পারেন নাই ; বুদ্ধি ঘোলাইয়া যাওয়াতে পদে পদে ভুলভ্রান্তি করিযাছেন।

পণ্ডিত বেকন বলিয়াছেন—"মানুষ নিজের অর্থ কি শক্তি ঠিকভাবে বুঝিতে পারে না। অর্থ সম্বন্ধে যা' নয়, তাই বিশ্বাস করে ; শক্তি সম্বন্ধে আবার যা' হইতে পারে, তা' বিশ্বাস করে না।" নিজের প্রচ্ছন্ন শক্তি যথার্থরূপে জানিতে না পারিয়া, মানুষ অনেক সময়, ইচ্ছাসত্ত্বেও, অনেক সৎ ও সাধ্যায়ত্ত কার্য্য হইতে বিরত থাকে।

জগতে যাঁহারা বড় হইয়াছেন—অর্থে বল, জ্ঞানে বল, গৌরবে বল—তাঁহারা আত্মচেষ্টায়ই হইয়াছেন। পরের উপর নির্ভর করিয়া, অথবা লাঠিভর দিয়া, যাহারা চলিয়াছে, তাহারা কখনো দৌড়াইতে শিখে নাই ; জীবন মরণ পণ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াই, সাঁতার শিখিতে হয়।

আমাদের দেশে, কতকটা যৌথপরিবার-প্রথার গুণে, কতকটা অভিভাকদের অবিবেচনায়, ও বেশিরভাগই সামাজিক অলসতা ও অভিমানের জন্য, আত্মনির্ভরতা গুণটি একপ্রকার

অস্তিত্বশূন্যই পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যাসাগর প্রভৃতির স্থান এই জন্যই আর পূর্ণ হইতেছে না; এই জন্যই যে "দু'পয়সা" উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার স্কন্ধে অনেক 'মামা-মেশো-পিশা' আসিয়া বিরাজ করিতে থাকেন; এবং এই জন্যই "চাকু'রের" চাকুরী গেলে, অথবা তাহার মৃত্যুর পর, তাহার পরিবার দশজনের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকে; এবং শিক্ষিত যুবকগণও এই জন্যই চাকুরীর অনুসন্ধানে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আত্মীয়াম্ন ধ্বংশ করিতে থাকে।

ভীষণ নৈরাশ্য এবং দুর্দ্দিনের মধ্যে পতিত হইয়াও, মানুষ কেমন করিয়া আবার সুখের মুখ দেখিতে পায়, উন্নতিশীল জাতিসমূহের মধ্যে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ইউজিনি মারসাইলের এক বণিক-কন্যা। স্বামী একজন সামান্যবেতনভোগী সৈনিক পুরুষ; ক্রোড়ে দুইটি অপোগণ্ড শিশু। স্বামী যুদ্ধে নিহত হইলে, অর্থবল ও জন-বলের অভাবে, ইউজিনিকে স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাকে কবর দিতে হয়। এমন অবস্থায় পতিত হইলে, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক-গণ কি করিয়া থাকেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই আপনাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া পিতা কি অন্য কোন আত্মীয়ের স্কন্ধে অথবা সাধারণের অনুগ্রহ-ভিক্ষার উপর চাপিয়া বসিতেন! কিন্তু ইউজিনি ইহা করিতে ঘৃণা বোধ করিলেন; নিজের শক্তি তিনি বুঝিতেন—অপরের সাহায্য লইয়া মনুষ্যসমাজে মুখ দেখাইতে তিনি ঘৃণাবোধ করিলেন। স্পেইন্‌দেশের কোন নিবিড়

পর্ব্বতগাত্রে একটি নির্জ্জন ভগ্নমন্দির ছিল, ইউজিনি এই মন্দিরে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। যে সকল গো-পালক ও মেষ পালক ঐ পর্ব্বতের সাম্নুদেশে পশু চরাইতে আসিত, তাহাদের 'ফুট্-ফরমাইস্' যোগাইয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তিনি আপনার ও সন্তান-দ্বয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ধীরেধীরে ইউজিনি এই সকল পশুপালকদের আহার্য্যবাহিনী পত্নীগণের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। ইহারা উল্ কাটিতেন। ইউজিনি তাহাদিগকে বুঝাইলেন, একাকী কার্য্য করিলে একদিকে পরিশ্রমে যেমন সুখ পাওয়া যায় না, অপর দিকে তেমনি কাজও কম হয়। তাহারা আসিয়া ইউজিনির কুটীরে বসিয়া একত্রে কাজ করিতে লাগিল। ফল বেশি হইতেছে দেখিয়া তাহারা ভারি খুসী হইল—সপ্তাহান্তে প্রত্যেকেই ইউজিনিকে কিছু কিছু উল্ পারিতোষিক স্বরূপ দিতে লাগিল। এই উল্ বিক্রী করিয়া তিনি বেশ 'দু'পয়সা আয় করিতে লাগিলেন। সমীপবর্ত্তী নগরে অবতরণপূর্ব্বক ইউজিনি সঞ্চিত উল্ বিক্রী করিতেন। ইহাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ সঞ্চয়ও হইল। এই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা তিনি মেষপালকদের নিকট হইতে, মেষের লোম কিনিতে আরম্ভ করিলেন; এবং যে সকল পশুপালিকারা পূর্ব্বে তাঁহাকে উল্ পারিতোষিক স্বরূপ দান করিত, তাহাদিগকে উলের পরিবর্ত্তে সপ্তাহে একটিমাত্র ঘণ্টা তাঁহার উল্ কাটিয়া দিতে তিনি অনুরোধ করিলেন। সানন্দচিত্তে তাহারা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। উল্-কাটা শেষ হইলে, বিক্রী করিয়া যে আয় হইত,

ইউজিনি তাহা হইতে ইহাদিগকে পারিতোষিক দিতেন। এই বুদ্ধি ও কৌশলের গুণে বৎসরান্তেই তিনি একজন বড উলের মহাজন বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এখন হইতে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র দূরদূরান্তরে বিস্তৃত হইতে লাগিল। বড় বড় মহাজনদিগের সঙ্গে তিনি উল্ যোগাইবার চুক্তি করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মী ক্রমেই তাঁহাব উপর অধিকতর প্রসন্ন হইতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও নাম এবং বাজারে তাঁহার উপর লোকের খুব আস্থা স্থাপিত হইল। কালক্রমে, ইউজিনি স্পেইনে চারিটি এবং ফ্রান্সে সাতটি উলের কারখানার অধিকারিণী হইলেন। আত্মনির্ভরতা ছিল বলিয়া, পরের গলগ্রহ হইয়া জীবনধারণ করিতে তিনি ঘৃণাবোধ করিতেন বলিযাই, দরিদ্রসৈনিক-পত্নী ইউজিনি অতুল সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া মানবলীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন।

"কষ্টে না মরিলে কৃষ্ণলাভ হয না"—অভাবে না পড়িলে শক্তিব বিকাশ হয় না—পরিশ্রম না করিলে সুখ হয না—ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম। উন্নতিলাভ করিতে হইলে এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। নিজে খাটিতে হইবে, নিজের বুদ্ধি চালনা করিতে হইবে। সমুদ্রে পতিত হইযা, অপরের সাহায্য-আশায় নিশ্চল হইলে, জলমগ্ন হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কবে কোন্ দযার্দ্র ব্যক্তি আসিয়া বিপদ্ হইতে উদ্ধাব করিবেন, এই ভরসায় নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা, মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। "নিজকে যে নিজে সাহায্য করে,

ভগবান্ তাহার সহায় হ'ন"—এই মহোক্তি স্মরণ করিয়া, বিপন্ময় কার্য্যক্ষেত্রে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে লাফাইয়া পড়িতে হইবে—যথাশক্তি লড়াই করিয়া দাঁড়াইতে পারিলেই সিদ্ধি। আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা পরিষ্কার ও অনাবিল রাখিবার জন্য, আমাদিগকে সতত-সতর্ক ও তীক্ষ্ণদর্শী করিবার জন্যই, ভগবান্ বিপদ্ প্রেরণ করিয়া থাকেন। অপরের সাহায্যান্তরালে দাঁড়াইয়া বিপদের হাত এড়াইতে গেলে, চিরকালই তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইবে। এবং যখন তিনি এই হস্ত গুটাইয়া বসিবেন—তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়া আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে।

এই জন্য, বাল্যকাল হইতেই যাহাতে সন্তানসন্ততিগণ আমাদের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে, নিজের দায়ীত্বে, কাজ করিতে শিখে; স্বকৃত কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিয়া, সতর্ক ও বিবেচক হইতে পারে, তৎপ্রতি আমাদের বিশেষ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। "আহা! আমি থাকিতেই বাছার আমার এত কষ্ট!" কিম্বা "ওর অভাব কি যে এতটা খাটিতে যাইবে"—এই মমতা কি দয়া পরিণামে কখনই শুভপ্রসূ হয় না। দয়া ও করুণা—যতই সতর্কতা ও প্রচ্ছন্নতার সঙ্গে বর্ষিত হউক না কেন—ইহাদের পাত্রকে ক্রমে ক্রমে একেবারে নিস্তেজ ও পরমুখাপেক্ষী করিয়া তোলে।

উন্নতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্‌টাইলে দেখা যায়, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক জাতিতে, প্রত্যেক সমাজেই, যাহারা পিতৃ-

সৌভাগ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছেন—অভাব ও অসুবিধায় কখনো যাহারা নিক্ষিপ্ত হ'ন নাই—তাহাদের শতকরা নিরনব্বই জনই কোন শুভ কার্য্য করিতে পারেন নাই। জগতে যত কিছু উন্নতির কার্য্য—কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি—দরিদ্র, নিরন্ন, নিরবলম্বন পুরুষই তাহার আদি, মধ্য ও অন্ত—তাহার স্রষ্টা, পালক ও পোষক। কপর্দ্দকহীনই ক্রোড়পতি হয়; ক্রোড়পতি কপর্দ্দকহীন হইয়া থাকেন। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, স্বাবলম্বন উন্নতির একটি প্রধানতম সোপান। এই আত্মনির্ভরতার বলেই, কর্শিকা-দ্বীপে সামান্য লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও, নেপোলিয়ন্ ভুবনবিজয়ী সম্রাট্ হইয়াছিলেন; এবং গ্যারিবল্ডী যুক্ত আমেরিকায় স্বাধীনতার বিজয়-নিশান উত্তোলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; আর এই স্বাবলম্বনের উপর দণ্ডায়মান হইয়াই, ছত্রপতি শিবাজী মোগল-সাম্রাজ্য বিকম্পিত ও বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

৩য়—জীবনের উদ্দেশ্যনির্দ্ধারণ ও প্রকৃত পন্থাবলম্বন।

"ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"—জগতে লোক যেমন অসংখ্য, রুচিও তেমন অসংখ্য। আবার সৃজন-বিনাশ-সাধন-ক্ষমা কল্পনার সহায়তায় প্রত্যেকেই স্বরুচি-অনুমোদিত উদ্দেশ্যটিকে এমন মনোমোহন-আবরণে লোক-চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশ করে, এবং অপরের রুচি ও তদনুমোদিত উদ্দেশ্যটিকে এমন কুৎসিত

আবরণে আবৃত করিতে প্রয়াস পায় যে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশোন্মুখ যুবক, বিবেচনা-বিহীনদৃষ্টির নিকট তুল্যভাবে মনোমোহন উদ্দেশ্যগুলিকে দেখিয়া, বাতাহত দীপশিখার ন্যায়, কেবল ইতস্ততঃ চালিত হইতে থাকে—কোন্‌টিকে উপেক্ষা করিয়া কোন্‌টি গ্রহণ করিবে, স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। কখনো অর্থের জন্য, কখনো দেশের জন্য, কখনো ধর্ম্মের জন্য এই যুবকের প্রাণে অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; এবং অজ্ঞাতাত্মশক্তি যুবক ভাবিতে থাকে, প্রত্যেকটিই তাহার পক্ষে সাধ্যায়ত্ব। এই মুহূর্ত্তটি তাহার জীবনে ভয়ানক সমস্যার সময়। পূর্ব্ব হইতে যুবকের শক্তির বিকাশ ও মনোগতির দিকে লক্ষ্য না রাখাতে, অধিকাংশ অভিভাবকও, যুবকের মত এই সময়, অনন্তউদ্দেশ্যরাশির মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়েন। এই সময়ে, যুবকের প্রাণে নিরন্তর প্রশ্ন উঠিতে থাকে—'আমি কি করিব?' অভিভাবকও তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতে থাকেন,—"ইহাকে লইয়া কি করি?"

এই প্রশ্নের মিমাংসার উপরই যুবকের ভাবী জীবনের উন্নতি-অবনতি, সফলতা-নিস্ফলতা, সুখদুঃখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যথার্থভাবে ইহা মিমাংসিত না হওয়ায় কত মূল্যবান্ জীবন যে নষ্ট হইয়াছে ও হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

যৌবন কল্পনার বিলাসভূমি। যৌবনের প্রারম্ভে স্থির গম্ভীরভাবে আত্মদৃষ্টি করা অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব। উদ্দেশ্যরাশির মধ্যে যেটি তাহার সাধারণ বিবেচনাবিহীন

প্রবৃত্তির অনুযায়ী হয়, অথবা (অধিকাংশস্থলেই) যেটি তৎ-সময়ে সমাজে অধিকতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, উন্মত্তের মত যুবক, প্রথমে, তাহাকেই সবলে টানিয়া আত্মসাৎ করিতে চায়। স্বশক্তির পরিমাণের সঙ্গে সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতিকূল শক্তি-সমূহের তুলনা করিয়া, আত্মশক্তির যোগ্যতা কি অযোগ্যতা অনুসারে, গ্রহণ কি উপেক্ষা করা উচিত, এই সাধু বিবেচনা, তখন, তাহার কল্পনা-মুগ্ধ মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করেনা। জনক-জননীর বিবেচনাও, অধিকাংশস্থলেই, সন্তানের শক্তি পরীক্ষা না করিয়া, সমাজের কি পুত্রের অথবা আপনাদের কল্পনা দ্বারাই চালিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে এই হয় যে, শতকরা নিরনব্বই জনই কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিতবিষয়ে পুনঃপুনঃ ব্যর্থমনোরথ হইয়া উদ্দেশ্যান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়; এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে এখানেও প্রায়শই নিষ্ফল হইয়া, অন্যত্র যাইয়া থাকে! ঈদৃশ যুবকদের অধিকাংশই প্রায়, এই ভাবে, সমগ্রজীবনটিকে শস্য-শ্যামলা না করিয়া, ভীষণ মরুভূতে পরিণত করিয়া তোলে।

যাহার ধর্ম্মে অনুরাগ নাই, রামমোহন রায়, কেশব সেন কি তৈলঙ্গস্বামীর বহুমান দেখিয়া, ইহাদের মত নবধর্ম্মমতের প্রচারক ও প্রবর্ত্তক হইতে গেলে, তাহার পক্ষে সফলতা লাভের আশা কোথায়? যাহার কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলানুসন্ধান-শক্তি নাই, সমগ্র প্রাণের কথা মুখের ভাষায় বিশদ ও পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার শক্তির যাহার অভাব, বেগবতী কলনাদিনী ভাষার স্রোতে শ্রোতাকে মুগ্ধ নিঃসহায়ভাবে আকর্ষণ করিয়া লইতে

যিনি অক্ষম, তাহার পক্ষে বার্ক, সুরেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী কি গোখেল হইবার প্রয়াস কি মরুভূমিতে জলসিঞ্চন মাত্র নহে? 'গ্যানোর ফিজিক্সের' পাতা উল্টাইতে গেলে যাহার 'নোটের' আবশ্যক; তাড়িত, চুম্বকাকর্ষণ বুঝিতে যাহাকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়, তাহার পক্ষে "জগদীশ" হইবার আশা বাতুলতা নয়কি?

কিন্তু বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, শক্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়াই, যুবক নিজে, ও তাহার দায়িত্ব-জ্ঞানহীন অভিভাবক, তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া বসেন। এই জন্যই আজকাল এতদ্দেশে এত মক্কেলহীন ব্যবহারাজীবী, ছাত্রের বিরক্তিভাজন অধ্যাপক, প্রজার বিরক্তি-ভাজন রাজকর্ম্মচারী, পাঠকের ন্যক্কারজনক কবি দেখিতে পাওয়া যায়! কিন্তু যদি স্বকীয় শক্তি ও সুবিবেচিত রুচি অনুসারে উদ্দেশ্য অবলম্বিত হইত, তবে হয়ত, আজ যিনি উকিল হইয়া মক্কেল পাইতেছেন না তিনি ধীরগম্ভীর বিচারক কি ক্রোড়পতি মহাজন হইতে পারিতেন, আর যিনি কাব্য লিখিতে যাইয়া কেবল পরিহাসভাজন হইতেছেন, তিনি দ্বিতীয় রমেশচন্দ্র, গুরুদাস, কি রামমোহন হইতে পারিতেন।

উদ্দেশ্য-নির্ব্বাচনের দোষে ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া সুরেন্দ্রনাথ কেবল নিন্দা ও গ্লানি ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন হইতে তিনি নিজের শক্তির উপর দাঁড়াইয়া, স্বকীয় পন্থানুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন হইতে তিনি ভারতবাসীর গৌরবের

জিনিষ হইযাছেন। আমাদের স্বর্গগত "মনোমোহন" যদি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইতে পারিতেন তবে তিনি "আমাদের" হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ; তবে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে তাঁহার অস্তিত্ব আজিও বিদ্যমান্ থাকিত কিনা, ভাবিবার বিষয়।

অতএব প্রত্যেক অভিভাবকেরই এই সঙ্কট-স্থলে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে কার্য্য করা উচিত—যুবকের শক্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি যেন কখনো নিজের রুচি কি সমাজের খেয়াল অথবা যুবকের অন্ধ কল্পনানুযায়ী তাহার জীবনের উদ্দেশ্য নির্ব্বাচন না করেন, অথবা যুবক যে উদ্দেশ্য আলিঙ্গন করিতে চাহে, তাহার শক্তি সেই উদ্দেশ্যের প্রতিকূল কি অনুকূল, অনুকূল হইলেও এই শক্তির ক্ষমতা কত, এবং এই শক্তি দ্বারা এই উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্যান্তর সুষ্ঠু সাধিত হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া যেন তিনি অনুমোদন কি প্রতিবাদ করেন। এবং যুবকের কি নিজের ভুল বুঝিলেই যেন অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা অবিলম্বে সংশোধন করিয়া ফেলেন। যাহাকে তিনি সাহিত্যের সেবক করিতে চাহেন, সাহিত্যের প্রতি যদি তাহার অনাসক্তি, ও সঙ্গীতে যদি তাহার অধিকার, দেখিতে পান, তবে তৎক্ষণাৎ সাহিত্য-সেবা হইতে তাহাকে অপসৃত করিয়া, সঙ্গীত-চর্চ্চায় নিযুক্ত করাই তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব হইবে।

যুবকের পক্ষেও আত্মশক্তি এবং প্রকৃত অনুরাগ বিবেচনা করিয়া উদ্দেশ্য নির্ব্বাচন ও গ্রহণ করা বিধেয় ও আবশ্যক।

উদ্দেশ্যাবলম্বনের পরে যদি কখনো ভ্রান্তি প্রকাশিত হয়, তবে অবিলম্বে তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শক্তি এবং অনুরাগ বিবেচনার সময় বিশেষ স্থিরতা ও অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক। অতি দ্রুত এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারিলেই সুবক্তা হওয়া যায় না। দেখিতে হইবে, যুবকের বিষয়জ্ঞান, কার্য্যকারণশৃঙ্খলাবোধ, যুক্তির সারবত্তা ও লালিত্যময়ী বর্ণনার শক্তি কতদূর। কেবল ছন্দোরচনা করিতে পারিলেই কবি হইবার সম্ভাবনা নাই—কবি হইতে হইলে কল্পনার স্বাধীনতা ও সৃজন-ক্ষমতা চাই; সুদূর অতীত ভবিষ্যতে, স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতলে স্বেচ্ছামত ভ্রমণের অধিকার চাই, বর্ণ ও রচনার পরিপাট্য চাই; কল্পনায় মৌলিকত্ব চাই, শব্দের ঝঙ্কার চাই। এই সব যাহার নাই তাহার পক্ষে "হেমচন্দ্র" "নবীনচন্দ্র" কি "রবীন্দ্রনাথ" হইতে যাওয়া, অথবা ছন্দোরচনার শক্তি দেখিয়াই তাহাকে কবি করিতে যাওয়া, পর্ব্বত-গাত্রে শস্যোৎপাদনের চেষ্টা মাত্র। প্রতিভার কার্য্য অধ্যবসায় ও উদ্যমে নিষ্পন্ন হয় না। এত সব বিবেচনা করিয়া তবে উদ্দেশ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

উদ্দেশ্য নির্ব্বাচনের পরে পন্থাবলম্বন দ্বিতীয় সমস্যা। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার মত, প্রত্যেক বিষয়েই সাধনেরও বিভিন্ন পথ আছে। অর্থোপার্জ্জনই যেন জীবনের উদ্দেশ্যপদে বৃত হইল; ইহা সম্পাদনের কত বিভিন্ন উপায় রহিয়াছে—বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, চাকুরী, ওকালতী প্রভৃতি। উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণের সময় যেরূপ সতর্ক ও সর্ব্বদর্শী বিবেচনার আবশ্যক হইয়াছিল,

এখানেও তদ্রূপ বিবেচনার আবশ্যক হইবে। বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রচুর ধনাগম হয় দেখিয়াই, সকলের সেই পথ অবলম্বন করিলে চলিবে না। অবশ্যই, সিদ্ধির সাধারণ নিয়মাবলী যাহারা পালন করিতে পারেন, তাঁহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাতেই কিছু না কিছু করিতে পারেন; তবে এ কথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রত্যেক বিষয়েরই একটু স্বাতন্ত্র্য, একটু বিশেষত্ব আছে—আর সাধকের মনোগতি অনুসারে উদ্দেশ্য নির্ব্বাচিত হইলে, তাহাতে তিনি প্রাণের ঐকান্তিকতা সহকারে আত্ম-বিনিযোগ করিয়া থাকেন, অন্যত্র এতটা সম্ভবপর হয় না। বাণিজ্যব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিতে হইলে, যে সময়সাপেক্ষতা, যে সাহস, যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যে পরিশ্রম, যে অধ্যবসায়, যে মিতব্যয়িতা, যে ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের আবশ্যক—এবং প্রথমাবস্থায় যে সকল দুষ্পরিহার্য্য লোকসান সহ্য করিতে হয়, তাহা সহ্য করিয়াও লাগিয়া থাকিবার শক্তি, তাহাতে আছে কিনা, যদি কোনটি না থাকে, তবে এই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে উন্নতি-সাধনের পক্ষে তাহার ক্ষমতা কত, ইত্যাদি বিচারপূর্ব্বক, কর্ত্তার কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা যিনি ওকালতীতে গেলে উমেশচন্দ্র কি রাসবিহারী হইতে পারিতেন, এই অবিবেচনার জন্য হয়ত তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া, সারাটি জীবন ভরিয়া কেবল নিন্দা, গ্লানি ও পরিতাপ ভোগ করিবেন। "বৃত্রাসুর" ও "নলিনীবসন্ত" দেখিয়া বুঝা যায়, রাজকবি "হেমচন্দ্র" যদি কাব্যের সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়া, দৃশ্যকাব্যের পন্থাবলম্বন

করিতেন, তবে তাঁহার পবিত্র নাম আজ বঙ্গময় শ্রুত হইত না। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, নিজের অদৃষ্টের গুণে, তিনি প্রকৃত উদ্দেশ্যনির্ব্বাচনে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইহার সিদ্ধির জন্যও, নিজের ওজন বুঝিয়া, যথার্থ পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সৌভাগ্যের বিষয়, অসাধারণশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ বাহিরের শত পীড়াপীড়ি, সহস্র অনুরোধ-উপরোধ এবং লক্ষ লক্ষ চিত্তবিক্ষেপক উদ্দেশ্যরাশির মধ্যেও আত্মকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন।

আমাদের "বিদ্যাসাগর," দারুণ অর্থ-কৃচ্ছ্রতার সময়ও গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজসম্মান, অর্থের প্রয়োজন কিছুই তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। বিখ্যাত পণ্ডিত চিত্রকর জশুয়া রেনল্ডসের পিতা তাঁহাকে চিকিৎসকের আবরণে ভূষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রেনল্ডস্ নিজের প্রতিভা এবং আন্তরিক রুচি বুঝিয়াই, চিত্রাঙ্কণ ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগৎ আজ তাই তাঁহার নিকট এত ঋণী। যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ, ও অনন্তমুখী প্রতিভার বলে বঙ্গীয় নাট্যসমাজ এতটা উর্দ্ধে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, মর্ম্মস্পর্শী প্রহসনকার সেই অমৃতলাল বসুও প্রথম জীবনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

রসায়নবিৎ ভকোয়েলিনের জীবনীপাঠে বুঝা যায় যে, প্রতিভাবান্ পুরুষগণ, আপনাদের প্রতিভার বিশিষ্ট উত্তেজনায়ই

উদ্দেশ্যের দিকে অবিচলিত লক্ষ্য রাখিয়া, সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া থাকেন। ভকোয়েলিন্ একজন কৃষকের সন্তান। বাল্যকালে স্কুলে থাকিতেই তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। অধ্যয়নে তাঁহার অতুল আগ্রহ ছিল। কিন্তু পিতা তাঁহাকে স্বকীয় ব্যবসায়ে কর্ম্ম করিতে আহ্বান করিলেন। অস্বচ্ছন্দচিত্তে ভকোয়েলিন্, বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া, পিতৃব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু পরে যখন কোনো গ্রাম্য চিকিৎসক, তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া, ঔষধচূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, ভকোয়েলিন্ তখন স্বকীয় অধ্যয়ন-বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া, তাঁহার অনুগামী হইলেন। কিন্তু এখানেও বিশেষ সুবিধা হইল না। তখন তিনি পদব্রজে প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। এখানে পৌঁছিয়া, অনাহার, অনিদ্রা ও অনাশ্রয়ে চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এত দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধার মধ্যেও ভকোয়েলিন্ মুহূর্ত্তের জন্যও, উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত হ'ন নাই। অবশেষে ঘটনাক্রমে রসায়নবিৎ পণ্ডিত ফোব্‌ক্রয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল—ইহাঁরই ছায়াস্তরালে থাকিয়া ধীরে ধীরে তিনি অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশু, শত উৎপীড়ন এবং প্রলোভনের মধ্যেও, স্বীয় উদার মত বিসর্জ্জন করেন নাই, নিষ্ঠুর পাষণ্ডের হস্তে, পৈশাচিক ভাবে দেহ বলি

দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি আত্মা বিক্রী করেন নাই। মহাত্মা মহম্মদ এবং গৌরাঙ্গও অল্প নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন না।

এই প্রসঙ্গে, আর একটি কথা যুবককে ও তাহার অভিভাবককে মনে রাখিতে হইবে। সংসারে প্রতিভাবান্ পুরুষের সংখ্যা বড অধিক নহে। যে দুর্দ্ধর্ষ তেজ ও অমিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে দাদাভাই, বঙ্কিমচন্দ্র, সেক্সপিয়র, কালিদাস, নেপোলিয়ন কি মহম্মদ অভীষ্ট-সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইয়াছেন—যাঁহাদের সম্মুখে পড়িয়া উত্তুঙ্গ বাধাবিঘ্ন, প্রবল ঝটিকার সম্মুখীন ধূলিরাশির মত উড়িয়া গিয়াছে,—আমরা সকলেই সেই তেজ ও অধ্যবসায়ের অধিকারী নহি। আমরা সকলেই শ্রেণীর প্রথম হইতে পারি না। শ্রেষ্ঠের সম্মান, যশ, প্রতিপত্তি কি সমৃদ্ধি দেখিয়া, আত্মশক্তির বিষয়ে অন্ধ হইয়া, প্রলুব্ধভাবে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন আমাদের কর্ত্তব্য নহে; এবং এই শীর্ষস্থান অধিকার করিতে না পারিলেই জীবন নিষ্ফল হইল, বিবেচনা করা উচিত নহে। স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া যথাশক্তি সেই উদ্দেশ্যসাধনে, এবং পৃথিবীতে যথাশক্তি পাপের পরিমাণ হ্রাস করিয়া পুণ্যের পরিমাণ, দুঃখের পরিমাণ হ্রাস করিয়া সুখের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে, যত্নবান্ হওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। তাঁহার জীবনই সফল, যিনি লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া প্রলোভন এড়াইতে ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে পারেন; তাঁহার জীবনই সার্থক, যিনি "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ

সুখেষু বিগতস্পৃহঃ”— যিনি “বীতরাগভয়ক্রোধঃ”—যিনি প্রবল ঝটিকাবর্ত্তেও নিষ্কম্প নিশ্চল। এই জীবনই প্রার্থনীয় জীবন—এবং ইহাই সাধারণের শক্তিসাধ্য।

৪র্থ—নৈরাশ্য ও নিরুদ্যমতার প্রতীকার প্রদর্শন।

আমাদের শক্তিসামর্থ্য এবং বুদ্ধি সকলই সসীম। আমরা অনেক করিতে পারি, কিন্তু সবখানি করিতে পারি না। আমরা অনেক বুঝিতে পারি; কিন্তু সব বুঝিতে পারি না।

কোন কাজ করিতে হইলে, আমাদের বুদ্ধি এবং শক্তি উভয়ই আবশ্যক হয়। বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যের ফলাফল, উপাদান এবং সম্পাদন-প্রণালী বিচার করিয়া, আমরা শক্তি-চালনা করিয়া থাকি। এখন, এই সীমাবদ্ধ, অতএব ভ্রান্তি-সম্ভব বুদ্ধি-দোষে উপাদান ও সম্পাদন-প্রণালী নির্দ্ধারণে আমাদের ভুল হইতে পারে; এবং এই ভ্রান্তিবশত কার্য্যের আকাঙ্ক্ষিত ফল আমরা আদৌ অথবা আংশিকরূপে না পাইতে পারি। অধিকন্তু, ঐ বুদ্ধির দোষেই, ফলটি আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও ঈপ্সার ঠিক বিপরীতও হইতে পারে।

কিন্তু, সর্ব্বদা আমরা এতখানি বিবেচনা করিয়া কার্য্য করি না। কৃতকার্য্যতার মুহূর্ত্তে আমরা আমাদিগকে এক একটি ক্ষুদ্র ঈশ্বর ভাবিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি; এবং অকৃতকার্য্যতার সময়, আমাদেব বুদ্ধি কি শক্তিচালনায় কোন ক্রটী ছিল

কি না, এইটি অনুসন্ধান না করিয়াই আমরা নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া পড়ি। আর যদি কখনো এই সসীম বুদ্ধি লইয়া অকৃতকার্য্যতার কারণানুসন্ধানে বাহিরও হই, তখনো আমরা একটি বার ভাবি না যে, যে তথ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছি, তাহা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির অগোচরও হইতে পারে ত'। অনুসন্ধানে যখন আমরা দেখিতে পাই যে, অনর্থকই অকৃতকার্য্য হইয়াছি, তখন "অদৃষ্ট-প্রতীকূল" বলিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া কেবল মনস্তাপ ভোগ করি।

বালক জানিতে পারে না যে, তাহার বুদ্ধি এবং শক্তি সসীম; সে জানেনা যে, আকাশের যে চাঁদ সে হাত বাড়াইয়া পাইতে চাহে, তাহা তাহার প্রাপ্তব্য নহে। কিন্তু অভিভাবক ইহা জানেন, এবং প্রথমাবধি যদি অভিভাবক বালকের মনে তাহার শক্তিসামর্থ্যের পরিমাণ বুঝাইতে যত্নবান্ হন, তবে অনেক সময় সেই বালক অন্যায় মনস্তাপেব হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে; এবং বালককাল হইতে বুঝিয়া আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি চালনা করিতে শিখিলে ভবিষ্যতে সে অনেক অন্যায নৈরাশ্য ও নিরুদ্যমতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। এবং ইহাও খুব সম্ভব যে, বালককাল হইতেই যদি সে এই শিক্ষা প্রাপ্ত হয় যে, তাহার বুদ্ধি নির্দোষ নহে; কার্য্যকারণশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে তাহার জ্ঞেয় নহে, তবে ভাবীজীবনে বৃথা অহঙ্কারের মাত্রা তাহার কম হইবে এবং তাহাকে নিরাশ ও নিরুৎসাহও কম হইতে হইবে।

"ন চ তে শরীরযাত্রাপি প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ"—এই শিক্ষা ভিত্তি করিয়া, বালকের মনে স্বকীয় বুদ্ধি ও শক্তির অতীত অদৃষ্টে ও ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মান' উৎসাহ-হীনতার একটি মহৌষধি। কর্ম্ম তাহাকে করিতেই হইবে, কর্ম্ম ব্যতীত তাহার মুহূর্ত্তের জীবনযাত্রাও নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, এই বিশ্বাস একবার যদি দৃঢ়মূল হয়, এবং এতৎসঙ্গে যদি সে ফলকামনা ত্যাগ করিতে শিখে, যদি বালক বুঝিতে পারে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা কর্ম্মফলে কদাচন"—তবে আকাঙ্ক্ষিত ফলের অপ্রাপ্তিতে, সে সুধু "অদৃষ্ট-প্রতীকূল" অথবা "ভগবান্ যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই" ভাবিয়া পূর্ণোদ্যমে কার্য্যান্তর গ্রহণ করিবে।

এতৎপ্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও বালকের শিক্ষণীয় আছে—অদৃষ্টবাদীকে বুঝাইতে হইবে, শক্তি অবিনাশী; ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া হয় এবং নূতন ক্রিয়াদ্বারা এই প্রতিক্রিয়া ও রুদ্ধ কি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত যে কর্ম্মসমূহের প্রতিক্রিয়ারাশি, বর্ত্তমান জন্মে তাহার অদৃষ্টরূপে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে, বর্ত্তমান জীবনের নূতন ক্রিয়াদ্বারা তাহা নিবৃত্ত কি সুবিহিত হইতে পারে। এই ভাবে দুরদৃষ্ট নিরাকৃত এবং শুভাদৃষ্টও তিরোহিত হইতে পারে। আর ঈশ্বরেচ্ছায় যাঁহার দৃঢবিশ্বাস, তাহাকে বুঝাইতে হইবে—তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিতে হইবে—যে, "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়"—সৎকর্ম্মীকে ভগবান্, শীঘ্র হোক্ কি বিলম্বে হোক্, আশ্রয়দান করেনই। বিশ্বামিত্র ও একলব্যের

উপাখ্যান, রবার্টব্রুসের ইতিবৃত্ত, ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডীর জীবনী হইতে একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের পরিণামস্বরূপ সিদ্ধির কথা বালকের মনে বদ্ধমূল করাইলে, ভাবীজীবনে তাহার নিরুৎসাহ হইবার আশঙ্কা অতি অল্প।

পঞ্চম অধ্যায়।

—৩৩—

আত্ম-সাধন।

পূর্ব্বাধ্যায়বর্ণিত কর্ত্তব্যসমূহ সফলতা-মন্দিরের ভিত্তি-স্বরূপ। ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে, অট্টালিকা কখনো মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। সিদ্ধ্যর্থীকে সর্ব্বপ্রযত্নে এই ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইবে। ইহার মূলপত্তন অনেকটা অভিভাবকের উপর ন্যস্ত, সন্দেহ নাই; কিন্তু যুবক নিজেও ইহা পূর্ণ করিতে বাধ্য। বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পাইতে ও অভ্যস্ত হইতে থাকিলে, অভ্যাস, বদ্ধমূল হইয়া, ক্রমে অনায়াস প্রকৃতিতে পরিণত হয়;—এবং যে ভাবীকার্য্য এই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, তাহা সম্পাদনের পন্থাও অনেকাংশে সুপরিষ্কৃত হয়, সন্দেহ নাই। যাহার অভিভাবক তাহার এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি। কিন্তু যাহার অভিভাবক স্বকীয় কর্ত্তব্য পালন করেন নাই, উন্নতিলাভ করিতে হইলে অভিভাবকের দোষকীর্ত্তনে কালাতিপাত না করিয়া, তাহাকে এই কার্য্য স্বহস্তে প্রতিপালন করিতে হইবে। অতএব যাহা পূর্ব্বে আমরা অভিভাবকের কর্ত্তব্য বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছি, তাহাও যুবক যেন স্বকর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে করেন।

পক্ষান্তরে, এ কথাও ঠিক যে বর্ত্তমান অধ্যায়ে যে সর্ত্তসমূহ সিদ্ধ্যর্থীর আত্ম-সাধন বলিয়া অভিহিত হইতেছে, তাহাও অভিভাবক কর্ত্তৃক আরব্ধ হইলেই, অতি উত্তম হয়। অতএব অভিভাবকও যেন ইহাদিগকে তাহার নিজের কর্ত্তব্যের গণ্ডীভুক্ত বলিয়াই মনে করেন।

দুইটি জিনিষ লইয়া আমি—শরীর ও মন। এই দুইটিরই উপর আমার আমিত্ব নির্ভর করে। ইহাদের কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। অতএব সিদ্ধিলাভের জন্য যে সাধন আবশ্যক, তাহাকে এই শরীর ও মনের হিসাবে, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম—শারীর সাধন ও মানস সাধন।

ক—শারীর সাধন।

স্বাস্থ্য ও শ্রম—ব্যাযাম ও বিশ্রাম ;

দৈহিক ও মাস্তিষ্কিক।

ব্যায়ামের উপকারিতা বিশেষভাবে বিবৃত করা স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থের বিষয়ীভূত হইলেও, জীবনে সফলতা লাভের রহস্যোদ্‌ঘাটন যে গ্রন্থের বিষয়, ইহা কিয়ৎ পরিমাণে তাহার গণ্ডীরও অন্তর্ভুক্ত। শরীর ও মন লইয়াই মানব জীবন—ইহার একটিও বিহীন হইয়া, জীবন মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারে না—সফলতা লাভ ত' দূরের কথা ! কাজেই জীবনপ্রিয়, ততোধিক সফলতা-প্রয়াসী ব্যক্তিকে, এই উভয় যাহাতে সুস্থ ও সবল থাকে, এবং আবশ্যকমত শক্তি চালনায় সক্ষম হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইতে হইবে।

পরিমিত চালনায় শক্তি বর্দ্ধিত হয়—অপরিমিত চালনায় কি চালনার অভাবে, শক্তির হ্রাস হয়। শক্তির এই পরিমিত চালনার নামই ব্যায়াম। শরীর নিস্তেজ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তি নিস্তেজ হইতে থাকে; এবং শরীর ও মনে আবার এতটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, একটির অকুশলতা ঘটিলে অপরটিরও সেই দশা ঘটে; একটি সুস্থ ও সবল থাকিলে অপরটিও সুস্থ এবং সবল থাকে। ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, শারীরিক আধিব্যাধির সময়, এবং ইহার পরিমাণানুযায়ী, মন ও ক্লিস্ট, অপ্রফুল্ল এবং অসুস্থ হইয়া থাকে; এবং মন যখন অসুস্থ ও অপ্রফুল্ল থাকে, শরীর তখন অত্যন্ত 'ভার' বোধ হয়, অঙ্গচালনায় অনিচ্ছা জন্মে, কার্য্য করিতে কষ্ট বোধ হয়। শরীর ও মনে এমন যখন সম্বন্ধ—শক্তিসম্পন্ন এবং অধ্যবসায়শীল মনকেও যখন পীড়িত দেহ কর্ম্মাক্ষম করিতে পারে—তখন, আমাদের সকলেরই শরীর সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত। একথা আমাদিগের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, কুসুমসুন্দরগালিচা-বিমণ্ডিত কক্ষে কিম্বা নক্ষত্র-খচিত চন্দ্রাতপ তলে বসিয়া অথবা দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ান হইয়া, মানুষ জীবনে সফলতা লাভ করিতে পাবে না। সিদ্ধি-মন্দির দুরারোহ, পদস্খলনসম্ভব বরফ-বিমণ্ডিত উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের উপর স্থাপিত। অদমনীয় আগ্রহ, দুর্দ্ধর্ষ সাহস, ঘর্ম্মাক্ত পরিশ্রম এবং অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় ব্যতীত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। সিদ্ধ্যর্থীকে শরীর এমন করিতে হইবে, যেন গিরিশৃঙ্গে আরোহণ-

কালে, মধ্যপথে সে ক্লান্ত হইয়া না পড়ে; অনভ্যস্ত পরিশ্রমে পদদ্বয় কম্পিত হইয়া যেন তাহার পতন না ঘটাইতে পারে।

মোটকথা, সবল ও শ্রমশীল দেহ ব্যতীত উন্নতিলাভ সুকঠিন। ঐশ্বর্য্য-শিল্প-জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম্মে যাঁহারা কৃতীত্ব লাভ করিয়াছেন—যাঁহারা অনুকরণীয় ও আদর্শস্থানীয় তাঁহাদিগকে দেখিলে আমাদের এই কথা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইবে।

ধন-কুবের ন্যাথান্ রথস্‌চাইল্ড এত পরিশ্রমী ছিলেন যে, ওয়াটারলুর যুদ্ধের সময় যখন তিনি বুঝিলেন যে, এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর কোম্পানীর কাগজের দর নির্ভর করিতেছে—ওয়েলিংটন যদি জয়লাভ করেন, দর অনেক বাড়িয়া যাইবে; আর নেপোলিয়ন বিজয়ী হইলে, কেহ কাগজ বিনামূল্যেও গ্রহণ করিবে কি না সন্দেহ; অর্থাৎ যখন তিনি পরিষ্কার বুঝিলেন যে, একদিকে যেমন ক্রোরপতি হইবার সম্ভাবনা, অপরদিকে তেমনই কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুকত্বেরও আশঙ্কা আছে—তখন অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মত তিনি নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন না। হয় ক্রোরপতি হইবেন, নতুবা অন্তত, অল্প লোকসানে কাগজ হস্তান্তরিত করিয়া ফেলিবেন—এই উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ-স্থলের সন্নিকটে যাইয়া আড্ডা করিলেন। ওয়েলিংটনের তুল্য আগ্রহসহকারে সমস্ত দিন ধরিয়া রথস্‌চাইল্ড সৌভাগ্যলক্ষ্মীর চঞ্চলতা দর্শন করিলেন; অবশেষে, সূর্য্যাস্তের সময় যখন দেখিলেন যে, ওয়েলিংটন্‌কেই ভাগ্যদেবী চূড়ান্তরূপে বরণ করিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন—তাঁহার জীবনের এক মহা

মুহূর্ত্ত উপস্থিত। এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলেই তিনি বণিক্-সম্রাট হইতে পারেন। তখন রেলগাড়ী ও ষ্টিমারের বন্দোবস্ত ছিল না—তাই পূর্ব্ব হইতেই তিনি, দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য, ঘোড়ার ও গাড়ীর ডাক বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া রথস্চাইল্ড অশ্বারোহণে ইংলণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমস্তটি দীর্ঘ নিদাঘ-রাত্রি অশ্বপৃষ্ঠ ও শকটে অতিবাহিত করিয়া, প্রভাতে আসিয়া তিনি সমুদ্রোপকূলে উপনীত হইলেন। সমুদ্রের তখন ভীষণ অবস্থা—বাত্যাবিক্ষুব্ধ সলিলরাশি ভীষণ গর্জ্জনে, তরঙ্গের পর তরঙ্গে আসিয়া, তীরে আছাড়িয়া পড়িতেছে। কোনো নাবিক সমুদ্রে নৌকা ভাসাইতে সাহসী হইতেছে না। কিন্তু ন্যাথান্ রথস্চাইল্ড প্রতিহত হইবার লোক ছিলেন না। নাবিকের পর নাবিককে তিনি অর্থের প্রলোভন দেখাইলেন; অবশেষে একজন তাঁহাকে ডোবার বন্দরে পৌঁছাইয়া দিল। ডোবার হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত তিনি অশ্ব ও শকটের ডাক বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন—মধ্যরাত্রির পূর্ব্বেই তিনি লণ্ডনে যাইয়া উপনীত হইলেন। সহজ কথা নহে—সমস্তদিন অক্লান্তভাবে সোদ্বেগে যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া সমগ্র নিদাঘ-রাত্রি অশ্বারোহণে ও শকটে অতিবাহন; প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া সমুদ্রোত্তরণ; তৎপরে আবার সমস্তটি দিন ও মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে ও শকটে যাপন সাধারণ পরিশ্রমীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। সত্য বটে, সুযোগ দর্শন ও গ্রহণের তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা ছিল এবং উদ্দেশ্যসাধনে তিনি

দৃঢ়সংকল্প ছিলেন; কিন্তু সংকল্পের দৃঢ়তা, অধ্যবসায়ের ও উৎসাহের অদম্যতা, শরীর এই ভীষণ পরিশ্রম-সহনে অক্ষম হইলে, তাঁহার কোন উপকারে আসিত কি?

মধ্যরাত্রে গৃহে পৌঁছিয়া রথস্‌চাইল্ড আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন; আবার অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই, যুদ্ধসংবাদপ্রয়াসী সমব্যবসায়ী ভ্রাতৃবৃন্দকে তিনি বিষণ্ণভাবে ও ভীতি-বিজড়িত কণ্ঠে জানাইলেন যে, ওযেলিংটনের সহযোগিগণ নেপোলিযন কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছে; একাকী ওয়েলিংটন যে ঐ ভুবন-বিজয়ী বীরের সঙ্গে আঁটিযা উঠিবেন, এমত সম্ভাবনা নাই—ইংলণ্ডের ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত-প্রায! তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; কাগজওযালাগণ সকলেই কাগজ বিক্রী কবিতে প্রস্তুত হইলেন—দর অসম্ভবরূপে নামিযা গেল। রথস্‌চাইল্ডের গুপ্ত কর্ম্মচারিগণ, তাঁহার হইযা সমস্ত কাগজ ক্রয করিতে লাগিল। পরদিবস অন্য উপায়ে যুদ্ধের প্রকৃত সংবাদ আসিবারও দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে, রথস্‌চাইল্ড প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে আবার কাগজের দর উঠিতে লাগিল—সমান হইল—অনেক উর্দ্ধে উঠিল! রথস্‌চাইল্ড কুবের হইলেন!

তাঁহার এই কার্য্য নীতিবিরুদ্ধ সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণদর্শিতা, অবস্থানুযাযী কার্য্য করিবার শক্তি, এবং বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। সফলতা-লাভের মূলে, তাঁহার পরিশ্রমশীলতা ও কষ্ট-সহন-ক্ষমতা কতটা ছিল, তাহাই এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য। তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বে,

যুদ্ধের প্রকৃত সংবাদ আসিলে তিনি কিছুই করিতে পারিতেন না; বিদ্যাবুদ্ধি কেবল ক্ষোভ ও পরিতাপের কারণ হইত।

আমাদের দেশে, দশবারো বৎসর পূর্ব্বে, ব্যায়াম করা "গুণ্ডামির" মধ্যে ছিল; রুগ্ন শীর্ণ মলিন চেহারা শিক্ষিতের নিদর্শন ছিল। বিদ্যার্থী যুবক পাঠাভ্যাস ব্যতীত,—পরীক্ষা পাশের চিন্তা ব্যতীত—শরীরের দিকে দৃষ্টি করিতে শিক্ষিত ও উৎসাহিত হইতেন না। ক্রিকেট্, ফুটবল খেলা, অশ্বারোহণ, প্রাতঃসান্ধ্য-ভ্রমণ, কুস্তি করা প্রভৃতি সময়ের অপব্যবহার বলিয়া তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। শরীরের দিকে দৃষ্টি ছিলনা বলিয়াই, আমাদের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, ভবিষ্য-জ্জীবনে রুগ্ন শরীর লইয়া, মনুষ্যের কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অক্ষম বলিযা প্রতিপন্ন হইয়াছেন; আমাদের শিক্ষিতাগ্রগণীদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই কার্য্যজগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অজীর্ণতা, মস্তিষ্কঘূর্ণন, অগ্নিমান্দ্য, বিবৃদ্ধযকৃৎ—আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে একপ্রকার সংক্রামক। সৌভাগ্যক্রমে, সম্প্রতি শরীরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে; ইহার ভাবী ফল শুভ হইবে, সন্দেহ নাই।

পীড়িত রুগ্নদেহীব্যক্তি সাধারণতঃ রূঢ় ও কর্কশ প্রকৃতির হইয়া থাকে; সুস্থ সবল দেহী প্রফুল্লচিত্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের কার্য্যেও এই বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। দুর্ব্বলের কার্য্য দুর্ব্বল, নির্জ্জীব, উন্মাদনা ও উত্তেজনা শূন্য; সবলের কার্য্য সবল, সজীব, উত্তেজক ও উন্মাদক। দুই চারিটি ব্যতিচার

অবশ্যই দৃষ্ট হইবে; দুর্ব্বল দেহ লইয়াও হেমচন্দ্র 'ভারত সঙ্গীত' গাহিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, অমূল্য প্রবন্ধ ও অতুল সঙ্গীতে, স্বদেশ-সেবা-ব্রতে উন্মাদক আহ্বান করিতেছেন; রসায়ন শাস্ত্রে প্রফুল্লচন্দ্র গভীর গবেষণার পরিচয় দিতেছেন; বিদ্যাসাগর ও রাসবিহারি মুখোপাধ্যায় স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণ সাধনে জীবন পাত করিয়াছেন; সেলি এবং পোপ্ রুগ্ন দেহেও সজীব কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে, ইহারা ব্যভিচাররূপে প্রদর্শিত না হইয়া বরং, আমাদের উক্তির সমর্থক বলিয়াই গৃহীত হইবে। এই সকল কর্ম্মী পুরুষদের ক্ষমতা অসীম:—সতেজ সবল দেহ হইলে, শারীর ক্লেশ অনেক সময়ই ইহাঁদিগকে সংকল্পসংযম-ভ্রষ্ট না করিলে, ইহাঁদের কর্ত্তব্য-চিন্তন-পালনে বিঘ্নস্বরূপ না দাঁড়াইলে, ইহাঁরা আরো উর্দ্ধে উঠিতে পারিতেন—আরো মহত্তর কার্য্য সম্পাদন করিয়া জগৎকে আরো উর্দ্ধে তুলিতে পারিতেন; ইহাঁদের অকালমৃত্যু কি কর্ম্মজগৎ হইতে অকাল অবসর গ্রহণ হেতু আমাদিগকে ও পরিতাপ করিতে হইত না।

আমাদের দেশে যাঁহারা পূজনীয়, শীর্ষস্থানীয়—স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিকল্পে যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন—ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ভ্রমণ করিয়া স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে যাঁহারা জলদ-গম্ভীর স্বরে, অকাট্য যুক্তিপূর্ণ সুললিত ভাষায় আত্ম-অভাব বিমোচন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন—যাঁহাদের উন্মাদনা ও উত্তেজনায় হিন্দুমুশলমান্,

পার্শীগ্রীস্টান, পারস্পরিক বিদ্বেষ ভুলিয়া, ধর্ম্মমতের, জাত্যভি-মানের দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে—যাঁহাদের গৌরবোজ্জ্বল মহান্ উদারতার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবাসী স্বার্থপরতা বলি দিতে শিখিতেছে—জাতীয় সমিতির সভাপতিত্বরূপ স্বজাতির স্বেচ্ছাপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠতম গৌরব ও সম্মান যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে দুর্ব্বল, রুগ্নদেহভারাক্রান্ত কয়জন? দাদাভাই, গোখেল্, সুরেন্দ্রনাথ, ফিরোজ সা, তায়াব্জী, আনন্দচার্লু,—ইহাঁদের শারীরিক শক্তি মানসিক শক্তির ন্যায় দুষ্পরিমেয়; ইহাদের পরিশ্রমে ক্লান্তি নাই—অবসাদ নাই; অসুস্থ দেহ কখনো ইহাদের কর্ত্তব্য-সম্পাদনে দুরপনেয় বিঘ্ন স্বরূপ দণ্ডায়মান হয় নাই। যে অশীতিপর বৃদ্ধবয়সে, শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী সুদূর ইংলণ্ডের প্রবাস হইতে ভারতে আসিয়া জাতীয়মহাসমিতির দ্বাবিংশতি অধিবেশনে সভাপতির কঠিনদায়িত্বপূর্ণ কার্য্য এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, এই মরণ মুহূর্ত্তেও তিনি যে উৎসাহ, যে সজীবতা, যে উন্মাদনা, যে কার্য্য-বোধ প্রপীড়িত স্বদেশবাসীকে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি সামান্যদেহীর কার্য্য? সুরেন্দ্রনাথ জীবনের প্রত্যেকটি দিনে রাজনৈতিক, সামাজিক, কলেজসম্বন্ধীয় ও সংবাদ-পত্রসম্পাদন-সম্বন্ধীয় যে সকল শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা অসামান্য। ইহাঁরা এত পরিশ্রম করিতে পারেন বলিয়াই, শরীরের উপর ইহাঁদের এতটা কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই,

ইহাঁরা এত উর্দ্ধে উঠিয়াছেন। উর্দ্ধে উঠিতে হইলে—দেশে, সমাজে কি সরকারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে, অথবা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-যশে সুউচ্চস্থান অধিকার করিতে হইলে, শরীরকে পরিশ্রমক্ষম, সুস্থ ও সবল করিতে হইবে। মস্তিষ্ক-বেদনায় অস্থির হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না।

চিত্র-শিল্পে যাহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, সেই টার্ণার এবং রেনল্ডস্; বাগ্মীশ্রেষ্ঠ গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্, ওযেব্‌ষ্টার, কাডান; শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিৎ প্রিন্স বিস্‌মার্ক; ধর্ম্মপ্রচারক নক্স, ল্যাটিমার ও ক্যাল্‌ভিন্; সাহিত্যিক-শিরোমণি চসার, বাইরণ, ড্রাইডেন প্রভৃতি মহাপুরুষগণেব শারীরিক শক্তি মানসিক শক্তি অপেক্ষা কোনো অংশেই হীন ছিল না। যে তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, পরিশ্রমশীলতা ও সর্ববিষযিনী মস্তিষ্ক-চালনার জন্য ইহাঁদের কর্ম্মজীবন সুবিখ্যাত, তাহা ইহাঁদের শারীরিক শক্তি হইতেই যেন অনুপ্রাণিত এমন বোধ হয়। বাইরণ সন্তরণ করিয়া হেলেস্‌পণ্ট্ প্রণালী উত্তীর্ণ হইতেন; গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ বৃক্ষ ছেদন করিযা বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন; বিস্‌মার্কের সু-উন্নত, সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই সজীবতা ও কর্ম্মক্ষমতা প্রকটিত ছিল। ইহাঁদের প্রত্যেকেরই শরীর-গঠন এমন ছিল, দেহ এমন কর্ম্মপটু ছিল যে, জগতে পরিশ্রম-সাধ্য এমন কোন কার্য্যই ছিল না, যাহা ইহাঁরা করিতে পারিতেন না।

রণক্ষেত্রে, সৈন্যচালনায়, যুদ্ধকৌশলে যাঁহারা অদ্বিতীয়, সেই নেপোলিয়ন এবং ওয়েলিংটন্, শিবাজী ও রাণাপ্রতাপ,

শারীরিক পরিশ্রম এবং কষ্ট সহিষ্ণুতায়ও অদ্বিতীয়। অনাহার অনিদ্রায়, ক্রমাগত অশ্বপৃষ্ঠে, পর্ব্বতারণ্যে, রৌদ্রবৃষ্টিতে, শীতাতপে, কিছুতেই তাঁহাদের ক্লান্তি ছিল না—উৎসাহ ও উদ্দীপনার লাঘব হয় নাই, বরং ইহাতেই যেন তাঁহারা অধিকতর সুস্থ ও উৎফুল্ল হইয়াছেন।

ঐশ্বর্য্যলাভও পরিশ্রমসাপেক্ষ। স্বোপার্জ্জনে যাঁহারা পর্ণকুটীরকে স্বর্ণ-অট্টালিকায় পরিণত করিয়াছেন,—অভাবের অমা-অন্ধকার যাঁহারা আত্ম-কর্ম্মদ্বারা প্রাচুর্য্যের কিরণ-সম্পাতে প্রোজ্বলিত করিযাছেন,— অহর্নিশ তাঁহাদিগকে অমানুষিক শ্রম করিতে হইয়াছে। রক্‌ফেলার, এ্যাণ্ড্রু কার্ণেগি, রথ্‌স্চাইল্ড প্রভৃতি ধন-কুবেরগণ বিশ্রাম কাহাকে বলে জানেন নাই; কখনো রৌদ্র-দগ্ধ হইয়া কর্ম্মচারীদের কার্য্য দেখিযাছেন, ও নিজেরা করিযাছেন; কখনো হিসাব-পত্র-রাশির মধ্যে আত্ম-নিমজ্জিত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইযাছেন—ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই!—তখনি আবার পদব্রজে কি অশ্বারোহণে, ঝড়বৃষ্টি, শীতগ্রীষ্মে দৃক্‌পাত্ না করিযা, কার্য্যসম্পাদনে বাহির হইযাছেন!

মোটকথা—সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, শরীর খাটাইতে হইবেই। শরীর সুস্থ, সবল এবং দৃঢ় না হইলে পরিশ্রম করা যায় না। অতএব যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে সর্ব্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই বিষয় ইংরেজজাতি যতটা উপলব্ধি করিয়াছে, জগতের অন্য কোন জাতিই ততটা করে নাই। ইংলণ্ড ও যুক্ত

আমেরিকায় ব্যয়াম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে একটি। সেখানে নৌচালনা, অশ্বারোহণ, ছুটাছুটি প্রভৃতি বিদ্যার্থীদিগকে করিতে হয়। ইংলণ্ডের ব্যবহারাজীবি এবং পার্লামেণ্টের সভ্যগণ, আমাদিগের মস্তিষ্ক-ব্যবসায়ীদিগের মত শরীর বিষয়ে উদাসীন নহেন, উৎসাহের সঙ্গে শারীরিক শ্রম করিয়া, মস্তিষ্ককে তাঁহারা বিশ্রাম দান করেন, দৈহিক বলের অপচয় পুরণ করেন এবং পর্ব্বতে নদীতে, মাঠে বনে ভ্রমণ করিয়া চিত্তবিনোদন করেন! এই জন্যই সেখানে ওয়াশিংটন্, গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্, লিগুহার্ষ্ট, ক্রহাম্, পিল্ প্রভৃতির মত মহাপুরুষগণের জন্ম হয়। স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান্ বলিয়া বিলাতের কর্ম্মীপুরুষগণ, একদিকে যেমন কর্ম্মের গুণ ও পরিমাণে, অপর দিকে তেমন চিত্তের প্রফুল্লতা ও জীবনের দীর্ঘতায় অন্য দেশীয় কর্ম্মিগণ হইতে অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত।

পরিশ্রমের আবশ্যকতার অনুপলব্ধি এবং স্বাস্থ্যরক্ষায় অযত্নই আমাদের দেশে দুর্ব্বলতা, ক্ষীণমস্তিষ্কতা, কর্ম্মাল্পতা এবং অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী প্রতিপালনে যুবকদিগকে বাধ্য করিয়া অভ্যস্ত না করাইলে এতদ্দেশে কর্ম্মবীরের উদ্ভব হইবে না। শরীর ও মনে এমনি সম্বন্ধ যে, যে নেপোলিয়ন্, জ্ঞানালোকে, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই তাহার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিয়া স্বসৈন্যের গতিবিধি ও সমাবেশ নির্ভুলভাবে বিহিত করিতেন, ওয়াটার্‌লুর যুদ্ধের পূর্ব্বে সেই নেপোলিয়নও, অজীর্ণতার জন্য, অভ্যস্ত মনোযোগের

সঙ্গে কার্য্য করিতে পারেন নাই। এই শারীরিক অসুস্থতাও তাঁহার পরাজয়ের অন্যতম কারণস্বরূপ হইয়াছিল! এমন যে শরীর, তাহাকে উপেক্ষা করা মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে—পরিশ্রম করিতে হইবে, কিন্তু শক্তি অতিক্রম করিয়া নহে। অপরিমিত শ্রমের ফলও, আলস্যের মত, অপরিশ্রমের মত, বিষময়। প্রত্যেক কার্য্যেরই মাত্রা আছে। এই মাত্রা অতিক্রম করিলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই উৎপন্ন হয়। পরিমিত পরিশ্রম সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম বিহিত করা যায় না—কেহ দুই ঘণ্টা হাঁটিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, অপর কেহ দশ ঘণ্টা হাটিয়াও স্বচ্ছন্দ বোধ করে। ইহা ব্যক্তিগত শারীরিক শক্তি ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। তবে একথা ঠিক যে, এমন ভাবে এবং এমন পরিমাণে শ্রম—ব্যায়াম—করিতে হইবে যে, শরীরের জড়ত্ব দূর হইয়া, বেশ একটু স্বচ্ছন্দতা ও আরামের ভাব আসে কিন্তু চিত্ত ও দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া না পড়ে।

কর্ত্তব্য ও আনুষঙ্গিক কার্য্য সম্পাদনে যে দৈহিক শ্রম করিতে হয়, তাহা অনেক সময়ই এত বেশী হইয়া পড়ে যে, শরীর ক্রমে ক্রমে "ভাঙ্গিয়া" পড়ে—স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। এই পরিশ্রম সহনীয় করিবার জন্য—ইহার কুফল দূরীকৃত করিবার জন্য—বলকারক ও লঘুপাক আহারের বন্দোবস্ত করিয়া, উপযুক্ত বিশ্রামের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। অলসের

মত অপরিমিত নিদ্রা যাইয়া অথবা তাশ পাশা খেলিয়া বিশ্রাম করিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। স্নিগ্ধ প্রভাতে ও সন্ধ্যায়, চিত্ত-বিনোদক-দৃশ্য মাঠে, বাগানে কি নদীতীরে ভ্রমণ, অথবা অশ্বারোহণ প্রশস্ত। ইহাতে একদিকে যেমন কর্ম্ম-ক্লিষ্ট চিন্তা-ক্লান্ত মন প্রসন্নতা লাভ করে, অপরদিকে তেমন বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে ও স্ফূর্ত্তিজনক অঙ্গচালনায় অবসন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাস্থ্য ও সবলতা লাভ করে। কর্ত্তব্যসম্পাদনে যাহাদিগকে কঠোর শারীরিক শ্রম করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে ইহাই সুব্যবস্থা।

অপরিমিত পরিশ্রম স্বাস্থ্যনাশের একটি কারণ। কিন্তু আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর লোক ব্যতীত, অতি অল্প লোকই, অতিরিক্ত দূরের কথা, যথেষ্ট পরিমাণে শ্রম করিয়া থাকে। ইহাদের স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ—১ম, দৈহিক শক্তির পরিপোষণে ঔদাস্য ; এবং ২য়, প্রবৃত্তির অতিমাত্র পরিচালনা।

আমাদের যুবকদিগকে বিদ্যালয়ে কোনো পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হয় না ; অভিভাবক ও যুবকের পাঠের জন্যই ব্যস্ত।—পীড়া হইলে সাধ্যানুসারে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু যাহাতে বালক পীড়িত না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ উদাসীন ; এবং অধিকসংখ্যক অভিভাবকই আবার এমন প্রকৃতির যে, বালককে খেলিতে দেখিলেই চিত্ত-স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না। বিদ্যার্থিগণ, স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধীয় ঈদৃশ আব্‌হাওয়ার মধ্যে, নিজেরাও শরীরচালনার আবশ্যকতা অতি অল্প পরিমাণেই উপলব্ধি করিতে পারে। কাজেই তাহারা দুর্ব্বল ও রুগ্ন। চালনা না

করিলে, শরীর পুষ্ট হয় না—শক্তির স্ফুর্ত্তি ও বৃদ্ধি না হইয়া বরং অপচয় হয়। কাজেই যুবকদিগের জন্য—জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য এখনো যাহাদিগকে গলদঘর্ম্ম হইতে হয় নাই, অথচ যাহারা বালকদের মত সারাদিনই বাহিরে খেলিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে না এবং সময়ও পায় না, তাহাদিগের পক্ষে—অল্প সময়ব্যয়ে যাহাতে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমিত চালনা হয় এমন কোন ব্যায়াম আবশ্যক। ইহাতে তাহাদের শরীর সুস্থ থাকিয়া ক্রমশঃ বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হইবে। ইহাদের পক্ষে প্রাতে ও বৈকালে মুক্তগাত্রে উম্মুক্ত স্থানে 'কুস্তি' কি 'ডাম্‌বেল' চালনা অথবা "মুগুর ভাজা"ই প্রসিদ্ধ। অশ্বারোহণ অতি উত্তম ব্যায়াম সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশের পক্ষেই ইহা সাধ্যাতীত। পরিমিত—অতিমাত্র ক্লান্ত ও অবসন্ন না হইয়া—ক্রিকেট্, ফুটবল্, অথবা "হাডু-ডু"ও মন্দ নহে।

যাহাদিগকে কঠিন মানসিক শ্রম করিতে হয়,—অধ্যয়ন, চিন্তা, কল্পনা ও গবেষণা যাঁহাদিগের মূলধন,—শারীরিক শ্রম বা ব্যায়াম তাহাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যক, একদিকে ইহা অবসন্ন মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দান করিয়া সুস্থ ও সজীব করিয়া থাকে; অপর দিকে, অতি নিষ্কর্ম্ম ও জড়ত্ব-প্রাপ্ত দেহকে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে চালিত করিয়া সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রাখিয়া থাকে। মস্তিষ্কের অপরিমিত অথবা বিশ্রামহীন চালনায়, শক্তি হ্রাস হইতে থাকে। এবং ইহা শরীর ও মনের সংযোগস্থল বলিয়া, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যহীনতার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও অসুস্থ হইয়া পড়ে। কাজেই

মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দান করা—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কর্ম্ম ও অলস দেহপিণ্ডকে চালনা করিয়া, তাহাকে মস্তিষ্কের গুরুভার-বহনক্ষম করা—মস্তিষ্কব্যবসায়ীদিগের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে। যাঁহারা ইহা করেন নাই, তাঁহারা বিষময় ফল ভোগ করিযাছেন। মিল্‌টন্, স্কট, হেমচন্দ্র, সেলি প্রভৃতির শেষজীবন কি ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন! যুবকদের মত ব্যায়াম ইহাঁদের পক্ষেও প্রশস্ত। কঠিন ও দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক শ্রম যাঁহাদিগকে করিতে হয়, শারীরিক শ্রম ব্যতীত তাহাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকিতে পারে না। গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ বৃক্ষচ্ছেদন করিযা ব্যয়াম করিতেন—বার্দ্ধক্যের জমাটরক্ত সচল রাখিতেন।

স্বাস্থ্যভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ—প্রবৃত্তির অতিমাত্র পরিচালনা অর্থাৎ অমিতাচারিতা। প্রবৃত্তির অনুসরণের সময় আমরা তাহাকে উপায় স্বরূপ মনে না করিয়া, উদ্দেশ্যস্থানীয় বলিয়া বিবেচনা করি; অর্থাৎ জীবন রক্ষা ও পরিপোষণের জন্যই প্রবৃত্তি, ইহা মনে না করিযা, এতচ্চালনা হইতে যে সুখ উপলব্ধি হয়, সেই সুখে মুগ্ধ হইয়া আমরা জীবনকেই প্রবৃত্তির দাস মনে করিয়া থাকি। আহারবিহারে, শয়ন-ভোজনে একথা কখনো আমাদের মনে হয় না যে, বাঁচিবার জন্যই আহার-ইত্যাদি; আহার-ইত্যাদির জন্য বাঁচা নহে। পরিচালনার অভাবে যেমন, অপরিমিত চালনায়ও তেমন, শক্তির হ্রাস হয়। শরীর ও মন সুস্থ এবং সবল রাখিতে হইলে সর্ব্ববিষয়ে মিতাচারী হইতে হইবে।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, শরীরের পক্ষে যেমন, মস্তিষ্কের পক্ষেও তেমন, ব্যায়াম ও বিশ্রাম আবশ্যক। অতিমাত্র পরিচালনায় ইহার শক্তিও ক্ষীণ হইয়া থাকে, শরীর ও মনের সংযোগ-গ্রন্থি শিথিল হইতে থাকে এবং মনুষ্য ক্রমে তন্নামের অনুপযুক্ত জীবে পরিণত হইয়া পড়ে। মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও বিশ্রাম চাই। এই বিশ্রাম কার্য্য দ্বিবিধ—১ম, শারীরিক ব্যায়াম ২য়, আমোদজনক এবং চিত্তবিনোদক পাঠ ও আলাপ।

সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে শারীরিক ব্যাযামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, মস্তিষ্কের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট; ইহাতে একদিকে শারীরিক শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ মস্তিষ্ক পরিপোষিত হয়, অপরদিকে তাহার বিশ্রামলাভও ঘটে।

যাহাদিগকে গুরু ও কঠিন বিষযে শ্রম করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে আমোদজনক পাঠে কিম্বা আলাপে ব্যাপৃত থাকিয়া, নিয়তচিন্তনীয় বিষয় হইতে মনকে কিয়ৎকালের জন্য অব্যাহতি দেওয়া আবশ্যক। একটিমাত্র বিষয়ে ক্রমাগত অধিককাল চিন্তা করিলে, চিন্তাশক্তি ক্লান্ত হইয়া পরে, অন্তর্দৃষ্টি আবিলতা প্রাপ্ত হয়; ফলে, চিন্তনীয় বিষয়ে পরিস্ফুট জ্ঞানলাভ হয় না। জগতে যাঁহারা প্রধান চিন্তাশীল ও কর্ম্মী, তাঁহারা সর্ব্বদা উদ্দেশ্য-সাধনের চিন্তা করিয়াই দিনপাত করেন নাই: ধর্ম্ম যাঁহার জীবনব্রত, তিনি বিজ্ঞানসাহিত্য কি শিল্পচর্চ্চা করিয়া, মস্তিষ্ককে বিশ্রামদানপূর্ব্বক, নবীকৃত তেজে, পূর্ণজ্ঞানালোকে আবার কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন; অর্থ যাহার দেবতা, অর্থের চিন্তায়ই তিনি দিবসরজনী

যাপন করেন নাই—লঘুভাব আমোদজনক, অথবা নিগূঢ়ভাব ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, অথবা বৈজ্ঞানিক পাঠে কি গবেষণায় সময়ক্ষেপ করিয়া তিনিও কর্ম্মক্লান্ত মস্তিষ্কে বিশ্রামদান করিয়াছেন। আমাদের ব্যবহারাজীবি হেমচন্দ্র কাব্যে, চাকুরীজীবি বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ও ধর্ম্মালোচনায়; সংস্কারক বিদ্যাসাগর আখ্যানমঞ্জরী ও ভ্রান্তিবিলাসে, ধর্ম্মপ্রচারক রামমোহন সমাজসংস্কারে; কবি স্যামুয়েল্ রোজার্স ও ঐতিহাসিক গ্রোট স্থদীকারবারে; সারগর্ভগ্রন্থকার স্যার আর্থার হেল্‌পস্ ও কবি, সমালোচক এবং প্রবন্ধকার ম্যাথিউ আর্নল্ড সরকারী চাকুরীতে, বিশ্রামলাভ করিয়াছেন। দার্শনিক জন্‌ষ্টুয়ার্টমিল্ ইষ্টইণ্ডিয়া হাউসের একজন হিসাব-পরীক্ষক ছিলেন। বেকন্ রাজ্যের ও অর্থের চিন্তা দার্শনিক প্রবন্ধে বিস্মৃত হইতেন। গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবিষ্ট হইয়া চিকিৎসাব্যবসায়ের ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেন। যাঁহারা ইহা করেন নাই, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যাঁহারা শরীরের ও মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই—তাঁহাদের অধিকাংশই ব্যর্থকাম হইয়া জগতের রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; এবং যাহারাও সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও আধিব্যধিপ্রপীড়িত হইয়া যথোপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দানের জন্য, নির্দ্দোষ আলাপও মন্দ নহে,—শিক্ষিত বন্ধু কি পত্নীর সহবাসে আসিয়া, ধর্ম্মসংস্কারক ধর্ম্মের চিন্তা হইতে; ঐশ্বর্য্যলিপ্সু অর্থাগমের জ্বালাময় ভাবনা হইতে;

রাজনৈতিক কূটতর্কের প্রহেলিকা হইতে, পরিত্রাণ পাইতে পারেন। ইহাঁরা শিক্ষিত, সহানুভূতিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান হইলে, একদিকে যেমন নানাভাবে চিত্ত-বিনোদন করিতে পারেন, অপরদিকেও তেমনি সুপরামর্শদানে, শান্তমুহূর্ত্তে ত্রুটী দেখাইয়া সংশোধন করিতে এবং সৎকার্য্যে উৎসাহিত করিতে পারেন। প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনেই এমন দু'একটি মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, যখন সে, জগতের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন মনে করিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে সুধু আশঙ্কা ও উদ্বেগ এবং নৈরাশ্যের অন্ধকার দেখিতে পায়। এই সময়ে সদ্বন্ধু ও সুপত্নীর আশ্বাসবাণী তাহাকে বাঁচাইযা রাখিতে পারে।. মানুষ অনেক সময় আপনার ওজন ঠিক করিযা উঠিতে পারে না; সম্পদের মুহূর্ত্তে আপনাকে অনেক বড এবং আপদের সময আপনাকে অনেক ছোট মনে করিয়া থাকে। প্রকৃত বন্ধু তাহাকে অধিকতর জানিতে পারে, তাহার মিথ্যা অহঙ্কার কি অযথা আশঙ্কা তিরোহিত করিয়া তাহাকে ন্যায়-পথে চালিত করিতে পারে।

আবার, বন্ধুর মধ্যে প্রকৃতির সমান বন্ধু নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতিবর্ণে, প্রতি শব্দে, প্রতি পত্রে, প্রতি পুষ্পে যে শিক্ষা রহিয়াছে, তাহা আযত্ব করিতে পারিলে,—আমরা অনেক উর্দ্ধে উঠিতে পারি। এক দিকে বৈষয়িক জগতের ঝটিকাবর্ত্ত হইতে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইযা আসিয়া, আত্মবিস্মৃত মনে বিশ্রাম লাভ করিতে পারি—প্রকৃতির সান্ধ্য ও প্রাভাতী সৌন্দর্য্যসম্ভার ও সঙ্গীতমাধুর্য্যে বিষয়ের বীভৎস মালিন্য ও রিপুর ভীষণ

কোলাহলের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি; অপরদিকে বিধাতার অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া আপনার মহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব উভয়ই উপলব্ধি করিয়া মিথ্যা নৈরাশ্য ও মিথ্যা অহঙ্কারের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারি। মানুষকে সৎশিক্ষা দিতে প্রকৃতির সমকক্ষ শিক্ষক নাই। গভীর নৈরাশ্যের মুহূর্ত্তে, আত্ম-অবিশ্বাসী মনকে বিশ্বাসী ও উৎসাহিত করিতে, কত বৃক্ষ হইতে কত আপেলের পতন, কত পুনঃপুনঃ ব্যর্থীকৃতপ্রয়াস মাকড়শার কৃতকার্য্যতা আমাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া, প্রকৃতি আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া থাকেন! আবার কত গগন-ভেদী উল্লাস-কোলাহলের সময়, 'তৃণবৎমন্যতে জগতের' মুহূর্ত্তে, কত 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত' ঘটিয়া আমাদিগকে আপনাদের দীনতা ও হীনতা অতি সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইযা থাকে। জ্ঞানের ও চিত্তবিনোদনের জন্য— বুদ্ধির বিকাশের ও মস্তিস্কের বিশ্রামের জন্য প্রকৃতি-পরিচয় বিশেষভাবে আবশ্যক। প্রকৃতির সঙ্গে যাঁহারা অকপটে আলাপ ব্যবহার করেন, তাঁহারা পুরস্কার স্বরূপ ইহার মহত্ব, ইহার প্রফুল্লতা, ইহার অক্ষয় জ্ঞানরত্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে শাস্ত্রকার ও মনস্বিগণ তপোবনে থাকিতেই ভাল বাসিতেন। পাশ্চাত্যদেশের কর্ম্মীপুরুষগণ পর্ব্বতশৃঙ্গে, নদীতটে সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিয়া, চিন্তাভারাক্রান্ত মস্তিষ্ককে সজীব ও প্রফুল্ল করিয়া থাকেন। প্রকৃতির বর-পুত্র কবিবর ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ জগতের এক অমূল্য রত্ন।

উন্নতিকামী ব্যক্তিকে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া শক্তি সঞ্চয় এবং বৃদ্ধি করিলেই হইবে না; চালনার মুহূর্ত্তে হিসাব করিয়া ব্যয় করিতেও হইবে। অর্থ-জগতে যেমন, শক্তি-জগতে ও ঠিক তেমনি, হিসাব ও মিত-ব্যয়িতা চাই। বে-হিসাবী ও অমিতব্যয়ী ব্যক্তি, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও যেমন, অচিরেই কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুকত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, অমিতবল ব্যক্তিও তেমন অমিতব্যয়িতার ফলে দুর্ব্বলত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। সকল বিষয়েই একথা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে—— সাধ্য বিষয়ে শক্তি ব্যয় করিলেই সুফল আশা করা যাইতে পারে। যাহার কার্য্য তাহাকেই সাজে— অন্যেব তাহা করিতে যাওয়া সুধু বিড়ম্বনা ভোগের কারণ হইয়া থাকে। "যার কাজ তা'কে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে।" ভীমের কার্য্য অর্জ্জুন করিতে পারেন নাই; আবার অর্জ্জুনের কার্য্যও ভীমের সাধ্যাতীত ছিল। রথ্‌সূচাইল্ডের কাজ গ্ল্যাড্‌ষ্টোন করিতে পারেন নাই; গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের কাজেও রথস্‌-চাইল্ড হস্তক্ষেপ করেন নাই। হিসাব করিয়া শক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলেই, উন্নতি ও সফলতা সম্ভবপর হইয়া থাকে।

আবার, যাহার সঞ্চয়ের বুদ্ধি নাই— পূর্ব্বভাগেই যিনি যথা-সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বসেন,— আর্থিক বিষয়ে যেমন, অন্য বিষয়ে ও ঠিক তেমনি,— তাহাকে পরিণামে পরিতাপ ভোগ করিতে হয়। যে প্রথমাবধিই প্রাণপণে দৌড়াইতে আরম্ভ করে, সে অচিরেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং পরিণামে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে

পারে না ; কিন্তু যে ধীরে ধীরে শক্তি ব্যয় করিতে থাকে, তাহার ক্লান্তি কম হয় এবং গন্তব্যস্থানেও সে পূর্ব্বেই পৌঁছিয়া থাকে। যে সেনাপতি প্রথম আক্রমণেই আপনার সমস্ত বল নিযুক্ত করেন, প্রায়শঃই তাহাকে পরাজয়ের কলঙ্ক ভোগ করিতে হয়। কারণ প্রথম আক্রমণে পরাজিত হইলে, তাহার উপায়ান্তর থাকে না। নেপোলিয়ন কখনো প্রথমেই আপনার যথাসর্ব্বস্ব পণ করিতেন না। অল্প অল্প করিয়া শক্তি ব্যয় করিতে হইবে। একটিমাত্র আঘাতেই যে আক্রমণকারী সর্প হত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। দ্বিতীয়বার আঘাতের শক্তি না রাখিয়া, যে ব্যক্তি আঘাত করে, তাহার ভাগ্যে প্রায়শঃই সর্পাঘাত ঘটিয়া থাকে। প্রাণের সমস্তখানি উদ্যম-উৎসাহ লইয়া যে ব্যক্তি প্রথম বারেই কার্য্যে নিযুক্ত হয়, এই প্রথমবার নিষ্ফল হইলে, দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিবার জন্য আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একবারেই যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসা'তে আমাদের দেশে এত নৈরাশ্যের মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতে পাওয়া যায়। কার্য্যের কাঠিন্য ও আপনার শক্তির পরিমাণ না বুঝিয়া আমাদের অধিকসংখ্যক যুবকই, প্রথমতঃ, খুব উৎসাহ ও প্রফুল্লতার সঙ্গে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় :— তাহার সম্ভাবিত জয়ের পূর্ব্বোল্লাস-ধ্বনিতে ও সম্ভাবিত কৃতকার্য্যতার প্রাগুল্লম্ফনে মেদিনী সঘন কম্পিত হইতে থাকে ; কিন্তু যেই সে অকৃতকার্য্য হয়, আর তাহাকে বিশ্বময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে যুবক ক্ষুদ্র হাকিমীর চেষ্টাতে প্রাণ পণ করিয়া থাকে, এই হাকিমী না পাইলে, ক্ষুদ্রতম কেরানীগিরি ও

আর তাহার ভাগ্যে জুটিয়া উঠিতে চাহে না। আবার, যে যুবক এই হাকিমীর জন্য পূর্ণশক্তি ব্যয় করেন নাই—ভবিষ্যতের সঙ্গে "বুঝা-পড়া" করিবার মত যাহার সঞ্চিত শক্তি আছে, সে অনেক ঊর্দ্ধেও উঠিয়া থাকে। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ ডেপুটিগিরি ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিত্ব লাভে ও সমর্থ হইয়া ছিলেন।

শক্তি সঞ্চয় করিতে জানে না বলিয়া এবং প্রথম হইতেই যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া, প্রায়শঃই বিশ্ববিদ্যালযের উজ্জ্বলতম রত্নগণ, কর্ম্মজগতে, তাঁহাদেব পূর্ব্বকার নিষ্প্রভ সমপাঠীগণেব সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। ইঁহারা ধীরে ধীবে কিরণজাল বিস্তাব করিযা অরুণ হইতে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডে পবিণত হন, তাঁহারা, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডত্ব হইতে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইযা থাকেন। কচ্ছপের ও শশকের গল্পটি নিতান্ত কাল্পনিক নহে।

খ— মানস সাধন।

শক্তি-সঞ্চয়—আত্ম-সংযম।

সফলতালাভের জন্য, বিষযনির্ব্বিশেষে, শক্তি সঞ্চয়, রক্ষা এবং হিসাব করিয়া ব্যয় করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেহিসাবী ব্যক্তি, আর্থিক বিষয়ে যেমন, কর্ম্মজগতে ও তেমন, পরিণামে পরিতাপ ভোগ করিয়া থাকে। সঞ্চয়, রক্ষা, এবং হিসাব করিয়া ব্যয় করা অতীব কঠিন কর্ম্ম। এই প্রলোভনের জগতে, দৃঢ় আত্মসংযম ব্যতীত, কঠোর আত্মশাসন ব্যতীত, এই

কঠিন কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায় না। এবং ইহা সম্পন্ন করিতে না পারিলে ও সিদ্ধিলাভের আশা নাই।

আত্মসংযম অর্থ, প্রবৃত্তি-দমন—সহিষ্ণুতা। সফলতাপ্রয়াসী ব্যক্তিকে সতর্কতার সঙ্গে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া চলিতে হইবে—দৃঢ়হস্তে, সতর্কভাবে সিদ্ধির উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে; স্বশক্তি ও অভিপ্রেত কার্য্যের কাঠিন্য তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। একবারেই কেহ পর্ব্বত-শীর্ষে আরোহণ করিতে পারে না। আজ যাঁহাকে সমভূমি হইতে আমি অতি ঊর্দ্ধে অবস্থিত দেখিয়া স্তব্ধ ও বিস্মিত হইতেছি, আমার মনে করা উচিত, তিনি ও একদিন আমরই মত এই সমভূমিতে দণ্ডায়মান ছিলেন। ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিয়া, লতা হইতে লতান্তর আকড়িযা ধরিয়া, কখনো পড়িতে পড়িতে রক্তাক্তদেহে পুনর্ব্বার দাঁড়াইয়া, কখনো বুকে ভর দিয়া, কখনো লম্ফ প্রদান করিয়া, তবে সেই ব্যক্তি উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন! বুদ্ধ, চৈতন্য, যীশু, মহম্মদ; গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনি, ওয়াশিংটন; সেক্সপিয়ার, মিল্‌টন, দান্তে, গেটে—বড সহজে জগৎ-পূজ্য স্থান অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন না। রঘুবংশ, কুমার-সম্ভবের পরে শকুন্তলার সম্ভব হইয়াছিল; "টেম্‌পেস্ট, রিচার্ড দি থার্ডের" কবি "হ্যাম্‌লেটের" কবি হইয়াছিলেন। "কচু গাছ কাটিতে কাটিতেই ডাকাত হয়"।

প্রতিবেশীর প্রোজ্বল সিদ্ধি দেখিয়া চক্ষু যেন ঝলসিয়া না যায়। মূল উপেক্ষা করিয়া দৃষ্টি যেন অগ্রভাগে পতিত না হয়।

ধীরে ধীরে, গোড়া হইতে আরোহণ ব্যতীত, লম্ফ দিয়া বৃক্ষশীর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দুরারোহ সিদ্ধিশৈল-শৃঙ্গে বিশ্রাম করিতে হইলে, আরোহণার্থ শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে—অকার্য্যে ও কুকার্য্যে, নিদ্রা ও আলস্যে, উদ্দেশ্যহীনভাবে কার্য্য করিয়া, শক্তি বিক্ষেপ করিলে চলিবে না। সতত অভীষ্ট-দর্শন-লিপ্সু উন্মুক্ত নেত্রে চলিতে হইবে; যেখানে যে টুকু জ্ঞানাঙ্কুর কুড়াইয়া প্রাপ্ত হওযা যাইবে, সাদরে তাহা মস্তকোপরি তুলিয়া লইতে হইবে; যেখানে যাহা মানায়, সেখানে তাহা রাখিতে হইবে। উপাদান-সংগ্রহে কষ্ট ও পরিশ্রম সাদরে আলিঙ্গন করিতে হইবে। এমন হইলে শক্তি সঞ্চয় করা যায়। সঞ্চয়ের পরে ব্যয় করিতে হইবে, অতি অল্প মাত্রায় এবং শৃঙ্খলা ও হিসাবের সঙ্গে। ভবিষ্যতের চিন্তা না করিয়া যিনি বর্ত্তমানেই যথাশক্তি ব্যয় করিয়া বসেন, প্রায়শঃই ভাবীজীবনে তাহাকে অভাব-যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে হয়। আজ প্রচুর জিনিষ আছে বলিয়া, কাল যে অভাব হইবে না, ইহা মনে করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আবার, সঞ্চয়-কালে এবং ব্যয়ের সময়েও শৃঙ্খলার বিশেষ প্রয়োজন। যেখানে যতটুকু এবং যে রকমের আবশ্যক, সেখানে ততটুকু এবং সেই রকমের রাখিতে ও ব্যয় করিতে হইবে। পত্নীকে হীরাজহরতে ভূষিত করিতে হইবে বলিয়া, দু'মন দশ মন চাপাইতে গেলে তাহাকে হত্যাই করা হইবে; এবং পায়ের মল হাতে দিলে, লোক-সমাজে তাহাকে শুধু হাস্যাস্পদই করা হইয়া থাকে। এইরূপে সতত-সতর্কভাবে

যিনি আপনাকে চালিত করিতে পারেন এবং সঞ্চয়ের পরিমাণানুসারে ব্যয় যাহার অল্প, সিদ্ধিলাভ তাহারই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। যত বড়, যত ভীষণ বিপদ্‌ই ঈদৃশ পুরুষকে আক্রমণ করে না কেন, তিনি কখনো অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হন না অথবা ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়েন না; সাহসের সঙ্গে, উৎসাহে ও পূর্ণতেজে সঞ্চিত শক্তি লইয়া তিনি বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন। তখন তাঁহার যশঃ-সৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত হয়।

এই সঞ্চিত শক্তি দ্বারা কত বড় কার্য্য হইতে পারে, আমেরিকার সেনাপতি সেরিডানের জীবনী পাঠে তাহা বুঝিতে পারা যায়। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের সময় যখন তাঁহার দলস্থ সৈন্য বিধ্বস্ত ও বিত্রস্ত হইতে লাগিল, তখন ভগ্নোৎসাহ প্রধান সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন "আমরা পরাজিত হইলাম!"—অমনি সহকারী-সেনাপতি সেরিডানের মুখ হইতে জলদ-গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল,—"না,—না, আপনি পরাজিত হইয়াছেন— এই সৈন্য পরাজিত হয় নাই।" প্রধান সেনাপতি প্রথম আক্রমণের সময়ই নিজের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়াছিলেন— প্রথম পরাজয়েই যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া তাঁহার আর আশাভরসা রহিল না; কিন্তু সেরিডান্ প্রথম আক্রমণের সময় আপনার সমগ্র উৎসাহ, শক্তি ও তেজ বিনিয়োগ করেন নাই— ভবিষ্যতের জন্য ও কিছু মজুত রাখিয়া ছিলেন। তাই, প্রধান সেনাপতি, উপায়ান্তর-অভাবে, ভগ্নোদ্যম হইলেও, তিনি সেই বিত্রস্ত সৈন্যদলের মনে, আপনার এই সঞ্চিত সম্পত্তি—

উৎসাহ ও তেজ— বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে নিযুক্ত করিলেন ;— যশোমুকুট স্খলিত হইয়া, কলঙ্কের ডালি শত্রু-শির শোভা করিতে লাগিল।

স্বর্গগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ইহার অন্যতম নিদর্শন। একজন দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে, সম্মান-প্রতিপত্তি-বিশিষ্ট উচ্চ বেতনের চাকুরী, আপনার মহত্ব ও মনুষ্যত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য, স্বেচ্ছায় ত্যাগ করা সহজ কথা নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগর ইহা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন, তাঁহার যে সঞ্চিত মানসিক সম্পত্তি ছিল, গবর্ণমেন্টের কার্য্য সম্পাদনে তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যয়িত হইয়াছিল না। তাই, যখন তিনি আপনার মহত্ত্ব, আপনার জীবন-নীতি বিপন্ন মনে করিয়াছিলেন, তখন অন্য সর্ব্বপ্রকার চিন্তা দূর করিয়া, চাকুরীতে ইস্তাফা দিতে এবং পরে কোন প্রকারে বিব্রত না হইয়া, উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর স্থানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালীবীর মোহনলাল ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। পলাশীর রণাঙ্গনে গঙ্গাজল-আম্রবনপ্রভৃতি প্রকম্পিত করিয়া দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজের কাল আগ্নেয়াস্ত্র যখন লেলিহান্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, তখন সমগ্র মুসলমান-বাহিনী জয়-পরাজয়, স্বাধীনতার সুখশীতলতা, পরাধীনতার দাবদাহ সকল বিস্মৃত হইয়া, প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইয়া পড়িল। কিন্তু উপেক্ষিতপূর্ব্ব বীর মোহনলাল এক পদও টলিলেন না। তাঁহার হৃদয়-নিহিত বহুদিনের সঞ্চিত বীর্য্য

ও স্বাধীনতার উন্মাদনা তাহাকে মরণাতীত করিয়া তুলিল ;—শত্রুর অবিশ্রান্ত অনলবর্ষণ, ভীমকণ্ঠোত্থিত জয়োল্লাস সকল উপেক্ষা করিয়া, সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া, মরণ ভয়ে ভীত মুসলমান সৈন্যের উপর সঘৃণ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক, মোহনলাল গর্জ্জিয়া উঠিলেন "দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন"।

আত্ম সংযমে— সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে—সঞ্চিত মনোবলই মানুষকে সক্ষম করিয়া থাকে। এবং আত্মসংযম সাধন করিতে না পারিলে—বিভিন্ন লোভনীয় বিষয় হইতে চিত্ত-বিক্ষেপ রুদ্ধ করিতে সমর্থ না হইলে—কোনো বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

যাহাদের এই সঞ্চিত শক্তি ছিল না, তাহারা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। এই জন্যই সুপণ্ডিত ও মনস্বী বেকন্ অর্থলিপ্সু বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন ; এবং এই জন্যই যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল।

অতএব যিনি জীবনের সার্থকতা সাধন কবিতে ইচ্ছা করেন, সর্ব্বপ্রথম তাহাকে, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিবার জন্য, শক্তি সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। "কামাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ। স্মৃতি-ভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"—জীবনের লক্ষ্যবহির্ভূত সর্ব্ব-প্রকার কামনাকেই শাসনাধীন রাখিতে হইবে। প্রবৃত্তির দাস না হইয়া তাহার প্রভু হইবে। একলব্যের মত অঙ্গুলি দান করিয়াও গুরুকে তুষ্ট করিতে হইবে।

অন্তর্দৃষ্টি ও দৃঢ়নিষ্ঠা বা একচিত্ততা।

মানবের মন বহুপ্রকার কামনার আবাস-ভূমি :—কখনো অর্থলিপ্সা, কখনো যশোলিপ্সা, পরমুহূর্ত্তে বিশ্বহিত-সাধনেচ্ছা, তৎপরমুহূর্ত্তে আবার ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার বাসনা—এই ভাবে নানা মুহূর্ত্তে নানা কামনা, মানবমনকে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে ভাসমান কর্ণধারবিহীন তরণীর মত ইতস্ততঃ সবেগে চালিত করিয়া থাকে। এইপ্রকার মন যশোবাজ্যের দিকে চলিতে চলিতে চকিতে ঐশ্বর্য্যের দিকে গতি পরিবর্ত্তন করিয়া বসে; আবার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই হয়তঃ ধর্ম্মকৃত্য-সম্পাদনে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহাব ফলে এই হয যে, চঞ্চল বাসনা-রাশির মধ্যে একটিও যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হয় না—সকল বিষযেই কর্ত্তা নগন্য থাকিয়া যায—কোন বিষয়েই সফলতা লাভ হয না।

মনের এই প্রকার চঞ্চলতার কারণ—চিন্তাশূন্যতা এবং অন্তর্দৃষ্টিহীনতা। যাহারা নিজেদের মানসিক শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ যথার্থরূপে নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন না এবং আপনার শক্তির সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য-সমূহের মধ্যে কোন্‌টির সাদৃশ্য আছে, ইহা চিন্তা করেন না, তাহারা, যখন যে উদ্দেশ্যকে জন-সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে দেখেন, তখন সেই উদ্দেশ্যকেই সহজ-সাধ্য ভাবিয়া, তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া থাকেন, এবং অধিকাংশ স্থলেই, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই, আপনার দুর্ব্বলতা ও বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, হতাশ্বাস হইয়া

পড়েন ; তখন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ইহারা, দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া উদ্দেশ্যান্তর গ্রহণ করিয়া বসেন। অধিকাংশ স্থলেই, ফলে সুধু অকৃতকার্য্যতা ও মনস্তাপ লাভ ঘটে।

যাহা আলিঙ্গন করিলে প্রাণ শীতল হয় না, মন সুখশান্ত হয় না, কেহই তাহাকে দৃঢ়তা ও আগ্রহের সঙ্গে আকড়িয়া ধরিতে চাহে না ও পারে না। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল যাহা, তাহা, আপনি নীরস ও বিরক্তিজনক হইলেও, অনুরাগভাজন হইয়া থাকে। রোগী, রোগমুক্ত হইবার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, নিম ও ভক্ষণ করে, পরীক্ষার্থী, পরীক্ষা-পাশের জন্য কত বিরক্তিজনক পাঠই না অভ্যস্ত করিয়া থাকে। এই জন্যই, স্বকীয় মানসিক গতি লক্ষ্য করিয়া, জীবনের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করিলে, কর্ত্তা, আশু বিপদাপদ্ উপেক্ষা করিয়াও, ধীরতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে তৎপ্রতি অগ্রসর হইতে পারে। উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, তৎপ্রতি একনিষ্ঠ হইতে হইবে—বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি চিত্ত ধাবিত হইলে, সিদ্ধির পরিবর্ত্তে অসিদ্ধি, সফলতার পরিবর্ত্তে নিষ্ফলতা লাভই হইয়া থাকে। সুপরিষ্কৃত অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা স্বকীয় মনোগতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া উদ্দেশ্য নির্ব্বাচন করিলে, তাহাতে ঐকান্তিকতা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি অল্প লোকই চিন্তা করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে।

এই চিন্তাশূন্যতা ও অন্তর্দৃষ্টিহীনতার জন্য, প্রথমতঃ, অভিভাবক দায়ী, এবং দ্বিতীয়তঃ, কর্ত্তা স্বয়ং অপরাধী। পূর্ব্বে, যুবকের উদ্দেশ্য-নির্দ্ধারণ বিষয়ে আমরা বলিয়াছি—এই নির্দ্ধারণ-ব্যাপারে

যে ভ্রান্তি সংঘটিত হয়, তাহার ফল প্রায়শঃই বিষময় হইয়া থাকে। ইহার সংশোধন, প্রতিভাবান্ এবং আত্মজ্ঞ যুবক ব্যতীত, সাধারণে করিতে পারে না। ফলে এই হয় যে, ঘোটকের কার্য্যে গর্দ্দভ এবং গর্দ্দভের কার্য্যে ঘোটক নিযুক্ত হইযা নিজেও শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারে না, সমাজকেও পীড়িত করিয়া তোলে।

এখন যাহাদিগকে আমরা মহাপুরুষ বলিয়া হৃদযের সমস্ত-খানি ভক্তি উপহার দিতেছি, তাঁহাদের অনেকের সম্বন্ধেই অভি-ভাবকেরা এই প্রকার ভীষণ ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছিলেন। কেবল ইহাঁরা নিজেবা, বিশিষ্ট মানসিক বেগের উত্তেজনায় অস্থির হইয়া, অভিভাবক-নির্দ্দিষ্ট পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ত-র্দৃষ্টিনিরূপিত পন্থা অবলম্বন করিযা, সহস্র বাধাবিঘ্ন, অসংখ্য বিপৎ-পাতের মধ্যেও, দৃঢ় হস্তে সেই উদ্দেশ্য আকড়িয়া ধরিয়া-ছিলেন বলিয়াই—আজ ইহাঁরা স্মরণীয় ও আদর্শস্থানীয়। আর যাহারা, আত্মবলে অভিভাবক-অনুষ্ঠিত এই ভ্রম সংশোধন করিতে পারে নাই, তাহারা নিজেরা ব্যর্থজীবনের বৃশ্চিকদংশনে জ্বলিয়াছে, সমাজকেও প্রপীড়িত করিয়াছে। ব্যর্থজীবন মানুষ সমাজের বিস্ফোটকস্বরূপ।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট, জন্ এ্যাডামস্ পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ-দের মধ্যে একজন। ইহাঁর পিতা একজন চর্ম্মপাদুকাকার ছিলেন। তিনি পুত্রকেও স্বকীয় ব্যবসায় শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এ্যাডামস্ পিতৃ-ব্যবসায়ে দক্ষতা লাভ করিতে

পারিলেন না। পিতা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন "তুমি একজন অকর্ম্মণ্য চর্ম্মকার হইবে।" কিন্তু, স্বকীয় সৌভাগ্য-ক্রমে, এ্যাডাম্‌স্ নিজকে জানিতে পারিয়া, অভীষ্ট-নির্ব্বাচনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া এবং একনিষ্ঠভাবে সেই উদ্দেশ্য আকড়িয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়া, "অকর্ম্মণ্য চর্ম্মকার" হইয়াও তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ্যাডমিরাল হবসন্ ও অন্যতম দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ডের ওয়াইট্ দ্বীপে ইহাঁর জন্ম। বাল্যকাল হইতেই সামুদ্রিক দৃশ্য ও শব্দে, সামুদ্রিক জীবনের ভীষণতা ও মাধুর্য্যের কল্পনায় তাঁহার মনপ্রাণ বিভোর ছিল। কিন্তু পিতা, পুত্রের প্রাণের "টান" ও মানসিক "ঝোঁক" উপলব্ধি করিতে না পারিযা, কোনো দরজীর দোকানে তাঁহাকে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করিলেন। হবসন্ ইহাতে শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না ; "জলের মাছ ডাঙ্গায় পড়িলে" যেরূপ ছট্‌ফট্ করিয়া থাকে, তাঁহার প্রাণও সেইরূপ করিতে লাগিল। দৃঢ় নিষ্ঠা ও আগ্রহের অভাবে দরজীর কার্য্যে তিনি সুবিধা করিতে পারিলেন না—সীবনকর্ম্ম করিতে করিতেও তিনি সমুদ্রকল্লোল শ্রবণ করিতে থাকিতেন! সুতরাং দরজীর ব্যবসায়ে পড়িয়া থাকিলে তাঁহার জীবন নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়িত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, হঠাৎ একদিন সমুদ্রোপকূলে একদল রণপোত উপস্থিত হইয়াছে শুনিতে পাইয়া, হবসন্, হৃদয়ের অন্তস্তলোত্থিত একটা গভীর উত্তেজনায় উদ্বিজিত হইয়া, সূঁচ-সূতা দূরে নিক্ষেপানন্তর সমুদ্র-তীরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তীরে

একখানা তরণী বাঁধা ছিল; তাহাতে আরোহণ করিয়া, নৌ-সেনাপতির সম্মুখে যাইয়া তিনি কর্ম্মপ্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। এতদিন পরে অভীপ্সিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া হবসন্ প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। এবং ইহার ফলে, পরে এই শিক্ষানবীশ দরজীই সুপ্রসিদ্ধ এ্যাডমিরাল হবসন্ হইয়াছিলেন। যিনি "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" প্রচার করিতে, শোকতাপের জ্বালা এড়াইয়া নির্ব্বাণ মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে, জগতের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই গৌতমবুদ্ধকে সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে কতই না চেষ্টা করা হইয়াছিল! সৌভাগ্যবশতঃ, পূর্ব্বেই মহাপুরুষ স্বকীয় কর্ত্তব্যের দিকে অবিচলিত দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছিলেন; তাই পত্নী-প্রেম, পুত্র-স্নেহ, পিতৃ-ভক্তি, রাজসুখ, কিছুই তাঁহাকে অভীষ্ট-পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারে নাই।

অতি অল্প অভিভাবকই, যুবকের জীবনের কার্য্য-নির্দ্ধারণে যে গভীর চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক হয়, তাহা পরিচালন-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।—অধিকাংশই যুবকের শক্তি, সামর্থ্য এবং ঐকান্তিকতার দিকে দৃক্‌পাত মাত্রও করেন না। এবং যাহারাও এ বিষয় স্বীকার করেন, তাহারাও, প্রায়শঃই, বালকের সহানুভূতিকে প্রতিভা, খেয়ালকে ঐকান্তিক আগ্রহ ভাবিয়া, উদ্দেশ্য নির্ব্বাচন করেন।

বালক যখন যুবকত্ব প্রাপ্ত হয়—জীবনযাত্রায় বাহির হইবার সময়,—তাহার একবার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করা আবশ্যক। অভিভাবক তাহাকে যে উদ্দেশ্য ও যে পথ অবলম্বন করিতে

অভিপ্রেত করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য ও পথের সঙ্গে স্বকীয় রুচি, ইচ্ছা ও শক্তির সামঞ্জস্য আছে কি না; থাকিলে কতদূর আছে; অন্য কোন পন্থা এতদধিক প্রিয় কি না, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া, জীবন-যাত্রায় বহির্গত হওয়া তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ ধীর গম্ভীর ভাবে তাহাকে আত্মপর্য্যালোচনা করিতে হইবে। প্রতিভাবান্ পুরুষের কথা স্বতন্ত্র। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত কিয়ৎকাল তাঁহার প্রতিভা গুপ্ত ও লুপ্তবৎ থাকিতে পারে; কিন্তু এক সময়ে নিশ্চয়ই তাহা, কোন আকস্মিক ঘটনার আঘাতে অথবা আপনা হইতে, স্বকীয় পন্থা বাহির করিয়া লইবেই। আমরা সকলেই যে প্রতিভাবান্—সকলেই যে দলের অগ্রণী হইব, এমন নহে; মধ্য ও অন্ত আমাদিগকেই পূরণ করিতে হইবে। অগ্রণীর যশৈশ্বর্য্য, খ্যাতিপ্রতিপত্তি দেখিয়া মুগ্ধমনে আত্মশক্তি বিবেচনা না করিয়া, তাহার পদানুসরণ করিলে চলিবে না। এই কথা সর্ব্বদাই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—সন্তুষ্টচিত্তে যথাশক্তি কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই মনুষ্যত্ব।

প্রতিভাবান্ ব্যক্তি, স্বকীয় প্রতিভার বিশিষ্ট উত্তেজনায়ই কর্ম্ম-তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়েন—দিগ্বিদিক্ তাঁহার জ্ঞান থাকে না। খ্যাতিপ্রতিপত্তি, যশৈশ্বর্য্য, মানাপমান, সম্ভ্রমপরিহাস কিছুতেই তাহার লক্ষ্য নাই—উত্তেজনার পরিতৃপ্তি, অশান্ত মনে শান্তি-বারি সিঞ্চন মাত্র, তাহার লক্ষ্য। প্রতিভার এইটুকু কার্য্য—কর্ম্মফলত্যাগ, কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম—সফলতাপ্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই করণীয় ও সাধ্য।

পূর্ব্বোক্তরূপে সজাগভাবে উদ্দেশ্য নিরুপিত করিয়া, একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা ও অবিচলতার সঙ্গে আমাদিগকে সেই অভীষ্ট-সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে। ঝঞ্ঝাবাত, অশনিপাত, কি মুষলধারে বর্ষণ—যত ভীষণ বিপদই কেন আমাদিগকে আক্রমণ না করে; সুঘ্রাণ, সৌন্দর্য্য, কোমলতা, মাধুর্য্য—যত লোভনীয় বস্তু আসিয়াই আমাদিগকে বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা করুক না কেন—কিছুতেই আমরা বিচলিত হইব না। এমন দৃঢ়তা-সহকারে কর্ত্তব্য-পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

কিন্তু এই দৃঢ়তা, এই একাগ্রতা—ইহাও সাধনার বস্তু। পূর্ব্বেই বলিযাছি—প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র, দৃঢ়তা ও একাগ্রতা প্রায়শঃই প্রতিভার সমসঙ্গী। কিন্তু আমাদিগকে ইহা সাধন করিতে হইবে।

যাহারা ইহা করিতে পারে না—উদ্দেশ্যের যাহাদের স্থিরতা নাই, বাসনার যাহাদেব পরিতৃপ্তি নাই; সম্পদে বিপদে, সুবিধা অসুবিধায়, একটিমাত্র বিষয়ের দিকে অবিচলিত দৃষ্টি রাখিয়া যাহারা চলিতে পারে না—সিদ্ধিলাভ তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। পড়িতে বসিয়া খেলিবার কথা ভাবিলে, যেমন পড়াই সার হয়, ফলে পড়া না-পড়া সমান হয়, তেমন ঐশ্বর্য্যলিপ্সু হইয়া, বিশ্রাম সুখ ও বিলাসিতার দিকে তাকাইতে গেলে, লিপ্সাই সার হইবে; ফলে যে দরিদ্রতা সেই দরিদ্রতা। সমস্তখানি মনঃসংযোগ না করিলে সুচারুরূপে কোন কার্য্যই সম্পন্ন করা যায় না। মনের ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি আনিয়া অভীষ্ট বিষয়ের উপর পাতিত

করিতে হইবে। ধর্ম্ম, যশ, ঐশ্বর্য্য, প্রতিপত্তি—সবগুলি এক-সঙ্গে আয়ত্ত করা যায় না।

রথস্‌চাইল্ড কোন যুবককে বলিয়াছিলেন "একটিমাত্র কার্য্যে লাগিয়া থাকিও। তোমার ভাটিখানায়ই মনপ্রাণ সমর্পণ কর। তবে তুমি একদিন লণ্ডনের প্রধান মদ্যকার হইতে আশা করিতে পার। কিন্তু যদি তুমি মদ্যকার, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি হইতে চাও, তবে দেউলিয়ার খাতায় তোমার নাম বাহির হইতে দেরী হইবে না।" ইহা ধ্রুবসত্য!—যাঁহারা মনপ্রাণে একটিমাত্র উদ্দেশ্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন, সিদ্ধিলাভ তাঁহারাই করিয়াছেন; ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের যাহারা সেবা করিয়াছেন, তাহাদের অধিকসংখ্যকই নিষ্ফল জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন; যে দুই একজন একটু উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, তাহারা আরও উঠিতে পারিতেন।

একটিমাত্র বিষয়ে মন-প্রাণ সমর্পণ করা সফলতার প্রধান সর্ত্ত। যতদিন কোন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে না হয়, ততদিন একাগ্রতার আবশ্যকতা ততটা উপলব্ধি হয় না। কিন্তু যখনি কোন প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনি একাগ্রতাহীন পথিক অনুসৃত পন্থা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন অথবা নিরুৎসাহভাবে অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শেষে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়েন।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের আবহাওয়া অন্য ভাবের ছিল; তখন জীবিকা-নির্ব্বাহ এত কঠিন ছিল না;

জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য যে যে পন্থা অবলম্বন করিতেন, তাহাতেই সুখস্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতেন। তখন যাহাদের জন্ম হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জীবনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মিতেছে। স্বর্গগত কৃষ্ণদাস পাল, রামমোহন রায়, রামতনু লাহিড়ী, কেশব সেন, তায়াবজী, আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী, ফেরোজ সা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির স্থান অধিকার করিতে পারেন, এমন লোক কয় জন দেখা যাইতেছে? দেশে কেন এমন কর্ম্মবীরের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে? জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহই বা আজ কাল এত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে কেন?— ইহার কারণ, পাশ্চাত্য বিলাসিতার স্রোত দেশে প্রবেশ করিয়া, মূঢ় আমাদিগকে চিন্তাহীনভাবে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া চলিয়াছে; সুবিধা অসুবিধা, উপযোগীতা ও অনুপযোগীতার দিকে আমরা তাকাই না বা তাকাইতে পারি না; অন্ধের মত সুধু অনুকরণ করিয়া যাইতেছি। এতদুপরি, দুর্ভিক্ষ, চাকুরী-নির্ভরতা প্রভৃতি আমাদিগকে "যেন তেন প্রকারেণ উদরান্ন সংগ্রহের" জন্যই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করিবার—'আমার কি করা উচিত,' ইহা বিবেচনা করিবার—ইচ্ছা ও অবসর আজকাল আমাদের ভাগ্যে অতি অল্প পরিমাণই পড়িয়াছে। চিন্তাহীন হইয়া, আত্মদৃষ্টির অভাবে, আমরা চিরকাল কেরাণীগিরিরূপ হামাগুড়ির অবস্থাতেই চলিতে

ইচ্ছা করি; অথবা, যাহারাও একটু দাঁড়াইয়া হাটিতে চাহি, তাহারাও, মূঢ়ের মত, আপনাকে সর্ব্ব-সমর্থ মনে করিয়া, প্রত্যেক বিষয়েই একটা কিছু হইতে ইচ্ছা করি; পরীক্ষার সময় একটা 'অনারে' তৃপ্তি হয় না; কর্ম্ম-জগতে প্রবেশ করিয়াও, কখনো বক্তা, কখনো মহাজন, কখনো উকীল, কখনো ধর্ম্মান্বেষী হইতে থাকি। ইহার ফল হয়—চতুর্দ্দিকে শুধু নিষ্ফলতা, উদরজ্বালার হাহাকার, নৈরাশ্যের দীর্ঘনিশ্বাস, ভাগ্যবান্ প্রতিবেশীর প্রতি হিংসা ও দ্বেষ! আমাদের একাগ্রতা নাই—সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, যে কষ্ট ও পরিশ্রম কবিতে হইবেই, সেই কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করিবার শক্তি আমাদের নাই, কাজেই, গুরু পরিশ্রমের পূর্ব্বাভাষে এবং বিপদের সূত্রপাতেই, আমরা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ি।

ঐকান্তিকতাব মূল্য মহাপুরুষমাত্রই বিশেষ উপলব্ধি করিয়াছেন। যশুয়া রেনল্ডস্ বলিতেন "চিত্রকর যেন তাহার মুখ সেলাই করিয়া রাখেন; চিত্রাঙ্কন-ব্যাপারে উন্নতি লাভ করা এবং সুবক্তা হওয়া একজনেব পক্ষে সম্ভবপর নহে।" চার্ল্‌স্ ডিকেন্স বলিতেন "জীবনে যাহা কিছু করিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি, তাহাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বোত্তমরূপে করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যাহাতেই আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহাতেই আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মবিনিয়োগ করিয়াছি।" মহামতি ফোয়েল্ বাক্‌স্টন্ জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন, "যতই আমি বড় হইতেছি, ততই আমি নিশ্চিত বোধ করিতেছি যে, মানুষে মানুষে

যে পার্থক্য,—দুর্ব্বলে সবলে, মহতে ক্ষুদ্রে যে পার্থক্য,—তাহা তেজ, অদম্য সংকল্প, জীবনমরণ পণ করিয়া অভীষ্ট বিষয়ে আত্ম-বিনিয়োগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সংসারে যাহা কিছু সাধ্য, এই একটি মাত্র গুণ তাহা সাধন করিতে পারে। ইহার সঙ্গহীন হইয়া, অসামান্য প্রতিভা, অনুকূল অবস্থা, কি মাহেন্দ্রক্ষণ-লাভ কিছুই দ্বিপাদ জন্তুকে মনুষ্য করিতে পারে না।" সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালেব সকল মহাপুরুষগণেরই এই এক উপদেশ—বিচার-পূর্ব্বক উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত করিয়া, জীবনমরণ পণ করিয়া, তাহার অনুসরণ কর; তবেই সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।

এমন যে অমূল্য, অনবহেলনীয় একাগ্রতা— কেমন করিয়া ইহা লাভ কবা যাইতে পারে, এই প্রশ্নই এখন আমাদের মনে উদিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণের পক্ষে ইহা সাধনার জিনিষ,—ইহা অভ্যাস করিতে হইবে।

ঐকান্তিকতার অভাবের মূলে তিনটি কারণ লক্ষিত হয়, প্রথমতঃ মনের 'ঝোঁক' বিবেচনা না করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য নিরূপণ, দ্বিতীয়তঃ, অবস্থানুযায়ী কর্ত্তব্যে হেয়জ্ঞান, এবং তৃতীয়তঃ, পার্শ্বচর অবস্থা।

১। অবিবেচকভাবে—শক্তিসামর্থ্য, রুচিপ্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া,—জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পন্থা অবলম্বন করিলে, তাহাতে আত্মবিনিয়োগ করা অসাধ্য। কর্ত্তব্য বিষয় যত কঠিন, যত পরিশ্রমসাধ্যই হয় না কেন, মনের স্বাভাবিক ঝোঁক যদি তৎপ্রতি ধাবিত হয়, তবে তাহা সম্পাদনে কর্ত্তার

প্রাণে বেশ একটু আরামের, সুখ-শান্তির ভাব উদ্রিক্ত হয়; এবং এই আরামের জন্যই তিনি অধিকতর আগ্রহের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হন। মন ও যুক্তি সকল সময়ই এক পথে চলিতে পারে না। যুক্তি যাহা করিতে বলে, মন—নিতান্ত শান্ত ভালমানুষটির মত হইলে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু একটু জবরদস্ত মন হইলে, যুক্তি কখনই বিরুদ্ধ পথে আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

২। কর্ম্মমাত্রই, অবস্থানির্ব্বিশেষে, সম্মানিত ও পবিত্র—এই ধারণার অভাবে, অনেক সময়, কর্ত্তব্যের প্রতি ঐকান্তিকতা ও দৃঢ়তা জন্মে না। যাহা করিতে হইবেই, তাহা যথাশক্তি সম্পন্ন করাই পুরুষত্ব :— এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান— ইহাই সিদ্ধিলাভের প্রকৃত সহায়। তোমার শক্তি-অনুসারে তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মরাশির মধ্যে, প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় কিছুই নাই। তোমার শক্তি অনুযায়ী, তুমি কর্ম্মকার, কুম্ভকার, চর্ম্মকার, উকীল, মোক্তার, জজ, ব্যারিষ্টার হইবে। উদ্দেশ্য সকলেরই এক—সৎপথে থাকিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ। যে কর্ম্ম সম্পাদনে সৎপথ হইতে বিচলিত হইতে হয় না, বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হয় না; পরের গলগ্রহ না হইয়া আপনার যোগ্যতার উপরই নির্ভর করিতে হয়, তাহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বসমাজেই চিরসম্মানার্হ। অক্ষম জজ হইতে সক্ষম চর্ম্মকার শ্রেষ্ঠ—এই জ্ঞান থাকিলে, চর্ম্মকার কখনো

স্বকীয় ব্যবসায়ে শ্রদ্ধাহীন হয় না; এবং শ্রদ্ধাশূন্য না হইলে, যথাশক্তি, ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

৩। পার্শ্বচর অবস্থা—ইহার মধ্যে আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি কর্ম্মী সহচর, পাঠ এবং আলাপ, ও বেষ্টনকারী ঘটনাপুঞ্জ সকলই আমি নিবদ্ধ করিতেছি। মানব-জীবনের উপর— তাহার মানসিক শক্তি ও বৃত্তির বিকাশ ও পরিপোষণের উপর,—এই পার্শ্বচর অবস্থা যতটা আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে, তত অপর কিছুই করিতে পারে না। এই পার্শ্বচর অবস্থা একদিকে যেমনি একাগ্রতার প্রধান অন্তরায় হইতে পারে, অপর দিকে আবার ইহা তেমন ইহার সহায ও পরিপোষক হইতে পারে। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়—এবং বিজ্ঞানেরও কথা—যে, শৈত্য ব্যতীত বরফ হয় না, গরম ব্যতীত বরফ গলিয়া জল হয না; ইন্দ্রিয়পরায়ণের সঙ্গে সহবাস করিলে ইন্দ্রিয়সেবায় প্রবৃত্তি জন্মে, ধার্ম্মিকের সহবাসে ধর্ম্মে মতি হয়। "হীয়তে হি মতিস্তাত, হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ। সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্"। যেমন সমাজে বসবাস করিবে, মতিগতি তদনুরূপই হইবে। ঐশ্বর্য্যলাভে ইচ্ছুক হইয়া, সর্ব্বদা ধার্ম্মিকের সহবাসে, ধর্ম্মপুস্তক পাঠে, ধর্ম্মকৃত্য সম্পাদনে ও ধর্ম্মদৃশ্যের মধ্যে থাকিলে, সংকল্পের তেজ মন্দীভূত হইয়া পড়িবে। ভোগবাসনার উদ্দীপক দৃশ্য, শ্রাব্য ও পাঠ্য বিষয়ে নিমজ্জিত হইলে, ধর্ম্মজীবনের কঠোরতা পালন

ও সহ্য করিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত—বিশেষতঃ, যাহা সর্ব্বদা সম্মুখে থাকিয়া আপন প্রতিভা প্রকাশ্যে ও গোপনে বিস্তার করিতে থাকে, তাহা—ভয়ানক উত্তেজক ও সংক্রামক; অজ্ঞাতসারে ইহা আমাদিগের চিত্ত অধিকার করিয়া বসে। অতএব, চিত্তের স্থিরতা ও সংকল্পের দৃঢ়তা—উদ্দেশ্য সাধনে ঐকান্তিকতা—পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিতে হইলে, সর্ব্বদা আমাদিগকে উদ্দেশ্য-সমর্থক ব্যক্তি ও বিষয়ের মধ্যে মুক্ত প্রাণে বাস করিতে হইবে। যে দৃশ্য, যে আত্মীয়বান্ধব, যে পাঠ, যে আলাপ, অভীষ্ট সাধনে উত্তেজিত করে,—ঈপ্সিত বিষয়ের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে— তাহাদিগের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিতে হইবে। সদ্দৃষ্টান্ত উচ্চ আলোকমন্দির সদৃশ—ইহা বিপদের স্থান দেখাইয়া দিয়া, সুপথে চালিত করে। সদ্দৃষ্টান্ত চুম্বক লৌহের মত—ইহা লুপ্ত অজ্ঞাত শক্তি আকৃষ্ট করিয়া জাগ্রত ও কার্য্যকরী করে। মিল্টন্ মধুসূদনকে মধু দান করিয়াছেন; স্কটের যাদুকাঠি লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন; বার্ক, গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ, গোখেল, রাসবিহারী প্রভৃতি দেশের কথা বলিতে শিখিয়াছেন।

জগতের অগ্রণী যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই একাগ্রতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অনলে, সলিলে, হস্তীপদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ হরি-নাম করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন না। উৎপীড়িত

এবং নানাভাবে উদ্বিজিত হইয়াও, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁহার প্রেমের ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। রাজ-ভোগ এবং বিবিধ প্রলোভনের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও সত্যসন্ধ ভীষ্ম স্বকীয় প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

আমেরিকার উদ্ভিদ-তত্ত্ববিৎ বুরবঙ্ক্ ঐকান্তিকতার অন্যতম দৃষ্টান্ত। অচিন্তনীয় শারীরিক ক্লেশ, পরিচিত অপরিচিতের বিষম বিদ্রূপ, অনাহার, অনিদ্রা, অর্থনাশ,—অনেক সহ্য করিয়া, পঁচিশবৎসরব্যাপী পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পর, তিনি অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই কঠোর একাগ্রতার অসংখ্য ফলের মধ্যে মনসা সিঁজের কাঁটাকে শোভন ও সুখাদ্য ফুল ও ফলে পরিণত করা একটি।

সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, অনেক প্রতিকূল অবস্থাকে আপনার সহায় করিয়া লইতে হইবে। ইহাদের ভ্রূকুটি ও গর্জ্জন সহ্য করা খেয়ালের কর্ম্ম নহে, কঠোর নিষ্ঠা ও দৃঢ় সংকল্প ব্যতীত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধে কেহই জয় লাভ করিতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বক্তব্য আছে—উদ্দেশ্যের প্রতি ঐকান্তিকতা সিদ্ধির মূল বলিয়া, কেহ যেন মনে করেন না যে, সর্ব্বদাই ইহার ধ্যানধারণায় রত থাকিতে হইবে। দৃঢ়নিষ্ঠা ও ধ্যান এক জিনিষ নহে। সর্ব্বপ্রযত্নে, বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া, সংকল্পের দিকে অবিচলিত দৃষ্টি রাখার নাম—দৃঢ়নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা। আর, অন্য সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন

করিয়া একটিমাত্র বিষয়ের সর্ব্বদা ও সর্ব্বপ্রকারে চিন্তা ও সেবা করার নাম ধ্যান। দৃঢ়নিষ্ঠা ব্যতীত সফলতা লাভ হইতে পারে না সত্য; কিন্তু ঐকান্তিক ধ্যান বরং সফলতার প্রতিকূল বলিয়াই সন্দেহ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শরীর ও মন উভয়ের জন্যই বিশ্রাম আবশ্যক। শক্তি চালনার সীমা আছে; সেই সীমা উল্লঙ্ঘন করিলে, শরীর ও মন উভয়ই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মধ্যেমধ্যে বিষয়ান্তর গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম দিলে ইহারা পূর্ণ ও নবীন তেজে কার্য্য করিয়া থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া শরীর; বিভিন্ন বৃত্তি লইযা মন। একটিকে অবসন্ন করিয়া, অপর কোনটিকে পুষ্ট করিলে শরীর ও মন, কাহারই পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে না। হস্ত দুইটিকে বেশ সবল ও সুস্থ করিয়া পদদ্বয়কে কর্ম্মাক্ষম করিলে যেমন হস্ত-সাধ্যও সকল কর্ম্ম করা যায় না, তেমন মনের একটি বৃত্তিকে পুষ্ট করিয়া, অপর গুলিকে অথবা অপর কোন একটিকে ক্ষীণ করিলে, সেই পুষ্ট একটি সকল কাজ করিয়া উঠিতে পারে না। আবার, "আদুরে ছেলেই" নষ্ট হয়। জগতের মহাপুরুষগণ একলক্ষ্য ছিলেন, সত্য—কিন্তু কেহই একধ্যান ছিলেন না। লক্ষ্য অবিচলিত রাখিয়া সকলেই জ্ঞানের—আমোদের—বিশ্রামের জন্য বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করিয়াছেন। দার্শনিক আহার্য্যে সু ও কু তারতম্য করিয়া থাকেন; বৈজ্ঞানিক সাহিত্য-চর্চ্চা কি সৌন্দর্য্য-বোধ বর্জ্জন করেন না; রাজনৈতিক পত্নী-প্রেমের আস্বাদে বিরত থাকেন না।

চিন্তাশীলতা—অনুকরণে মৌলিকত্ব।

উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল অবস্থার মধ্যে সুধু বাস করিলেই হইবে না— চিন্তাশীলতার সঙ্গে বাস করিতে হইবে। সুচিন্তিত ভাবে তাহাদের কার্য্যের ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া দোষ বর্জ্জন এবং গুণ গ্রহণ করিতে হইবে। পরিপাক করিতে না পারিলে ভূরিভোজনে অপকার বই উপকার হয় না। উপাদান সংগ্রহ করিলেই হইবে না, তাহাদের ব্যবহার ও তাৎপর্য্য শিখিতে হইবে, এবং তাহাদিগকে নিজস্ব করিয়া লইতে হইবে। গর্দ্দভের মত চিনির বাহক হইলে, সুধু পরিশ্রমই সার হইবে। কেবল কতকগুলি ঘটনা মনে রাখিলেই উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই ; তাহাদের কার্য্যকারণশৃঙ্খলা, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ, ও প্রত্যেকের তৌলিক মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আদর্শ-পুরুষগণ, কিভাবে দুর্য্যোগকে সুযোগে পরিণত করিয়াছেন, কোন্ অবস্থায় কোন্ ভাবে এবং কেন সেই ভাবে কার্য্য করিয়াছেন— তাহা বুঝিতে হইবে। তবেই দৃষ্টান্ত আমাদের প্রকৃত উপকারে আসিতে পারে।

প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব সাগ্‌ডেন্‌কে—যিনি পরে লর্ড সেইণ্ট লিওনার্ডস্ উপাধিতে মণ্ডিত হইয়াছিলেন—ফোয়েল্ বাক্‌ষ্টন্ একদিন তাঁহার কল্পনাতীত সফলতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে সাগ্‌ডেন্ বলিয়াছিলেন "আইন্-অধ্যয়নের প্রারম্ভেই আমি সংকল্প করিয়াছিলাম, যাহা কিছু প্রাপ্ত হইব, যাহা কিছু শিখিব, সকলই আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইব ; এবং

প্রথমটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ব না করিয়া দ্বিতীয়টিতে হস্তক্ষেপ করিব না। সপ্তাহে আমি যাহা পড়িতাম, আমার প্রতিযোগী-দের মধ্যে অনেকে একদিনেই তাহা পড়িতেন। কিন্তু বারো-মাস পরেও—যখন তাহাদের জ্ঞান মন হইতে সরিয়া গিয়াছে—আমার জ্ঞান অর্জ্জনের সময় যেমন, তেমনি সজীব ও নূতন রহিয়া গিয়াছে।" সাগ্‌ডেন্ স্বকীয় সফলতার কি কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, পাঠক যেন তাহা বিশেষ লক্ষ্য করেন—বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করা—সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করা; অর্থাৎ সুধু মুখস্থ করা নহে—চিন্তা করিয়া, বুঝিয়া, পাঠ ও আয়ত্ব করা উন্নতির কারণ বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিতেছেন।

যিনি নিজে চিন্তা করেন না—পর-চিন্তা যাহার সম্বল,—প্রকৃত পক্ষে জগতে তাহার অস্তিত্ব নাই। সম্মুখে যত বড় আদর্শই কেন স্থাপন না করে—যত আগ্রহের সঙ্গেই না কেন তাহা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে,—পরচিন্তাবলম্বী ব্যক্তি কখনো সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। দেশ, কাল, পাত্র সকল সময়ে এক থাকে না। আমি যাঁহাকে অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহারও আমার মনের গঠন ও গতি সর্ব্বথা এক হইতে পারে না—অবস্থাও বিভিন্ন হইবে। এমত অবস্থায়, অন্ধভাবে তাঁহার পদাঙ্ক চলিতে গেলে, সুফল কখনই ফলিতে পারে না। কোন্ অবস্থায়, কি উদ্দেশ্যে, কোন্ ভাবে তিনি কি কার্য্য করিয়া-ছেন, তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক, আমার অবস্থার সহিত তাঁহার অবস্থার তুলনা করিয়া, সেই উদ্দেশ্য সাধনে আমাকে, ইহাদের

পার্থক্যানুযায়ী, পৃথক্ ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। দৃষ্টান্ত ও আদর্শ সুধু দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া দিবে—অবস্থানুযায়ী পন্থাটি কর্ত্তাকে স্বয়ং অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে। দেশের হিতসাধনে একজন ইংরেজ রাজাকে যে কথা বলিতে পারে—তৎপ্রতি যে ব্যবহার প্রদর্শন করিতে পারে—একজন ভারতবাসী অতি অল্প সময়ই তাহা নির্ব্বিঘ্নে বলিতে ও করিতে পারে। এই জন্য, উদ্দেশ্য এক হইলেও, অবস্থানুযায়ী পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, অনুকরণেও মৌলিকত্ব চাই; পর-রাজ্যে—

আত্মপ্রতিষ্ঠা

চাই। আত্ম-অস্তিত্ব পরকীয় অস্তিত্বে বিলীন করিয়া দিয়া, আপনাকে তাহার ভক্ত শিষ্য বলিয়া প্রখ্যাপনে, কিম্বা পরকীয় চিন্তা স্বকীয় ভাষায় আচ্ছাদন করিয়া, স্বকীয় বলিয়া প্রকাশে, মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হয় না। গুরুদেবের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাকে আপনার শক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে কাটিয়া ছাঁটিয়া লওয়া, এবং পরকীয় জিনিষকে তথা স্বীকার করিয়া, আপনার জ্ঞান-তুলিকা দ্বারা তাহাকে নূতন আলো ও ছায়ায় ভূষিত করিয়া, জগৎসমক্ষে বাহির করা—মানুষের মত কাজ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্য বর্ত্তমান সময়ে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, নূতন আবিষ্কার করা এখন এক প্রকার অসম্ভব। এখন, হয় পরকীয়

রাজ্যে বাস করিতে হইবে—নয়, তথায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পূর্ব্বজ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ জগৎকে যে দান দিয়া গিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই বর্ত্তমান কর্ম্মীপুরুষকে তাহাকে নূতন রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া, নূতন আলোকে ভূষিত করিয়া, নূতন ভাবে গঠিত করিয়া পুনর্ব্বার দান করিতে হইবে। তাঁহারা যে পন্থা আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সহজতর পন্থা আবিষ্কার করিয়া অথবা তাঁহারা যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই সীমা বিস্তৃত করিয়া, এখন আত্মপ্রতিভার স্মারক-চিহ্ন রাখিতে হইবে।

কিয়ৎ পরিমাণে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। যিনি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করেন, যিনি কর্ম্মজ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের উপর সেই জ্ঞানের আলোক পাতিত করিতে পারেন, তিনি নিশ্চিত সেই বিষয়ে,—ইহা পূর্ব্বে যতই অধীত ও আলোচিত হইয়া থাকে না কেন,—অল্পবিস্তর নূতন ভাব, নূতন ধারণার অবতারণা করিতে পারিবেন। বৃহৎ বিষয়ে যেমন, ক্ষুদ্র বিষয়েও ইহা তেমনি সত্য। বৃক্ষ হইতে ফল পতন, নিউটনের পূর্ব্বে সকলেই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কেহ এ বিষয়ে চিন্তা করেন নাই—ফল কেন পড়ে, উর্দ্ধে না উঠিয়া, কেন অধোগামী হয় ইত্যাদি বিষয়ে কেহ মনঃসংযোগ করেন নাই। তাই, এই সর্ব্বাভিজ্ঞতার ব্যাপারেও, স্বাধীন চিন্তার বলে, নিউটন্ এক মহা নৈসর্গিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম—গীতারই ধর্ম্ম; রাজা রামমোহনের

পূর্ব্বে ও সমসময়ে অনেকেই ইহা পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন ইহা সুচিন্তিতভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বন্ধনা-সহিষ্ণু মানব-মন সকল বিষয়েই বন্ধনমুক্ত হইতে চায়; বিশেষতঃ, সমাজে তখন মহা বিপ্লব উপস্থিত;—খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই দিয়া, বাঙ্গালী তখন আহার-বিহারে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মবর্জ্জন করিতেছিল। চিন্তাশীল রামমোহন বুঝিলেন, এই আত্মবিসর্জ্জন-লিপ্সু বাঙ্গালীদিগকে স্বদেশের দিকে টানিয়া রাখিতে হইবে; কিন্তু পশু-বলে কি প্রচলিত সামাজিক বলে ইহাদের গতিরোধ করা সম্পূর্ণই অসম্ভব। তখন তিনি সর্ব্বাধীত গীতা হইতেই, এমন সহজ ও সদুপায় আবিষ্কার করিয়া বসিলেন যে, তাহাতে উভয় কূলই রক্ষাপ্রাপ্ত হইল। এ ত' হইল বৃহৎ-বিষয়ের বৃহৎ কথা। আমাদের দৈনিক জীবনের ঘটনাবলী সুচালিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলেও অনেক মৌলিক চিন্তা আবশ্যক হয়। যাহারা ইহা করেন, তাহারা সম্পদের সময় সম্পদ্ বৃদ্ধি এবং বিপদের সময় তাহা সহজে অতিক্রম করেন; আর যাহারা ইহা করেন না, তাহারা অনেক অসুবিধা ও অশান্তি ভোগ করিয়া থাকেন।

আত্মসম্মান-বোধ।

এই স্বাধীন চিন্তার মূলে—এই আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনার ভিত্তিতে—আত্মসম্মান-বোধ। অন্য সকলের মত আমিও একজন কর্ম্মেন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয়ান্বিত পুরুষ, তাহাদের মত কার্য্য করিবার শক্তি আমারও আছে; তাহারা যাহা করিয়াছেন এবং করিতে

ছেন, আমিও তাহা করিতে পারি—এই জ্ঞান ও বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ সাহসের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারে না; বাধ্য হইয়া অগ্রসর হইলেও, পর-নির্ভর হইয়া চলিতে থাকে; এবং যেখানে ও যে মুহূর্ত্তে অন্যের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়, সেখানে ও সেই মুহূর্ত্তে বিপন্ন হইয়া অথবা কলঙ্ককালিমা মাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। যাহাদের আত্মসম্মান-বোধ নাই—অন্যের উপহাস ও উপেক্ষায প্রাণে যাহারা আঘাত বোধ করে না,—তাহারা কোন মহৎ কার্য্য দূরের কথা, দৈনন্দিন কর্ত্তব্য ও সম্পাদন করিতে পারে না। ইহারা, সহজ পথে যতটুকু হয়, চলিতে পারে—পথ একটু আঁকা-বাঁকা হইলেই, অথবা কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলেই, 'জড়দগব' হইয়া, ভগবানের নাম স্মরণ করিতে থাকে, আত্মীয়-স্বজনকে আহ্বান করে—এবং এমন কি উপহাসকারী প্রতিবেশীর ও কৃপাপ্রার্থী হয। নিজের উপব বিশ্বাস নাই—কখনো নিজের মস্তিষ্ক চালনা করে নাই;—বিপদে পতিত হইযা ইহারা স্বমস্তিষ্কেব কথাটি পর্য্যন্ত ভুলিযা যায়; এবং পরশক্তিলাভের ভরসায চক্ষু মুদ্রিত করিযা বসিয়া থাকে। বিপদ্ ইহাদিগকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়। এই আত্মসম্মান-বোধের অভাবেই আমাদের দেশে আজকাল এত বৈরাগী ভিক্ষুক; বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, উচ্চউপাধিধারী শিক্ষানবীশ ও কেরাণী; একজনের স্কন্ধ-চাপা দশজন! উন্নতিলাভ করিতে হইলে নিজকে নিজে সম্মান করিতে হইবে,—পরের গলগ্রহ হইতে, পরপদাঙ্কিত পথে সর্ব্বথা চলিতে, ঘৃণা বোধ করিতে হইবে।

অহঙ্কার

কিন্তু আত্মসম্মানের সীমা আছে—ইহার একদিকে আত্ম-অনাদর, অপর দিকে আত্মম্ভরিতা বা অহঙ্কার। এই উভয় সীমার মধ্যে চলিতে হইবে। আত্মজ্ঞানের অভাবে এই সীমা রক্ষা করিয়া চলিতে পারা যায় না। উভয়সীমার বহির্দ্দেশেই,—আত্ম-অনাদর ও অহঙ্কারের রাজ্যে,—বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিপদের বীজ ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে থাকে। আত্মসম্মানের সীমা অতিক্রম করিয়া ইহাদের যে কোন রাজ্যে পদার্পণ করিলেই বিপৎ-পাত অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। বহু লইয়া জগৎ; একেবারে অন্যের সম্বন্ধ ছিন্ন করা যায় না। আর কিছু না হউক, অপরের অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, কিছুতেই চলিতে পারে না। তাহারা কখন কি ভাবে কার্য্য কবিযা কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা জানিলে অনেক অসুবিধার হস্ত এড়াইতে পারা যায় এবং আরব্ধ কার্য্যও সহজে সম্পন্ন করা যায়। অন্যের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্যের আবশ্যক নাই—তাহাদের বুদ্ধিবিবেচনায় আমার কোনো প্রযোজন নাই; সমগ্র জগতের লোক যাহা করিয়াছে, আমি একাই তাহা করিতে পারি—এইরূপ ধারণা অশুভ; ইহার নাম অহঙ্কার। অহঙ্কারীর দ্বিবিধ অসুবিধা—একদিকে আত্মম্ভরিতা-ত্যক্ত প্রতিবেশী বিপদের সময় সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হয়—বরং বিপন্ন দেখিলেই একটু সুখবোধ করিযা থাকে। অপরদিকে আত্ম-শক্তি ও আত্ম-বিবেচনার উপর অগাধ বিশ্বাস থাকাতে, অহঙ্কারী সর্ব্বদাঃ

সতর্কভাবে চলিতে পারে না। প্রতি পদক্ষেপেই ইহার বিপদে পতিত হইবার আশঙ্কা আছে। অহঙ্কারী আপনাকে চক্ষুষ্মান্ ভাবিলেও, অনেক সময়ই অন্ধের মত কার্য্য করিয়া থাকে; অন্য-প্রদর্শিত আলোকে বিচরণ করিতে ঘৃণাবোধ করিয়া, এবং স্বীয় জ্ঞানালোকের অভাবে, অনেক সময়ই সে 'হুঁছট্' খাইয়া থাকে। আমি কিছু নই এবং আমি খুব বড একটা কিছু—এই ধারণাদ্বয়ের কোনটিই ভাল নহে। অন্যের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করা যেমন, অন্যকে সর্ব্বথা বর্জ্জন করাও তেমন, সফলতা লাভের বিষম পরিপন্থী। সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা অপরের সাহায্য লইতে গেলে চলে না—মাতৃ-অঙ্কের শিশু চিরকাল মাতৃ-অঙ্কে প্রতিপালিত হইতে পারে না। আবার মাতৃ-অঙ্ক একেবারে ও বর্জ্জন করা যায় না। হাটিতে শিখিবার পূর্ব্বে মাতৃ-ক্রোড় ত্যাগ করিলে, জীবনরক্ষা করাই কঠিন হইয়া পড়ে। অপরের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে; আবশ্যকমত, সময়-সময় তাহাদের শক্তি-সামর্থ্য, বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে— কিন্তু স্বকীয় প্রয়োজনানুসারে ইহাদিগকে কাটিয়া ছাঁটিয়া নূতন করিয়া লইতে হইবে। জগতে যাঁহারা কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এভাবেই করিয়াছেন। বেকন্, গ্যালিলিও, আর্কিমিডিস্ প্রভৃতিকে ধরিয়া নিউটন্; এ্যারিস্টট্‌ল্, প্লেটো, ডেকার্ট, লাইব্‌নিট্‌জ্ প্রভৃতির পরে ক্যাণ্ট্; রথস্‌চাইল্ড্, স্যামুয়েলগার্ণি, এষ্টর ব্রাসি প্রভৃতির সহায়তা লইয়াই কার্ণেগি।

আত্মজ্ঞান।

অহঙ্কারের রাজ্যে পদার্পণ না করিয়া অথবা আত্ম-অনাদরের দেশে গুঁড়ি না মারিয়া, স্বাধীনভাবে উন্নতমস্তকে, সম্পদে উল্লসিত কি বিপদে অধীর না হইয়া, আত্ম-সম্মানের রাজ্যে বিচরণ করিতে হইলে, আত্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন। আত্মজ্ঞানের অভাবে মানুষ নিজকে যথার্থভাবে সম্মান করিতে পারে না।— হয়, অন্যায়ভাবে আপনাকে ঈশ্বরত্বে বরিত করিয়া লয়, নতুবা আপনাকে অযথা ছোট মনে করিয়া, সর্ব্বদা আশঙ্কা ও উদ্বেগে কালযাপন করে। আত্মজ্ঞান—স্বকীয় শক্তিসামর্থ্য, রুচিপ্রবৃত্তি, বুদ্ধিবিবেচনা যথার্থরূপে জানা—সিদ্ধিলাভের একটি প্রধান সোপান। আমাকে যদি আমি জানি, তবে কখনো আমি, ক্ষমতাতিরিক্ত কার্য্যে আপনাকে সক্ষম মনে করি না, এবং ক্ষমতা-সাধ্য কার্য্য হইতেও দূরে রাখি না। জীবনের উদ্দেশ্য নিরূপণে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মজ্ঞান অনুপেক্ষণীয় রূপে আবশ্যক। স্বকীয় রুচি প্রবৃত্তি উপেক্ষা করিয়া, উদ্দেশ্য নিরূপণ করিলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। আবার আত্মজ্ঞান থাকিলে, পরের উপেক্ষা-অনাদর, নিরুৎসাহ বচন, ঠাট্টা পরিহাস, কিছুই কর্ত্তাকে নিরুদ্যম ও নিস্তেজ করিতে পারে না। অনেক সময়, আমরা, আপনাদিগকে জানিতে পারি না বলিয়াই, প্রতিবেশীর উপহাস ও পরিহাসে অনেক সাধ্য সৎকর্ম্ম হইতে বিরত থাকি; লোক-নিন্দার ভয়ে অনেক যোগ্য ব্যক্তি অনেক সৎকার্য্য হইতে দূরে থাকেন। আবার এই আত্মজ্ঞানের অভাবেই, অহঙ্কারে

মত্ত হইয়া মানুষ অসাধ্যকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া কত অবমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। এই উভয়শ্রেণীর বিপদ্ নিরাকরণের জন্য অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্মজ্ঞান ও আত্মসম্মান-বোধ লাভ করা আবশ্যক। নিজের ওজন বুঝিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, নিন্দা, বিদ্রূপ, গ্লানি, তীব্র সমালোচনা—কিছুই মানুষকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে পারে না। আমাদের মধুসূদন দত্ত যখন, প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের অবতারণা করিয়া "মেঘনাদবধ" লিখিয়াছিলেন; ইংরেজ কবি মিল্টন্ এবং ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ যখন "প্যারেডাইজ্ লষ্ট" লিখিতে ও প্রকৃতি পূজা করিতে আরম্ভ করেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে কত বিদ্রূপ, তীব্র শ্লেষ, নিরাশার বাণী, অজস্রধারে তাঁহাদের উপর না বর্ষিত হইয়াছিল! এই তীব্রস্রোতে আত্ম-জ্ঞানহীন ব্যক্তির সংকল্প কোথায় ভাসিয়া যাইত! কিন্তু ইহাঁরা প্রত্যেকেই স্বকীয় শক্তিসামর্থ্যের পরিমাণ জানিতেন বলিয়াই, সকল বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া, ধীর গম্ভীর ভাবে কর্ত্তব্যপথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ তাই তাঁহাদের বিজয়-দুন্দুভি জগন্ময় শ্রুত হইতেছে। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন তাহার কি তীব্র ও লজ্জাস্কর প্রতিবাদই না উত্থাপিত হইয়াছিল! কিন্তু তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা ছিল, ও সমাজের এবং বাল-বিধবার মর্ম্মাহত জনক-জননীর ভাষাহীন প্রকৃত বেদনার ভারে তিনি আঘাত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া, আজ তাঁহার নামে অক শির আপনা হইতেই নত হইয়া আসিতেছে।

আত্মসহায়তা।

এই মহোপকারী আত্মজ্ঞান-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা আত্ম-সহায়তা। আবার, এই আত্মসহায়তা আত্মজ্ঞানজ আত্মসম্মান-বোধ দ্বারা পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। আত্মসহায়তার অর্থ নিজকে নিজে সাহায্য করা, অর্থাৎ পরানুগ্রহপ্রার্থী না হইয়া নিজের চিন্তা, বুদ্ধি ও কার্য্যকরী শক্তি প্রয়োগ করা। সাধারণতঃ, অন্নবস্ত্রের জন্য যেমন, বুদ্ধি-বিবেচনার জন্যও আমরা তেমন পরমুখাপেক্ষী। স্বাধীনভাবে বিচার-পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ কি কর্ত্তব্যসম্পাদনের পন্থা নিরূপণ আমরা অতি অল্প সময়ই করিয়া থাকি—এবং এমন কার্য্য অতি অল্পই আছে যাহা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারি। আত্মসম্মানের অভাবই ইহার প্রধান কারণ—পরের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে, অপরের বিন্দু-বিন্দু কৃপাকণা ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে আমরা ঘৃণা বোধ করি না বলিয়াই, সহস্র লাঞ্ছনা-গঞ্জনা উপেক্ষা করিয়া, শত শত অসুবিধা ভোগ করিয়াও আমরা, স্রোতে শেহলার মত, ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতে থাকি। এই জন্যই আমাদের দেশে "বড়লোকের" এত অভাব। বড় হইতে হইলে, পরমুখাপেক্ষিতা বর্জ্জন করিতে হইবে। যাঁহারা বড় হইয়াছেন, তাঁহারা স্বচিন্তা ও স্বশক্তির চালনা দ্বারাই হইয়াছেন।

বাঙ্গালী মহাজন মৃত পার্ব্বতীচরণ রায় একজন কর্ম্মী পুরুষ। আত্মজ্ঞান, আত্ম-সম্মান-বোধ ও আত্ম-সহায়তার শক্তি

তাঁহার অসাধারণ ছিল। অতি দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্তের অভাবে, প্রথম জীবন, ইনি অতি "জড়-ভরতের" মত যাপন করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়ার পরিচারিকা একদিন তাঁহাকে কোন নীচ কর্ম্ম সম্পাদনের আজ্ঞা করিলে, নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া অসহায় পার্ব্বতীচরণ ভ্রাতৃবধূকে দাসীর বে-আদবির কথা পরিজ্ঞাত করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে উক্ত রমণী পরিচারিকার পক্ষ সমর্থন করিয়া, দেবরকে বলিলেন "কেবল ব'সে ব'সে খাচ্ছো বই ত' নয়; কাজটা করিলেই বা।" ভ্রাতৃবধূর কথায় তাঁহার আত্মসম্মানে আঘাত পড়িল,—লুপ্তশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল—এবং পরমুখাপেক্ষী হইয়া আর জীবন-ধারণ করিবেন না, সংকল্প করিয়া, অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবক পার্ব্বতীচরণ কলিকাতায় আসিয়া কর্ম্মমঞ্চে অবতরণ করিলেন। নিঃস্ব, নিরক্ষর ও সহায়সম্পদহীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভর, আত্মসহায় হইলেন :—আঘাতে আঘাতে আত্মজ্ঞান জন্মিতে লাগিল; নিজের ওজন বুঝিয়া তিনি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে দালাল পার্ব্বতীচরণ মহাজন পার্ব্বতী রায় হইলেন। এইভাবে একজন নিরন্ন পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তি, মৃত্যুকালে শত-শত লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া, ক্রোর-পতি হইয়া সংসার হইতে বিদায় লইয়াছিলেন।

আমাদের সাহিত্যিক-শিরোমণি দীনেশচন্দ্র সেনও ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। ভীষণ দারিদ্র্যান্ধকারে আমস্তক নিমজ্জিত হইয়াও, দিগ্‌ভ্রান্ত না হইয়া, আত্মশক্তি এবং রুচি যথাযথ ওজন-

পূর্ব্বক যদি কেহ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া থাকেন, তবে তাহা দীনেশ বাবু করিয়াছেন। অভাবের দারুণ তাড়নাসত্ত্বেও কখনো তিনি উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইতে ইচ্ছা করেন নাই। আপনার শক্তি ও প্রবৃত্তি তিনি যথার্থ বুঝিয়াছিলেন; সেই বোধ হইতে তাঁহার হৃদয় আত্মসম্মানে পূর্ণ হইয়াছিল; এবং তাই অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরের দ্বারস্থ না হইয়া, সকল অভাব এবং অসুবিধা উপেক্ষাপূর্ব্বক অক্লান্তমনে তিনি মাতৃ-ভাষার পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হইয়াছেন; আর তাঁহার একনিষ্ঠত্ব ও আত্মাবলম্বনের পুরস্কার স্বরূপ, স্বপত্নীপুত্র হইলেও, মা কমলা আজ তাঁহার উপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

যাহারা আত্মবিবেচনা ও আত্মশক্তির চালনা না করিয়া, অদৃষ্ট কি আত্মীয়স্বজনের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া, আকাশ হইতে বারিবিন্দু পতনের মত, স্বর্গ হইতে সৌভাগ্য পতনের আশা করেন, তাহারা অত্যন্ত ভ্রান্ত। এভাবে কত মূল্যবান্ জীবন যে নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কার্য্য করা জগতের রীতি—বিধাতার আদেশ। এই রীতি উল্লঙ্ঘন করিলে, সৌভাগ্য লাভ করা যায় না। আত্মীয়স্বজন আসিয়া সাহায্য করেন, কি অদৃষ্ট অনুকূলতা করে, সে অতি উত্তম কথা। কিন্তু ইহাদের ভরসা না করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে নিঃসহায় ও অবলম্বনহীন মনে করিয়া, আপনার শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক, অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা সফলতা লাভের আশা,

নদীতে অবতরণ না করিয়া সন্তরণ-পটু হইবার আশা করার মত বাতুলতা মাত্র হইবে।

"আমি খুব একজন বড় লোক হইব" এমন সংকল্প অতি অল্প লোকই ন্যায্যভাবে করিতে পারেন; কিন্তু মনুষ্যমাত্রই এরূপ সংকল্প ও আশা করিতে পারেন যে, আমি অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। যাঁহারা পরিণামে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা, অধিক সংখ্যকই, প্রথমে অতি উচ্চ সংকল্প না করিয়া, সুধু আত্মনির্ভর হইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, শক্তির এবং জ্ঞানের বিকাশ ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হইতে উচ্চতর সংকল্প করিয়া, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে ইহাঁরা আরোহণ করিয়াছিলেন। যিনি জানেন যে, তিনি সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও নিরবলম্ব, তিনি সর্ব্বদা আপনার সুযোগান্বেষণ করিয়া ও বাধাবিঘ্ন অতিক্রমের চেষ্টা করিয়া, দৃষ্টিশক্তির সতর্কতা ও কার্য্যকরী শক্তির পরিমাণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; অসুবিধা ও দুর্য্যোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে আত্মশক্তির পরিমাণ করিতে শিখেন এবং স্বকীয় সবলতা ও দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া সতর্কভাবে কার্য্য করিতে ও দুর্ব্বলতা দূরীকৃত করিতে যত্নবান্ হন। এইভাবে আত্মসহায়তা হইতে আত্মজ্ঞান জন্মে।

আত্মবিশ্বাস।

আত্মজ্ঞান জন্মিলেই আত্মবিশ্বাস আসে। আত্মবিশ্বাস, কর্ম্মী পুরুষের পক্ষে, জগতের প্রলোভন, উপেক্ষা, অনাদর,

ভ্রূকুটী প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ। অযথা প্রশংসা, অযথা নিন্দাগ্লানি উভয়ই সিদ্ধিলাভের পথে ভীষণ কণ্টকস্বরূপ। আত্মদোষ দর্শন এবং যথার্থভাবে আত্ম গুণের পরিমাণ করিতে মানুষ প্রায়শঃই অক্ষম। অলস চিন্তার সময় মনে হয়, কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিলে, বার্ক, গ্ল্যাড্‌ষ্টোন, নেপোলিয়ন, নিউটন, ক্যাণ্ট্, সেক্সপিয়ার, রথস্‌চাইল্ড ইহাঁদের প্রত্যেকেরই আমি সমকক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারি। আপনাকে কেহ ছোট মনে করে না। সাধারণতঃ, অন্ধ ভালবাসার অধীন আত্মীয়স্বজনও আমাকে অসাধারণশক্তিসম্পন্ন মনে করেন। অনেক সময় এই আত্মগৌরবেও আত্মীয়ের প্রশংসাত্মক উত্তেজনায় যুবক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারে না—কখনো শিক্ষক, কখনো রাজনৈতিক, কখনো বক্তা, কখনো ব্যবসায়ী হইতে সংকল্প করে। যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তবে সংকল্পের এমন চঞ্চলতা জন্মিতে পারে না; প্রশংসা ও স্তোত্রে ভুলিয়া তবে কেহ সাধ্যাতীত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না; এবং একবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, কোন বিপৎ-পাত কি গঞ্জনালাঞ্ছনা, বিদ্রূপ পরিহাস কিছুই আত্মজ্ঞানী ও আত্মবিশ্বাসী সাধককে, লক্ষ্যভ্রষ্ট ও কর্ত্তব্যপালনে শিথিলসংকল্প করিতে পারে না। আমাদের দেশে এত যে ব্যর্থজীবন দৃষ্ট হয়, আত্মজ্ঞানের অভাব ও আত্ম-বিশ্বাসহীনতাই তাহার মূলকারণ। কেহ অবস্থাচক্রে পতিত হইয়া, কেহ আত্মীয়ের প্ররোচনায়, অপরে আত্মপ্রতারিত হইয়া রুচি ও শক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার কেহ

লাখ্য কার্য্য গ্রহণ করিয়াও, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন হওয়াতে, কোন অসুবিধা ভোগ করিয়া অথবা কাহারও নিন্দা ও গ্লানিতে সঙ্কুচিত হইয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া পড়ে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, পরনিন্দা ও পর-সমালোচনার বিষম বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত হইয়া মনুষ্য কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আত্মবিশ্বাসহীনতাই ইহার প্রধান কারণ। আমি যে কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, আমার নিজের যদি গভীর ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তাহা আমার সাধ্যায়ত্ত, তবে পরের কোন কথায় কি আর আমি কখনো পশ্চাৎপদ হই ? খাইলে পেট ভরে—এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই, লক্ষ লোক একমত হইয়া পেট ভরিবে না বলিলেও, আমি অনাহারী থাকি না। আত্মবিশ্বাস ব্যতীত ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন কার্য্যই করিয়া উঠিতে পারা যায় না। কার্য্যের প্রথম অবস্থায় অনেক দুর্য্যোগ ভোগ করিতে হয়; বিপদ্ প্রেরণ করিয়া করিয়া ভগবান্ মানুষকে শিক্ষিত ও দৃঢ়-সংকল্প করিতে থাকেন। আত্মবিশ্বাস না থাকিলে কেহই এই পরীক্ষার অবস্থা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে না। নিজের উপর নিজের আস্থা না থাকিলেই পর-নিন্দার শৈত্যে মানুষ কুঞ্চিত হইয়া পড়ে। আবার, আস্থা থাকিলে, এই নিন্দা-পরিহাসে বরং দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিয়া সে এই নিন্দা-তিরস্কারের অযথাত্ব প্রতিপাদন করিতে চাহে। আত্মবিশ্বাস-হীনতার জন্যই দুইটি কবিতা লিখিয়াই অনেকের কবিত্ব-শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়; পাঁচ টাকা লোকসান দিয়াই অনেক মহাজন

পরের মুহুরিগিরি অবলম্বন করে এবং অনেক দেশহিতৈষী উজান বাহিতে আরম্ভ করেন!

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী ডিজ্‌রেইলী আত্মবিশ্বাসের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি। যখন তিনি হাউস্ অব্ কমন্সে প্রথম বক্তৃতা করেন, তখন তাঁহার অক্ষমতায়, সভাগৃহের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, উপহাস ও বিদ্রূপের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সাধারণ ব্যক্তি হইলে, নিজের শক্তিসামর্থ্যের জ্ঞান না থাকিলে, সেখানেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের যবনিকা পতন হইত। কিন্তু নিজের উপর ডিজ্‌রেইলির অগাধ বিশ্বাস ছিল—এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তি তাঁহার আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি এতটুকুও অপ্রতিভ না হইয়া, ধীর গম্ভীরভাবে বিরাট্ সভার সমক্ষে তৎক্ষণাৎ জ্ঞাপন করিলেন, "আজ তোমরা আমাকে পরিহাস করিতেছ, কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও, এমন দিন অবশ্যই হইবে, যখন তোমরা আমার বক্তৃতা সানন্দে শ্রবণ করিবে।" কি অপূর্ব্ব আত্মবিশ্বাস! পরিণামে এই উপহসিত ডিজ্‌রেইলীই ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদে বরিত হইয়াছিলেন—সমগ্র ইংলণ্ড তখন তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত! ভুবন-বিজয়ী নেপোলিয়ন বাল্যকালেই অপূর্ব্ব আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন। শিক্ষক একটি অঙ্ক কষিতে দিয়াছিলেন; শ্রেণীর কোন বালকই করিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আত্মবিশ্বাসী নেপোলিয়ন বলিলেন "আমি নিশ্চয়ই ইহা সমাধান করিব।" একটি কক্ষের

দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অনাহারে ৭২ ঘণ্টা অক্লান্ত খাটিয়া তিনি প্রকৃত উত্তর বাহির করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে শরীরের রক্ত জল করিতে কি অজস্র অর্থ জলের মত ব্যয় করিতে যিনি তিলমাত্রও কুণ্ঠিত ছিলেন না; এবং যাঁহার তীব্র ও কার্য্যকরী উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া বঙ্গবাসী আপনার অতীত গৌরব-গাথার দিকে প্রথম চাহিতে শিখিয়াছিল, সেই যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু একজন অতুল আত্ম-বিশ্বাসবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অতীব সাধু, এবং সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া উঠিবার মত শক্তিসামর্থ্যও তাঁহার আছে; তাই সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা ও দুর্য্যোগ উপেক্ষা করিয়া তিনি আপন গন্তব্যপথে দৃঢ় পদক্ষেপে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সহিষ্ণুতা—অধ্যবসায়।

অসুবিধা ও দুর্য্যোগই মহত্ত্বের প্রধান উপাদান এবং অধ্যবসায় সিদ্ধি-লাভের প্রধানতম অস্ত্র। আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার জনক ও পোষক। রবার্ট ব্রুস্ যে স্বদেশের দাসত্ব-শৃঙ্খল মুক্ত করিতে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইয়াও, প্রত্যেকবার দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অধ্যবসায়; এবং তাঁহার এই অধ্যবসায়ের ভিত্তি তাঁহার গভীর ও অটল আত্ম-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল—একবারে হউক, দু'বারে হউক, আর দশবারেই হউক, তাঁহার শক্তির জয় একদিন না একদিন হইবেই হইবে। এই প্রকার আত্মবিশ্বাস ও

অধ্যবসায় ব্যতীত, কোন মহৎকার্য্য সাধন, কোন সিদ্ধিলাভই, হইতে পারে না। প্রতি পদবিক্ষেপেই অসুবিধা ও বিপদ্ আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া অভিভূত করিতে চাহিবে; কারণ ইহারা মহত্বের পরিপোষক খাদ্য। অভ্রভেদী মহীরুহ, বরফ-বিমণ্ডিত, কুয়াশাচ্ছন্ন, ঝটিকাবিত্রস্ত কঠিন পর্ব্বত-গাত্র ভেদ করিয়াই জাত ও বর্দ্ধিত হয়; কোমল মৃত্তিকায় সবল ও পুষ্ট বৃক্ষ অতি অল্পই জন্মিয়া থাকে। বিপদের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্য্যোগকে সুযোগে পরিণত করিতে যাইয়া—শক্তি পুষ্ট হয় ও ক্ষিপ্রত্ব লাভ করে। উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে, তাহার পরিপন্থী দুর্য্যোগ ও অসুবিধা ততই বলবান্ ও দুষ্পরিহার্য্য হইবে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, এই নিয়মাধীন হইয়াই করিতে হইবে।

হাউস্ অব্ কমন্সে প্রথম বক্তৃতা করিবার সময়, লর্ড বীকন্সফিল্ড কেবল পরিহাস ও বিদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের বলে, তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইয়াছিলেন না। গভীর আত্মজ্ঞানের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অকম্পিত কণ্ঠে তিনি মহতী সভার সমক্ষে তখন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, "অনেক বিষয়েই আমি বহুবার আরম্ভ করিয়া তবে কৃতকার্য্য হইয়াছি। এবার এখন আমি বসিতেছি সত্য—কিন্তু এমন সময় নিশ্চয়ই আসিবে, যখন তোমরা আমার কথা শুনিবেই।" পরিহাসের মুখে, যে আত্মবিশ্বাস হইতে তিনি একথা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে শুনাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই

বিশ্বাস-প্রসূত অধ্যবসায়ই পরিণামে তাঁহার এই উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়াছিল।

সিদ্ধমহাপুরুষদিগের জীবনী উপন্যাসের পক্ষেও উপন্যাস। আজ যাঁহাকে আমরা সিদ্ধি-শৈলের উচ্চতম শিখরে জ্যোৎস্না-ধবলিত কুসুমাসনে সুখে উপবিষ্ট দেখিতেছি; যাঁহার যশঃ-সৌরভে মর্ত্ত্যবাসী বিভোর, যাঁহার বুদ্ধিমত্তার নিকট দেবগুরু বৃহস্পতিও গণ্ডমূর্খ—কত বিপদের ঝটিকাই না তাঁহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল; কত নৈরাশ্যের ঘন-অন্ধকারই না তাঁহাকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কত অসুবিধা ও দুর্য্যোগ লইয়া ব্যায়াম করিয়াই না তিনি মানসিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষম করিয়াছিলেন!

আজ কৌলিন্য-প্রথার ন্যক্কারজনকত্ব ও বীভৎস-ভাব একপ্রকার লুপ্তপ্রায়। ইহার কারণ বীর রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। সমাজ তাঁহাকে "একঘরে" করিয়াছিল; পথে বাহির হইলে কত নির্ম্মম পাষণ্ড তাঁহার পবিত্র অঙ্গে নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিত; কত বদ্‌মায়েস্ কত পাশবিকভাবে তাঁহাকে নির্য্যাতিত করিয়াছে। কিন্তু দৃঢ়-সংকল্প মহাপুরুষের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। উদ্দেশ্যের সাধুত্বে ও আত্মশক্তিতে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল—ফলাফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে কর্ত্তব্যপথে চলিয়াছিলেন। এতদিনে তাঁহার চেষ্টার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে; কৃতজ্ঞ কুলীন আজ তাঁহার স্মৃতি পূজা করিতেছে।

মহাপুরুষদিগের জীবনী পাঠ করিলে দেখা যায়, তাঁহাদের প্রথম জীবন শুধুই দুর্য্যোগময়।—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের উপেক্ষা ও অনুৎসাহ, অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপৎপাত, পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য্যতা ও নিন্দাগ্লানি ই কেবল তাঁহারা ভোগ করিয়াছেন; এমনো দু'এক মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে, যখন তাঁহারা নৈরাশ্য ও মর্ম্মঘাতনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এ নৈরাশ্য ক্ষণস্থায়ী—দৈব অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার বলে, তাঁহারা পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন। আমেরিকার বর্ত্তমান ক্রোরপতি পুস্তকপ্রচারকদিগের মধ্যে এমন একজন আছেন, যাঁহার জীবন অধ্যবসায়ের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি। প্রতিবৎসরই হিসাব-নিকাশান্তে তিনি বিমূঢ়ভাবে দেখিতে পাইতেন যে, যদিও একাকী তিনি দুইটি সক্ষম পুরুষের সমান পরিশ্রম করিয়াছেন, তথাপি আয় তাঁহার একটি কপর্দ্দকও হইতেছে না, বরং কিছু কিছু 'ঘাটতি'ই হইয়াছে। তদুপরি সংসারে আবার তিনি একাকী নহেন—বৃহৎ একটি পরিবার প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত। অতিমাত্র আত্মবিশ্বাসী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন না হইলে, এমত অবস্থায় কখনই তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিতেন না। বিমর্ষ চিত্তে গৃহে পাইচারি করিতে করিতে তিনি ভাবিতেন, "বেশ ত। সমস্তখানি উৎসাহ ও শক্তি লইয়া এতটা পরিশ্রম করে কি না কি বৎসরের শেষেই দেখ্‌ছি যে একটি পয়সাও আয় হ'চ্চে না, বরং লোকসানই হ'চ্চে।—কিন্তু ফিরবো না; এগিয়েছি যখন, তখন শেষ

পর্য্যন্ত দেখবোই। পরিশ্রমে ত্রুটী করবো না; তার পরে বা হয়, হ'বে"। এইভাবে দশটি বৎসর কাটাইয়া, শেষে তিনি আলোক-রেখা দেখিতে পাইলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি যে শিক্ষা, শক্তি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইল। বিন্দু-বিন্দু বারি-পতনে কঠিন প্রস্তরও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাঁহার যত্ন, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে, তাঁহার অদৃষ্টের উপর যে ভীষণ প্রস্তর স্থাপিত ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল; ব্যবসায় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল। এখন তাহাতে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন হইতেছে।

সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়ের অভাবেই জগতে এত ব্যর্থ জীবন দৃষ্ট হয়; বড় হইতে, সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে, সকলেই ইচ্ছুক; কিন্তু কয়জন তাহার মূল্য দিতে প্রস্তুত? অধিকাংশই একটি বিষয়ে তৃপ্ত নহে—'লাগিয়া থাকিতে' পারে না; দু'একটি আঘাতের পরই বিষয়ান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু হয়তঃ আর একটু "লাগিয়া" থাকিলেই ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাদের উপর প্রসন্ন হইতেন। এই "আর একটু লাগিয়া থাকিতে" হইবেই—প্রসন্নচিত্তে, ধীর-গম্ভীরভাবে সকল বিপদাপদ্ সহ্য করিতে হইবে। তবেই দু'দিনে হউক, আর দশদিন পরে হউক্ উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইবেই হইবে।

ফিলাডেল্‌ফিয়ার ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে জন্ স্মিথ্ একটা উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম জীবনের একটি ঘটনা—তাঁহার উন্নতির প্রথম সোপান—যেমন

আমোদজনক তেমনি কৌতুকাবহ ও শিক্ষাপ্রদ। ফিলাডেল্‌ফিয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জিরার্ড নামক একজন সদাশয় ফরাসী ব্যাঙ্কার ছিলেন। একদিন সকালে তিনি ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় জন্ স্মিথ্ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক সাহায্য প্রার্থনা করিল। আগন্তুক জিরার্ডের প্রাসাদ নির্ম্মাণ-কালে মুজুরের কার্য্য করিয়াছিল ও স্বকীয় কার্য্যপটুতার দ্বারা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। জিরার্ড তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহায্য!—অর্থাৎ কাজ চাও তুমি?"

"হাঁ, মশাই; অনেকদিন বেকার ব'সে আছি"।

"বেশ, আমি কিছু কাজ দিচ্ছি—ঐ পাথর গুলো দেখিতেছ?"

"হাঁ, মশাই।"

"তোমায় এই কাজ দিলেম্—তুমি ঐ গুলো আনিয়া এখানে রাখিবে। বুঝিলেত?"

"হাঁ, মশাই।"

"কাজ হ'য়ে গেলে, ব্যাঙ্কে যেয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো"।

সহিষ্ণু অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সঙ্গে স্মিথ্ বেলা ১ ঘটিকার মধ্যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, জিরার্ডের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিল ও অন্য কর্ম্ম প্রার্থনা করিল। জিরার্ড উত্তর করিলেন "বাঃ, বেশ তো! তুমি আরো কাজ চাচ্ছো? উত্তম,

যেখান থেকে ঐ পাথর গুলো আনিয়াছিলে, আবার সেইখানে তাহাদিগকে রাখিয়া আসিবে। বুঝিলেত'—কের নিতে হইবে ?"

"টুঁ" শব্দটি না করিয়া স্মিথ্ আবার এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল ও ইহা সমাপ্ত করিয়া, প্রাপ্য বুঝিয়া লইবার জন্য সন্ধ্যার সময় জিরার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। জিরার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব শেষ করেছ ?"

সেই একই উত্তর—"হাঁ, মশাই।"

"উত্তম কথা—তোমায় কত দিব ?"

"এক ডলার, মশাই।"

"সাধু, সাধু—তুমি অন্যায় চাচ্ছো না। এই তোমার ডলার।"

"আপনার আর কোন কাজ করিতে পারি কি ?

"বেশ—ঘুম থেকে উঠিয়াই কাল সকালে এখানে আসিও—আরো কাজ পাবে।"

প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া, স্মিথ্ জিরার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। পূর্ব্ব দিনের মত জিরার্ড পাথরগুলিকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন। এই কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া যখন স্মিথ্ পুনরায় কর্ম্ম প্রার্থনা করিল, তখন আবার পূর্ব্ব দিনের মত পাথরগুলোকে স্বস্থানে ফিরাইয়া লইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু কোন কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে, সায়ংকাল পর্য্যন্ত সে প্রাপ্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিল। সমাপনান্তে যখন সে জিরার্ডের

সঙ্গে দেখা করিল, তখন এই "আধ-পাগ্‌লা" ব্যাঙ্কার তাহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন :— "আঃ মিষ্টার স্মিথ্, তুমিই আমার মনের মত মানুষ। সমস্তখানি মনপ্রাণ দিয়ে তুমি নিজের কর্ত্তব্যটুকু কর—কোন কাবণ জিজ্ঞাসা কর না, কোনো রকমে কাজের ব্যাঘাত জন্মাও না। তোমার একটি স্ত্রী ?"

"হাঁ, মশাই।"

"আঃ, এটা ভাল নয়; একটি স্ত্রী—ভাল নয়। কোন ছেলেপুলে আছে কি ?"

"হাঁ, মশাই—পাঁচটি জীবিত আছে।"

"পাঁচটি ?—এ বেশ! আমি পাঁচ পছন্দ করি। মিঃ স্মিথ্, তোমাকে আমি পছন্দ কবি। তুমি কাজ করিতে ভালবাস; মন দিয়া তুমি কাজ কর। এখন, তোমার এই পাঁচটি সন্তানের জন্য আমি কিছু করচি; এই পাঁচখানা নোট্ তাদের জন্য নাও; তুমি তাদের জন্য খাট্‌বে—মন দিয়া নিজের কাজ কর্‌বে। আর তোমার সন্তানেরা কখনো পাঁচখানা নোটের অভাবে পড়বে না।"

কৃতজ্ঞতা-রসে স্মিথের হৃদয়-কন্দর পূর্ণ হইয়া গেল। মুখে কথাটিও উচ্চারণ না করিয়া সে গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল—জিরার্ড তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। কর্ম্মবীর স্মিথ, প্রাণপণে, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসাযের সঙ্গে, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে এবং ধীরে ধীরে উন্নতির সোপান উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। অল্প কয়েকটি বৎসরের মধ্যেই তিনি

ফিলাডেল্‌ফিয়ার সম্ভ্রান্ত ধনকুবের মহাজনদিগের মধ্যে একজন হইয়া পড়িলেন।

প্রতিভার নিকট কিছুই অসম্ভব মনে হয় না। লর্ড চ্যাথাম্‌ বলিতেন "অসম্ভাব্য ?—ইহার মস্তকে আমি পদাঘাত করি।" মিরেবো বলিয়াছিলেন, "অসম্ভব ! এই মূর্খ কথাটি আমার নিকট উচ্চারণ করো না।" অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার বলেই জগতের কৃতী পুরুষগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। "ইচ্ছা থাকিলেই পথ হয়"—এই মহোক্তি কর্ম্মীপুরুষের মনে নিত্য নূতন বল ও উৎসাহ সঞ্চার করে।

বিচারশক্তির অনাবিলতা—পরিণামদর্শিতা।

অসহিষ্ণু হইলে সিদ্ধিলাভ সুকঠিন। দুই দশবার আছাড় না পড়িয়া কেহ যে সুদক্ষ অশ্বারোহী হইবেন; দু' চারি বার পতন-বেদনা সহ্য না করিয়া কেহ যে হাটিতে শিখিবেন; পাঁচ সাত বার নিমজ্জিত না হইয়া কেহ যে সন্তরণ-পটু হইবেন—সে সম্ভাবনা অতি অল্প। সাহস ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে প্রথমকার এই দুষ্পরিহার্য্য অকৃতকার্য্যতা সহ্য করিতেই হইবে। শান্ত মস্তিষ্কে তথ্যান্বেষণ করিয়া, অকৃতকার্য্যতার কারণ বাহির করিতে হইবে—ধীর শান্তভাবে বর্ত্তমান ও ভাবী ক্রিয়াসমূহের উপর বুদ্ধি-বৃত্তি নিয়োজিত করিতে হইবে; অর্থাৎ ইহার পরিণাম ফল দেখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে অনুষ্ঠিত কার্য্যটি কর্ত্তার ঠিক শক্তি ও রুচি অনুযায়ী হয় নাই, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া

আরব্ধ সাধ্যাতীত কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক, সাধ্য কার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। আর যদি দেখা যায় যে, আরব্ধ কার্য্যটি প্রকৃতই শক্তিসাধ্য; নির্ব্বাচন-দোষে নহে, অন্য কোন কারণে এই অকৃতকার্য্যতা ঘটিয়াছে কি ঘটিতেছে, তবে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে হইবে, যে ত্রুটির জন্য এই বিফলতা, সেই ত্রুটি সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

কিন্তু বিচার-শক্তিটিকে অনাবিল না রাখিলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করা অসম্ভব। অহঙ্কার এবং আত্মাবমাননায় আমরা আমাদিগকে যথাযথরূপে চিনিতে পারি না। প্রথম-প্রথম খুব উন্নতি লাভ করিযাও, অনেকে পরিণামে অকৃত কার্য্য হইয়া থাকে। উল্লাসে যেমন, বিফলতার বেদনায়ও তেমন, অনেক সময়ই আমরা স্বকীয় দোষগুণ না দেখিয়া, অন্ধভাবে মরণ-পথে চলিতে থাকি, অথবা সিদ্ধি-দ্বারে উপনীত হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই নিরুৎসাহ হইয়া জন্মের মত বসিয়া পড়ি। এই সময়ে বিচার-শক্তিটি যদি সুপবিষ্কৃত থাকে—উল্লাসে কি অবসাদে অধীর না হইয়া যদি আমরা, ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে, প্রথম কৃতকার্য্যতা কি অকৃতকার্য্যতার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারি,—তবে পরিণামে আর আমাদিগকে পরিতাপ করিতে হইবে না। তাহা হইলে অনেক সময়, আমরা আশুলাভজনক কিন্তু ভাবী অশুভ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অথবা আশু-অশুভ কিন্তু ভাবী শুভকার্য্য করিতে থাকিয়া যথা সময়ে সিদ্ধির মন্দিরে পৌঁছিতে পারিব।

সুযোগ দর্শন ও গ্রহণের ক্ষমতা।

আবার প্রত্যেক মনুষ্য-জীবনেই এমন দুই এক মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়,—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই মাহেন্দ্র ক্ষণ সংখ্যায় কি স্থায়ীত্বে বড় বেশী নয়—যখন আরম্ভ করিতে পারিলে, সহজে ও শীঘ্র সুফল পাওয়া যাইতে পারে। বিচার-শক্তিটি যদি সর্ব্বদা সতর্ক ও পরিষ্কৃত থাকে, তবেই এই শুভ মুহূর্ত্ত চিনিতে এবং প্রাণপণে ইহাকে আকড়িয়া ধরিতে পারা যায়। এই সুযোগ বুঝিতে পারিযা এবং ইহাকে কার্য্যে ব্যবহার করিযাই, অনেকে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইযাছিলেন।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাজ্ঞী স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুযোগ চিনিবার এবং চিনিয়া তাহাকে আকডিযা ধরিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। যদি সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে, যখন ইংরেজ কোম্পানীর নিকট বিজীতগণ তখনো সম্পূর্ণ আত্মবিক্রয় করে নাই, তিনি ভারতশাসনভার গ্রহণ করিতেন, তবে ভারতবাসী ইংরেজরাজশক্তির উপর, ইংরেজের সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার উপর, এতটা নির্ভর করিয়া এই সুদীর্ঘকাল নির্ব্বিরোধে কালাতিপাত করিত কি না, সন্দেহের বিষয়। কিন্তু যখন কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার ও অনাচারে উদ্ব্যস্ত ও উত্যক্ত হইয়া শান্তিপ্রিয় ভারতবাসী মনে মনে তাহাদিগের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিল,—না, যখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সিপাহী-বিদ্রোহরূপ বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বালিত

করিযা তাহাতে শান্তি সুখ, ন্যায়ান্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মনের সর্ব্বপ্রকার কোমল ও শ্রেষ্ঠ বৃত্তি উৎসর্গ করিতে লাগিল, এক কথায় 'ইংরেজ' কথাটি যখন ভারতবাসীদিগের কাণে, হিরণ্যকশিপুর কাণে হরিনামের মত, বিষধারা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল, তখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ কবিয়া, তাঁহার সেই অমর ঘোষণা-পত্র দ্বারা শান্তি-স্বচ্ছন্দতা ও আশার বাণী লইযা তিনি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইযাছিলেন বলিযা, মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডদগ্ধ পথিক ছায়াবহুল বটবৃক্ষতলে যেমন শ্রান্ত ও ক্লান্তভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়ে, ভারত-বাসীও তেমন তাঁহার আশা-আশ্বাসশীতল রাজচ্ছত্রতলে সকল স্বাতন্ত্র্য, সকল বিদ্বেষ ভুলিযা ঘুমাইয়া পড়িল—ভাবিল যেন অসুর-দেবের মধ্যস্থলে শান্তি ও নির্ব্বিরোধতার শুভ্র নিশান হাতে করিয়া, স্বয়ং ভগবতী আসিযা "মাভৈঃ মাভৈঃ" শব্দে দাঁড়াইয়াছেন; আর ভয নাই! যে ওযাটাবলুর যুদ্ধাবলম্বন করিযা রথস্চাইল্ড অর্থজগতে উচ্চাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাগ্যে একাধিকবার জুটিত না। তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া,—অনাবিল বুদ্ধিবলে পূর্ব্বেই তিনি চিন্তিত কার্য্যের ফলাফল নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া—যে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ-ভয়ে সহজ-গতি শত শত মহাজন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া-ছিলেন, সেই যুদ্ধাবলম্বন করিয়াই তিনি ক্রোরপতি হইযাছিলেন।

সিদ্ধি যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনো ঘটনাস্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকেন নাই; সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে তাঁহারা একদিকে

যেমন দুর্য্যোগকে সুযোগে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তেমনি অপর দিকে সুযোগ উপস্থিত হইবা মাত্র তাহা দেখিতে এবং দৃঢ় হস্তে ধরিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। মস্তিষ্কের জড়তা কখনো তাঁহাদের হয় নাই ; সর্ব্বদা চালনা করিয়া তাঁহারা বরং বুদ্ধি-বৃত্তিটিকে অতিমাত্র কর্ম্মক্ষম করিয়া লইয়াছেন। সাধারণ যাহা উপেক্ষা করিয়াছে, ইঁহারা সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া, সিদ্ধিমন্দিরের ভিত্তিতে একটি ইষ্টক গ্রথিত করিয়াছেন।

আততায়ীর হস্ত হইতে পলায়ন-পর মহম্মদ একটি গহ্বরে প্রবেশ করিয়া লুক্কায়িত হইয়াছিলেন ; তিনি দেখিয়াছিলেন, ইহার মুখের উপর একটি উর্ণ-নাভ জাল বিস্তার করিতেছে। রক্ষার উপায়ান্তর নাই। ভাবিলেন, শত্রু আসিবার পূর্ব্বে যদি মাকড়সা জালটি সম্পূর্ণ করিতে পারে, তবে হয়তঃ তাহারা ইহাকে অনেক দিনের মনে করিয়া, এখানে তাঁহার অনুসন্ধান না করিতেও পারে। ফলতঃ তাহাই হইল। শত্রু আসিবার পূর্ব্বেই গহ্বর-মুখ উর্ণ-নাভ-জালে আবৃত হইল ; তাহারা মনে করিল, এখানে মহম্মদ লুক্কায়িত থাকিলে, জাল নিশ্চয়ই ছিন্ন থাকিত। অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহারা চলিয়া গেল—মহম্মদও রক্ষা পাইলেন।

স্যার্ ওয়াল্টার স্কট্ স্কুলে পড়িবার সময় একটি সমপাঠীর সঙ্গে কিছুতেই পাঠব্যাপারে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু হঠাৎ একদিন একটি বিষয়ের উপর তাহার লক্ষ্য পড়িল—দেখিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যহই উত্তর দিবার সময় একটি বোতামের উপর

অঙ্গুলি চালনা করিতে থাকে। পরদিবস তিনি তাহার অজ্ঞাতসারে বোতামটি কাটিয়া ফেলিলেন। উত্তর দিবার সময় অভ্যাসানুযায়ী প্রতিদ্বন্দীর অঙ্গুলি যথাস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু বোতাম না পাইয়া বালক বিব্রত হইয়া যথাযথ উত্তর করিতে পারিল না। স্কট্ উপরে গেলেন।

এই যে সুযোগ দর্শনের ও গ্রহণের ক্ষমতা, যাহার উপর সিদ্ধিলাভ অনেক অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, ইহা সহিষ্ণুতা অর্থাৎ আত্মসংযম দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিপদে বিহ্বল হইলে, অথবা পরকীয় সিদ্ধি-দর্শনে সাধন-পথকে সহজ মনে করিয়া নিরুদ্বেগে পদক্ষেপ করিতে থাকিলে, সুযোগ অনেক সময়ই অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হইয়া অলক্ষিতে চলিয়া যায়। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক টমাস্ কার্লাইল্ সংযমের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। তাঁহার যে "ফরাসীবিপ্লব" নামক গ্রন্থ বিদ্বজ্জন পরমাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকেন, তাহার প্রথম পাণ্ডুলিপি খানা তিনি কোন বন্ধুকে দেখিতে দিয়াছিলেন। অসতর্ক বন্ধু তাহা ঘরের মেজেতে ফেলিয়া রাখিয়া স্থানান্তরে গেলে, পরিচারিকা 'বাজে কাগজ' মনে করিয়া তদ্দারা অগ্নি প্রজ্বালন করিয়াছিল। কার্লাইল্ যখন ইহা অবগত হইলেন, তখন তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ও বন্ধুকে কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া, নবীন আগ্রহের সঙ্গে পুনরায় লিখিতে বসিলেন। লিখিত বিষয়ের পুনর্ল্লেখন-ব্যাপারে কত যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, স্মৃতি ও কল্পনার প্রতিদ্বন্দীতায় কতটা যে মাধুর্য্য নষ্ট হয়,

তাহা তিনি জানিতেন। তথাপি অধীর না হইয়া তিনি কার্য্যারম্ভ করিলেন। এবং বর্ত্তমান অমর "ফরাসী-বিপ্লব" তাঁহার এই দ্বিতীয় চেষ্টারই ফল।

কর্ত্তব্যবিষযে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান।

কর্ত্তব্য বিষযের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানও সিদ্ধিলাভের একটি প্রধান উপাদান; অথচ এই উপাদান সংগ্রহ বড সহজ নহে। যিনি চঞ্চলপ্রকৃতিক, আত্মসংযম যাহার নাই, ধীরে ধীরে পদক্ষেপ না করিয়া যিনি উল্লম্ফনে কি উড্ডয়নে সিদ্ধি-শৈলে আরোহণ করিতে চাহেন—পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান তিনি পাইতে পারেন না।

জীবনের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত কবিযা, তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু এবং যত কিছু জানা যাইতে পারে, তাহা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যে সকল গ্রন্থে এবং সংবাদ-পত্রে উদ্দিষ্ট বিষয় আলোচিত হয, সেই সকল গ্রন্থ ও সংবাদ-পত্র অধ্যযন করা; এবং যাহারা এই উদ্দেশ্যসাধন করিযাছেন কি করিতেছেন, তাহাদের কার্য্যপ্রণালী ও জীবনী অবগত হওযা একান্ত প্রযোজনীয়। সাধককে স্বয়ং চিন্তা ও গবেষণা করিতে হইবে। বিশেষরূপে প্রস্তুত না হইয়া, কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করা বড় কঠিন, এ কথাটি যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

হস্তচালিত তাঁত লইয়া বস্ত্রবয়নব্যবসায খুলিলে বিশেষ লাভ হইবে, ইত্যাকার লোভনীয় সংবাদে উন্মত্ত হইয়া, স্বদেশী-

আন্দোলনের প্রারম্ভে, কত যুবক যে তাঁতের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং অল্পবিস্তর লোকসান সহ্য করিয়া, তাঁত ছাড়িয়া দিয়া আসিয়া হাঁফ্ ছাডিয়া বাঁচিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের এই অক্ষমতার জন্য তাঁত দোষী নহে—দোষী তাহারা নিজেরাই। তাঁতের ব্যবসাটি মন্দ নহে; জোলা ও তাঁতীরা স্বদেশী আন্দোলনের কৃপায় বেশ দু'পযসা উপার্জ্জন করিতেছে। এই প্রলুব্ধ যুবকগণ যে বৈষযিক জ্ঞান, কার্য্যক্ষমতা, কার্য্যকুশলতা, পরিশ্রম প্রভৃতি তাঁতের কার্য্যেও আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ না করিয়াই, ব্রতী হইয়াছিল বলিযা, অকৃতকার্য্য হইযাছিল। সকল কার্য্যেই একটা শিক্ষানবীশির সময় আছে—এক লম্ফে কার্য্যক্ষেত্রে পতিত না হইয়া, কিযৎকাল শিক্ষানবীশি করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওযা উচিত।

আমেরিকায় এক সময গোমহিষাদির ব্যবসাযের দিকে লোকেব বড ঝোঁক পতিত হয। শত শত যুবক অতিকষ্ট-সংগৃহীত অর্থ লইযা, ব্যবসাযেব ক, খ, গ, না শিখিযাই একদম্ যাইয়া ফলাবানান শিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে হইল,—অর্থনাশ ও মর্ম্মান্তিক যাতনা।

এই উপলক্ষ্যে একজন প্রাচীন বহুদর্শী পশুব্যবসায়ী একটি অত্যাকাঙ্ক্ষী যুবককে যাহা বলিযাছিলেন, তাহা বেশ যুক্তিপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার সংগৃহীত অর্থ তিন চারি বৎসরের জন্য কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া দাও। কোন পশুপালকের গৃহে চাকুরী গ্রহণ করিয়া, ঘাসকাটা,

মাঠে পশুচড়ানো, রৌদ্রবৃষ্টি শীতাতপ উপেক্ষা করিয়া পশুর যত্ন করা, অনশনে ও অর্দ্ধাশনে থাকা শিক্ষা কর। তখনো যদি ব্যবসায়ের ঝোঁক্ দূর না হয়, তবে মূলধনের অংশমাত্র দিয়া কয়েকটিমাত্র পশু লইয়া কারবার আরম্ভ করিয়া দেখিও কেমন চালাইতে পার। ফল আশাপ্রদ হইলে আর কিছু মূলধন বাহির করিও। এমনভাবে চলিলে আশা আছে। কিন্তু তুমি একাজ ত্যাগ করিয়া আসিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী বার্ণাম বলিয়াছেন, "বিশ হাজার টাকা মূলধন দিয়া কোন যুবককে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিয়া দাও; দেখিবে বৎসর শেষ হইতে না হইতেই সে সব নিঃশেষ করিয়াছে। কিন্তু যদি সে স্বয়ং মূলধনটি উপার্জ্জন করিয়া লয়, তবে কেমন করিয়া ইহা রক্ষা করিতে হইবে, তাহা সে খুব ভাল রকমই জানিবে।" এটি অতি মহা সত্য। যাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন। দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্য্যাদা বোঝেনা, কিন্তু বাঁধানো দাঁতের বড় মর্য্যাদা হয়। সুস্থ সবল দেহে ভাতের মূল্য বুঝিয়া উঠা কঠিন। উপার্জ্জন করিতে যে কষ্ট ও পরিশ্রম হয়, এবং যে বুদ্ধি ব্যয় করিতে হয়, তাহা সঞ্চয় ও রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার অভাবে, সহস্র উপার্জ্জন করিয়াও, অনেকে যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই রহিয়া যা'ন।

যখন কৌলিন্য-প্রথার সৃষ্টি হয়, তখন তাহা ব্যক্তিগত ছিল। কষ্ট করিয়া এই মর্য্যাদা লাভ করিতে হইত—কাজেই

তখন ইহা পূজার ও গৌরবের জিনিষ ছিল। কিন্তু এখন ইহা বংশগত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই এত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় হইয়াছে। অনেক মোহান্তের গদিও এই ভাবেই কলুষিত হইতেছে। মুক্তার হার গলায় ও হীরার মুকুট মাথায় দিলেই রাজা হওয়া যায় না: বাঁদরও ত ইহা পরিতে পারে। "উপক্রমণিকা" পাঠান্তেই "মুগ্ধবোধে" প্রবেশের আশা করা যায় তৎপূর্ব্বে নহে। হামাগুড়ি দিতে দিতেই হাটিতে শিক্ষা করা যায়; হাটিতে হাটিতেই আবার দৌড়াইতে শিখে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—৹—

কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় নৈতিক ও ব্যবহারিক নিয়ম।

পূর্ব্বাধ্যায-বর্ণিত সর্ত্তসমূহ প্রতিপালিত হইলেই যে সিদ্ধিলাভ হইবে, একথা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে না। এক লইযা জগৎ নহে—বহু লইয়া জগৎ। পূর্ব্বোক্ত সর্ত্ত সমূহ প্রতিপালন করিয়া, সাধক সিদ্ধির আশা করিতে পারেন সত্য,— কিন্তু যে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে তাহাকে প্রতিনিয়ত মিলিতে ও মিশিতে হইতেছে, তাহার সঙ্গে সাধকেরও ত' একটা সম্বন্ধ আছে। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্বন্ধটি সম্পূর্ণ এবং অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে সিদ্ধি-লাভ অবশ্যম্ভাবী। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ক্রিযা-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধ চলিতেছে। আমরা তাহাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিব, তাহারাও আমাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিবে। ইষ্ট করিলে ইষ্ট, অনিষ্ট করিলে অনিষ্ট করিবে; অতএব সিদ্ধিলাভ বিষযে তাহারা যাহাতে আমার প্রতিকূলাচরণ না করে, তৎপ্রতি আমাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বহির্জগৎ সম্বন্ধে সিদ্ধার্থীর পক্ষে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য :—

১ম—স্বার্থপরতা-বর্জ্জন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিদ্ধিলাভের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠা আবশ্যক। কিন্তু ইহারও একটা সীমা আছে। পরের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত না করিয়া যদি আমি আমার ন্যায্য অধিকার স্থাপন করিতে যাই, তবে কাহারো তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না; কিন্তু যদি পরকে ভুলিয়া আমি বিশ্বময় সুধু আমাকেই দেখিতে থাকি—তাহাহইলেই বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে —সিদ্ধি-লাভের পক্ষে মহা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। যে আত্মপ্রতিষ্ঠায় পরকে বিস্মৃত হইয়া, পর-ঋণ, পবকৃত উপকার ভুলিযা সুধু আপনাকে লইযা ব্যস্ত হইতে হয, তাহাকে স্বার্থ-পরতা বলে। সিদ্ধ্যর্থীকে ইহা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বার্থপরকে সকলেই ঘৃণা ও সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়া থাকে। তাহার প্রতি কেহই সমবেদনা কি সহানুভূতি প্রদর্শন করে না। প্রতিপদক্ষেপে তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এমন অবস্থায় সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে।

আর স্বার্থপর ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে মনুষ্যত্ব বঞ্চিত হইতে থাকে। মানুষ ও ইতর প্রাণীতে প্রভেদ এই খানে—মানুষ পরস্পরের দুঃখে দুঃখী ও পরস্পরের সুখে সুখী হয়। কিন্তু স্বার্থপরতা দৃঢমূল হইলে, মানুষ পরের সুখ ও উন্নতিদর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হয়, পরের দুঃখ দর্শনে প্রাণে আঘাত পায না, এমন কি, উপায়কেই উদ্দেশ্যপদে বরিত করিয়া এবং অর্থসংগ্রহকেই

জীবনের সার মনে করিয়া, স্ব সন্তান সন্ততি এবং নিজকেও কত প্রয়োজনীয় সুখস্বচ্ছন্দতা হইতেই না বঞ্চিত রাখে !

২য়—সততা ও সাধুতা।

সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সততা ও সাধুতা রক্ষা করাও বিশেষ প্রয়োজনীয় : যাহা অসৎ, যাহা মিথ্যা,—তাহার ভিত্তি নাই : অল্প সময় তিষ্ঠিলেও তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না।

প্রথমতঃ, আমি অসৎ ও অসাধু ব্যবহার করিলে, যাহা-দিগকে লইয়া আমাকে বসবাস ও কাজকর্ম্ম করিতে হইবে, তাহারাও আমার সঙ্গে অসাধু ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবে। দ্বিতীয়তঃ, আমার অসাধু ব্যবহার প্রকাশ পাইলে, কেহই আমাকে বিশ্বাস করিবে না ; প্রতিকার্য্যে আমাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে ; এবং আমাকে সকলের নিন্দার পাত্র ও বিরাগভাজন হইতে হইবে। এতগুলি প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝিয়া যে আমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব, তাহা বড় সম্ভবপর নহে !

একথা হয়তঃ সকলের মনঃপুত হইবে না। অনেকেই হয়তঃ বলিবেন, কত পাপিষ্ঠবদ্‌মায়েসকে জানি, যাহারা কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ না করিয়া, উত্তরোত্তর কেবল সুখৈশ্বর্য্যই ভোগ করিতেছে।

অবশ্য, বাহ্যিক সুখস্বচ্ছন্দতা অনেককেই—সততা ও সাধুতা বিসর্জ্জন করিয়াও—ভোগ করিতে দেখা যায়। কিন্তু তাদের

এই উজ্জ্বলতা বড় অধিককাল স্থায়ী হয় না ; একদিন না একদিন ধর্ম্মের ঢোল আপনা হইতেই বাজিয়া উঠে ; তখন বায়ুদ্বারা ধূলিরাশির স্থায়, পাপাচারীর ঐশ্বর্য্য, গৌরব, বিদ্যাবুদ্ধি কোথায় বিলীন হইয়া যায়। অপর, যখনো বাহ্যতঃ আমরা এই সকল অসাধুব্যক্তিকে পরমসুখী মনে করিয়া, ধর্ম্মের পরাজয় ও অধর্ম্মের জয়ে ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হই, তখনো প্রকৃতপক্ষে তাহারা আমাদের ঈর্ষ্যাযোগ্য নহে ; কবে কেমন করিয়া তাহাদের দুর্নীতির কথা জগৎসমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িবে ; কবে কোন্ ব্যক্তি আসিয়া তাহাদের অসাধুতার ফল প্রদান করিবে—এই ভয়ে সর্ব্বদাই তাহারা সন্ত্রস্ত !

যে ব্যক্তি, যে মহাজন, যে কোম্পানী, অথবা যে পরিবার দীর্ঘকাল যাবৎ উন্নতির দিকে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাহারা সততা ও সাধুতার জন্য বিখ্যাত। নূতন বড়লোক দেখিলে হইবে না— দু'চারিদিন লোকের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে ; কিন্তু অধিককাল তাহা সম্ভবপর নহে।

সর্ব্বদা এই কথাটি মনে রাখিবে—অপর আমার প্রতি যে ব্যবহার করিলে আমি সুখ বোধ করি, অপরের প্রতি আমারও ঠিক সেই ব্যবহার করা উচিত।

অনেক সময়, অবশ্যই, দুষ্ট লোকেরা, সাধুব্যক্তির সাধুতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া, তাহাকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। কিন্তু পরিণামে দেখা যায় যে যে, বঞ্চিত হইয়াছিল, সেই জয়ী

হইয়াছে ; বঞ্চক মাথা রাখিবারও স্থান পাইতেছে না। সিরাজকে যাহারা বঞ্চনা করিয়াছিল, সেই রাজবল্লভ, মিরজাফর, উমিচাঁদ কাহারো ভাগ্যে বিধাতা সুখ লিখিয়াছিলেন না। পৃথ্বিরাজকে বঞ্চনা করিতে যাইয়া, জয়চন্দ্র রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। পাণ্ডবকে প্রতাড়িত ও নির্য্যাতিত করিতে যাইয়া কৌরবের দুর্গতির একশেষ ঘটিয়াছিল। রামচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া, কৈকেয়ী সুখী হইযাছিলেন না।

যে মহাজন গ্রাহককে প্রতারিত করিতে চায়, তাহার প্রতি অদৃষ্টদেবী কখনো স্থায়ীরূপে প্রসন্ন হইয়াছেন কি ? দু'পয়সা অধিক দিয়া তুমি ভাল জিনিষ কিনিতে প্রস্তুত, অথচ অল্পমূল্যে মন্দ জিনিষ গ্রহণ করিতে নারাজ। যে তোমাকে ভাল বলিয়া মন্দ দিবে, সে একদিনের বেশী আর তোমার নিকট বিক্রী করিতে পারিবে কি ? প্যারিসের সুবিখ্যাত ব্যাঙ্কার ল্যাফাইট বড় সাধুব্যক্তি ছিলেন—তিনি "তিন তেরোর" ধার ধারিতেন না ; কত হতভাগ্য জুয়াচোর তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছিল ; কিন্তু ক্রমে তিনিই সামান্য কেরাণীগিরি হইতে অতবড় একটা ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩য়—ভদ্রতা ও সৌজন্য।

অর্থোপার্জ্জনে যেমন, অন্যান্য বিষয়েও তেমন, বাহিরের লোকের সঙ্গে আদান-প্রদান আবশ্যক। ইহাতে বুদ্ধি মার্জ্জিত ও বিকশিত হয় এবং জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে থাকে।

অযাচিতভাবে অনেক সহায়তা ও উপদেশরত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যদি তুমি রূঢ়-প্রকৃতিক ও কর্কশভাষী হও, কেহই তোমার সঙ্গে মিলিতে ইচ্ছা করিবে না। গ্রাহকের নিকট হইতে দু'টি পয়সা লইতে হইলে, তাহাকে আদর-অভ্যর্থনা করিতে—মিষ্ট ব্যবহারে তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে—হইবে। কাহারো নিকট হইতে কোন উপদেশ কি সাহায্য পাইতে হইলে, বিনয়ী ও নম্র হইতে হইবে। যে মারিতে চাহে, এমন ভিক্ষুককে কেহ সাহায্য করিতে আসে না।

কেহ কেহ স্বভাবতঃই বেশ ভদ্র ও বিনয়ী। কিন্তু যাহারা নহে, চেষ্টা করিলে তাহারাও হইতে পারে। ক্রমিক অভ্যাসে ভদ্রতা মজ্জাগত হইয়া পড়ে—তখন স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য হইতে থাকে।

সৌজন্য—চিত্তবৃত্তি-পূর্ণতার নিদর্শন। প্রত্যেক জিনিষেরই দুইটি দিক্ আছে। পরের জন্য যে সহানুভূতি ও সমবেদনা জাগ্রত হয, তাহারও দুইটি দিক্;—এক দিকে কার্য্যকরী দয়া—দুঃখ বিমোচনে আত্মবিনিযোগ, অপর দিকে সৌজন্য—সাগ্রহে ও সকাতরে দুঃখীর দুঃখ শোনা।

কটু কথা ও পরুষ ব্যবহারে উপকার বেশী কিছু হয় কিনা সন্দেহ—অপকার কিন্তু যথেষ্টই হইয়া থাকে। ভদ্রতায় ও মিষ্টব্যবহারে নিজেরও যথেষ্ট উপকার হয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-অবন্ধু, পরিচিত-অপরিচিত, দাস দাসী মিষ্ট কথায় যাহা করে, রূঢ়ব্যবহারে তাহার শতাংশও করে না।

"অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ" বলিয়া, যথোচিত ভক্তি নহে—একথা মনে রাখা উচিত। আত্মমর্য্যাদা ও সম্ভ্রম বিস্মৃত না হইয়াও সকলের সঙ্গেই ভদ্রোচিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। একদিন জর্জ্জওয়াশিংটন জনৈক বন্ধু সমভিব্যাহারে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। একজন কাফ্রী তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনিও প্রত্যভিবাদনার্থ টুপী স্পর্শ করিযাছিলেন। একজন ক্রীতদাসের প্রতি ঈদৃশ ব্যবহার করিতে দেখিয়া, বিস্মিত সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিলেন "এটা করিলেন কি ?" গম্ভীর ভাবে ওয়াশিংটন উত্তর করিলেন "ভদ্রতায় কাফ্রীর নিকট পরাস্ত হইতে ইচ্ছা করি না বলিয়া।"

অর্থোপার্জ্জন যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, সৌজন্য ও ভদ্রতা তাহাদের পক্ষে বিশেষ অভ্যসনীয বিষয। এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা সুধু ভদ্রতার পুরস্কার স্বরূপ, পর্ণকুটীর হইতে রাজপ্রাসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রুশিযার দুইজন বড কর্ম্মচারী, ফিলাডেল্‌ফিয়ায কারবার ও ব্যাপাব বাণিজ্য দেখিতে যাইয়া, কাহারও নিকট কোন উপদেশ না পাইয়া অথবা কাহারও সঙ্গ লাভ না করিয়া, বড অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন ঃ অবশেষে যখন তাহারা একটি মাঝারি রকমের কারখানা দেখিতে গেলেন, তখন তাহার অধ্যক্ষ মিঃ উইনান্‌স্‌, তাহাদিগকে পরমযত্নে গ্রহণ করিয়া সমস্ত দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন। তাহার এই সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া রুশিয়ার কর্ম্মচারীদ্বয় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনানন্তর, তাহাকে সেখানে আহ্বানপূর্ব্বক, গবর্ণমেণ্টের নিকট একজন বড় ইঞ্জি-

নিয়ার বলিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন। এইভাবে রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া, উইনান্‌স্ প্রভৃত অর্থলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যাহার ব্যবহার মিষ্ট, মুখ প্রসন্ন, এমন ডাক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টার, দোকানদার, শিক্ষক, বক্তার বাজারে সুনাম ও পশার অধিকতর। পয়সা দিয়া কেহ রূঢ় ও কর্কশ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করে না। রোড্‌দ্বীপে বেকারনামক একজন সূতার ব্যবসায়ী ছিলেন। একটি ক্ষুদ্র বালিকা একদা রাত্রিকালে তাহার দোকানে সূতা কিনিতে উপস্থিত হইল। তখন 'দোকান পাট' বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু বেকার স্বধু বালিকাটির জন্যই পুনর্ব্বার দোকান খুলিয়া, যে দু'-এক পয়সার সূতার তাহার আবশ্যক ছিল, তাহা তাহাকে দিলেন। যথা সময়ে তাহার এই সাধু ব্যবহারের কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট হইয়া পড়িল—গ্রাহকসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িতে লাগিল। ক্রমে দরিদ্র বেকার ক্রোরপতি হইলেন।

মিষ্টব্যবহারে কুৎসিৎ সুন্দর হয়, অন্ধ 'পদ্মপলাশলোচন' হয়—অন্য শত দোষ মার্জ্জিত হয়; আর স্বাভাবিক সুন্দরের সৌন্দর্য্য বাড়ে। বক্তা যুক্তি-তর্কে যতটা নয়, ব্যবহারের মিষ্টতায় ও সৌজন্যে ততটা, লোককে মুগ্ধ করিয়া থাকেন। চ্যাথাম্, লর্ড ম্যান্‌স্‌ফিল্ড, ডিউক্ অব্ অর্‌লিন্স—ইহাদের সহায়তায়ই সুখ্যাতি লাভে অধিকতর সমর্থ হইয়াছিলেন। সুমিষ্ট কণ্ঠের জন্য কালো কোকিলও আমাদের প্রিয়; আবার কর্কশকণ্ঠের জন্য নীলকণ্ঠ চিত্রিতপুচ্ছ ময়ূরও অপ্রীতিভাজন হইয়া থাকে।

৪র্থ—সময় প্রতিপালনশীলতা।

যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য, যে সময়ে যাহা করা হইবে বলা হইয়াছে, সেই সময়ে তাহা করা চাইই চাই। যথাসময়ে আরম্ভ করিতে পারিলে, সিদ্ধিলাভ সহজ হইয়া পড়ে। সময় অতিবাহিত করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, প্রাণপণ খাটিয়াও অনেক সময় সিদ্ধির আশা সুদূর-পরাহত দেখিতে হয়।

ব্যবসায়বাণিজ্যে সময়প্রতিপালনশীলতা বড় মূল্যবান্ জিনিষ; ইহা মূলধনের সামিল। আলস্য, ঔদাস্য ও সময়ের মূল্যবোধহীনতা ব্যবসায়ীর প্রধান শত্রু। বাণিজ্যব্যাপারে "মুখের কথায়" লক্ষটাকার কাজ হয়। দশদিন পরে দিবে বলিয়া কোন মহাজনের নিকট হইতে তুমি দশলক্ষ টাকা লইতে পার। যথাসময়ে—একটি মুহূর্ত্তও অতিক্রম না করিয়া—দিতে পারিলে, মহাজনের মনে বিশ্বাস হইবে, তুমি লোক ভাল, আর যদি সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তবে তাহাব মনে তোমার প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মিবে; আর একটি পয়সাও সে তোমাকে দিবে না। সুধু অর্থের বেলা নহে, সকল বিষয়েই যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হইবে। বড়লোক যাঁহারা, তাঁহারা কাজেব মানুষ প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তই তাঁহাদের নিকট মূল্যবান্। তুমি হয়তঃ এমন একজন লোককে সকাল সাতটার সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবে বলিয়া দিলে। তিনি তদনুসারে সময়ের বিভাগ করিয়া অন্য শত লোকের সঙ্গে কার্য্যের সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। এখন, তুমি যথাসময়ে না গেলে, তাঁহার অনেক

ক্ষতি—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহিত সেই দিন যাহাদের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাদেরও যথেষ্ট ক্ষতি। এমতাবস্থায় যথাসময় কাজ না করিলে, কখনই তিনি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন না—অবিবেচক, দায়িত্ব-বোধ-শূন্য বলিয়া তিনি নিশ্চয় তোমাকে দূর করিয়া দিবেন। অবিবেচক ও ঘোর স্বার্থপর ব্যতীত কেহই সময় প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। "আমার এই কাজটি আগে ক'রে নি—পাঁচমিনিট পরেই না হয় তার সঙ্গে দেখা ক'রবো", অথবা 'যাই-যাচ্ছি'—ভাব থেকেই অনেক সময় আমরা সময় রাখিতে চাহি না ও পারি না। নিজের দিক্ দিয়াই দেখি—এই পাঁচ মিনিটে তাহার যে কত অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা একটিবারও ভাবি না।

মার্শেল নে যথাসময়ে পৌঁছিতে পারিলে, বোধ হয় নেপোলিয়নকে ওয়েলিংটনের হস্তে পরাজয়-কলঙ্ক ভোগ করিতে হইত না—এবং সভ্যজগতের ইতিহাস অন্য প্রকার হইয়া দাঁড়াইত। নেপোলিয়ন সময়ের মূল্য বড় বেশী বুঝিতেন; তিনি ঘড়ি ধরিয়া সময়ের গতি লক্ষ্য করিয়া কায করিতেন এবং যাহাতে অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণও সময়-প্রতিপালনে যত্নবান্ হয়, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার অমানুষিক কৃতকার্য্যতা-লাভে, সময়-প্রতিপালনশীলতাগুণ তাঁহাকে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল।

এমন ঘটনা বিরল নহে যে, একটিমাত্র মিনিট পূর্ব্বে আসিতে পারিলে, ট্রেন্ ধরা যাইত। সেই ট্রেনে যাইতে না পারিয়া হয়তঃ কোন বৃহৎ লাভজনক কার্য্য হস্তচ্যুত হইয়া গেল;

হয়তঃ কোন মুমুর্ষু আত্মীয়ের সঙ্গে আর দেখা হইল না ; অথবা হয়তঃ একটি বৎসরের মত পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত প্রেসিডেণ্ট জর্জ্জ ওযাশিংটন সময়-প্রতিপালনব্যাপারে কাহারো ঔদাস্য দেখিলে, কিছুতেই তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিতেন না। তাঁহার সেক্রেটারী একদিন সময় উত্তীর্ণ করিয়া আসিয়া স্বকীয় ঘড়িটির স্কন্ধে দোষ চাপাইতে চেষ্টা করিলে, তিনি উত্তর করিযাছিলন "হয তুমি তোমার ঘড়ি বদল কবিবে নতুবা আমি আমার সেক্রেটারী পরিবর্ত্তন কবিব"।

যুক্ত আমেরিকাব প্রতিনিধিসভাব সভ্য, জন্ কুইন্‌সে এ্যাডাম্‌স্ এতটা সমযপ্রতিপালনপব ছিলেন যে, তাঁহাকে সভায় যাইতে দেখিযা, লোকে সময বুঝিতে পাবিত। একদিন সভাব কার্য্যারম্ভ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, দেখা গেল—এ্যাডাম্‌স্ অনুপস্থিত। তিন মিনিট পরে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল—সে দিন ঘড়িটিই তিনমিনিট দ্রুতগামী ছিল।

এমন যাহারা সমযের মূল্য বোঝেন ও যথাসময়ে কার্য্য-নির্ব্বাহ করেন, তাহাবাই সিদ্ধিলাভেব আশা করিতে পারেন।

৫ম—কৌশল (Tact)

একমাত্র ইহার অভাবে, অন্য সমস্ত গুণের অধিকারী হইযাও, অনেক সময় সাধক ব্যর্থকাম হইযা থাকেন। ইহার সংজ্ঞা দেওয়া বড কঠিন—কিন্তু দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাকে সহজ-বোধ্য করা

যাইতে পারে। ইহাতে প্রকৃতির সাম্যতা ও কোমলতা, মনের দৃঢ়তা, ক্ষিপ্রত্ব ও সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যের জন্য প্রস্তুত-প্রস্তুত-ভাব এবং কার্য্যসাধনে অবলীলাত্ব—এই সকলই বুঝাইয়া থাকে। ইহাতে শত্রুতাবর্দ্ধক হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধ নাই—আছে সুধু চিত্তাকর্ষক শক্তি। যে কুশলী, সে শত বাধা, সহস্র দুর্য্যোগ, লক্ষ প্রতিকূলতা সহজে উত্তীর্ণ হইয়া, কর্ত্তব্যবিষয়ে সফলতা লাভ করিয়া থাকে। ইহার অভাবে বিদ্যাবুদ্ধি, সহায়সম্পদ্, কোন কিছুই কাজে লাগে না। অকুশলী ব্যক্তি, সুধু এই দোষে, কত বন্ধুর বন্ধুত্ব, কত হিতৈষির হিতকামনা হইতে বঞ্চিত হয়। আবার যাহার কৌশল আছে, সে বিদ্যাবুদ্ধিতে সমকক্ষ না হইয়াও, অন্যের অদৃষ্ট ও উপেক্ষিত কত সুযোগ ধরিয়া, কত অপরিচিতকে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে খাঁড়া করিয়া, উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিয়া থাকে।

প্রতিভা কি মার্জ্জিত বুদ্ধি—কৌশলের কাছে কিছুই নহে। প্রতিভা ও বুদ্ধিব বলে কি করিতে হইবে, তাহা জানা যায়; কিন্তু কেমন করিয়া করিতে হইবে, কৌশল তাহা বলিয়া দেয়। প্রতিভাবান্ কি বুদ্ধিমান ব্যক্তি সন্মানার্হ সন্দেহ নাই—কিন্তু কৌশলী পুরুষ সম্মানিত ব্যক্তি। বুদ্ধি আমাদের সম্পত্তি, কৌশল নগদ' টাকা। বুদ্ধি শত্রু জন্মাইতে পারে—কৌশল শত্রুকেও মিত্র করিয়া থাকে।" "কৌশল—কার্য্যকরী বুদ্ধি,—অভিজ্ঞতা-পরিচালিত অন্তর্দৃষ্টি।" ইহা দোষ দেখিতে ও সংশোধন করিতে পারে।

এই কৌশল শিক্ষা করিবার কোন বিশেষ নিয়ম প্রণালী নাই—মনুষ্য-প্রকৃতি-সম্বন্ধী জ্ঞানের উপর ইহা অবস্থিত। যাহাকে লইয়া কাজ করিতে হইবে, তাহার প্রকৃতি ও মেজাজ অনুসারে আপনাকে চালাইতে হইবে—ইহাই আসল ও সার কথা।

কোন বক্তা হয়তঃ বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমার বক্তব্য বিষয়টি আমি পাঁচভাগে বিভক্ত করিব"—। কৌশলী বক্তা ইহা বলিয়াই শ্রোতৃবর্গের মুখাবলোকন করিবেন এবং বিরক্ত ও অসহিষ্ণুভাব দেখিলে, অমনি বলিয়া উঠিবেন "কিন্তু, এখন মাত্র একটি ভাগের কথাই বলিব।" আর অকৌশলী বক্তা কিছুই লক্ষ্য না করিয়া, আপনার বক্তব্য বলিয়া যাইতে থাকে—শ্রোতাগণ মোটেই শ্রবণ করে না, বরং বিরক্তি বোধ করে।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি যুক্তিতর্কদ্বারা জয়লাভ করিতে চাহে—কৌশলী পুরুষ শ্রোতার মনোমত কথা বলিয়া জয়লাভ করেন। জুলিয়স্ সিজারের এ্যাণ্টনী মহা কৌশলী ব্যক্তি। লর্ড কার্জ্জন বুদ্ধিমান কিন্তু অকৌশলী।

কত দুষ্ট বদ্‌মায়েস, শুধু এই কৌশলের বলে, আপনাদের ঘৃণিত চরিত্র ও দুষ্কর্ম্মসম্বন্ধে লোক-চক্ষুতে ধূলি প্রদান করিয়া, পুণ্যাত্মা বলিয়া প্রশংসা ও শ্রদ্ধা লাভ করে; আর এই কৌশলের অভাবে কত সদাশয় উন্নতচরিত্র ব্যক্তি, অপদার্থ বলিয়াই না তিরস্কৃত হইয়া থাকে।

কৌশলী ছিলেন—দিল্লীশ্বর আকবর : তিনি হিন্দু-মোশলমান একত্রীকৃত করিয়া, এক মহাজাতি ও মহাশক্তির সৃষ্টি করিতে-ছিলেন। আর তাঁহার অকৌশলী প্রপৌত্র আরংজেব, বিদ্বেষ-বহ্নি পুনঃ প্রজ্বালিত করিয়া, সুধু মোগল-সাম্রাজ্য নহে, সমগ্র হিন্দু ও মোশলমান জাতির ইতিহাস শত শত বৎসরের জন্য মসীলিপ্ত করিয়া গিয়াছেন।

বৃহৎ কার্য্যে যেমন, ক্ষুদ্র কার্য্যেও তেমন, কৌশল অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। মনুষ্য-প্রকৃতি একটু চিন্তার সহিত অধ্যয়ন করিলে, অল্পবিস্তর পরিমাণে সকলেই ইহা লাভ করিতে পারে।

কৌশলের অভাবে প্রতিভার উপকারীতা অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু "হিতং মনোহারী চ বচঃ"—উপদেশটি এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক। কৌশলী হইও—কিন্তু কাহারও অনিষ্ট করিও না।

সপ্তম অধ্যায়।

—৹৹৹—

সিদ্ধপুরুষের বচনাবলী।

জগতে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিযাছেন,—সহস্র বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হইযা যাঁহাবা জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিযাছেন, তাঁহাদের জীবনী অধ্যয়ন করিলে যে মহা তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সমূহে, তাহা বিবৃত করা গিযাছে। বর্ত্তমান্ অধ্যায়ে কযেকটি সিদ্ধ-পুরুষের নিজমুখ হইতে সিদ্ধিমার্গ প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম—আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধনী পি, টি, বার্ণামের কথা—ঐশ্বর্য্যের রাস্তা, কল ঘরে যাইবাব রাস্তার মত—সরল ও পরিষ্কৃত। ইহা সুধু আয হইতে ব্যয সংক্ষেপ করা। অনেকেই অবশ্য ব'লে থাকেন যে "এ তুমি আর বেশী কি ব'ল্‌চো? এ ত' মিতব্যয়িতা . এতে যে টাকা হয, তা জানি। ভাত খেয়ে ভাত রাখা যায় না, সে ত ঠিক কথা"; কিন্তু আমি দেখ্‌চি, এত সব কথাসত্ত্বেও অন্যান্য দোষেব চাইতে, সুধু এই ভুলেই বেশী নিষ্ফলতা ঘটে।

প্রকৃত মিতব্যয়িতা অনেকেই বোঝেন না। মমবাতির দগ্ধাবশেষটুকু কি ধোপার হিসাব হ'তে দুটি পয়সা কেটে রাখ্‌লে, কি পুরাণো এন্‌ভেলাপ কি ছেঁড়া কাগজে হিসাব লিখে দুটি পয়সা

বাঁচালে, মিতব্যয়ী হয় না ; এ বরং নীচতা। সময়ের অপ-ব্যবহার না করা—নাচে গানে, গাড়ী-ঘোড়ায় টাকা জলে না ফেলাই মিতব্যয়িতা। আয়ের চাইতে ব্যয় যেন বেশী না হয়।

জীবনের প্রকৃত স্বচ্ছন্দতা উপার্জ্জিত অর্থের অংশমাত্র দিয়াই পাওয়া যাইতে পারে।

দরিদ্রতার পন্থানুসরণ করে অর্থ সঞ্চয় করা যায় না। এটা খুব সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, আয়ব্যয় যাহার সমান সমান, জীবনে কত অবস্থান্তর ঘটিতে পারে, এ চিন্তা যাহার নাই, তিনি কখনো আর্থিক স্বাধীনতা পাইতে পারেন না।

জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভের ভিত্তি হইতেছে—উত্তম স্বাস্থ্য। অতএব স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী বিশেষ যত্নসহকারে পালন করা কর্ত্তব্য। মাদক দ্রব্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে, পরিষ্কার মাথা চাই। যত বড় মস্তিষ্কসম্পন্ন লোকই হো'ক্ না কেন—নেশায় মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিলে, কেহই সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারে না।

সিদ্ধিলাভের জন্য স্বকীয় রুচি ও শক্তি অনুসারে উদ্দেশ্য-নির্ব্বাচন করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। মুখে যেমন, মস্তিষ্কসম্বন্ধেও তেমন বৈচিত্র্য আছে। প্রকৃতি তাহাকে যে কার্য্যের জন্য গঠিত করিয়াছেন, এবং তাহার যাহাতে বিশেষত্ব আছে, এমন কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

উদ্দেশ্য নিরূপণের পর বিশেষ সতর্কভাবে সাধনের স্থান নির্ব্বাচন করিবে। যেখানে কাটতি-অনুরূপ মাল সরবরাহ করিবার

লোক পূর্ব্বেই যথেষ্ট রহিয়াছে, সেখানে কখনো কাজ আরম্ভ করিও না।

জীবন-যাত্রার প্রাক্কালে যুবকগণ যেন কখনো ঋণগ্রস্ত না হয়। ঋণের মত অন্য কিছুই মানুষকে নীচের দিকে টানিয়া রাখিতে পারে না। ঋণে মানুষ আত্মসম্মান হইতে বঞ্চিত হয়—আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে।

অর্থ বড় ভীষণ প্রভু—কিন্তু অতি উত্তম ভৃত্য ;—চোখ্-ভুলানো ভৃত্য নয়। নিরাপদ স্থানে সুদে লাগাইয়া রাখিলে অর্থ যেমন বিশ্বস্ততার সঙ্গে কার্য্য করে, এমন আর কিছুই করে না। দিন নাই, রাত্রি নাই, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নাই—সুধু তোমার জন্যই খাটিতেছে।

একবার ঠিক পথে আসিয়া উপস্থিত হইলে, যেমন করিয়া হউক, সেই পথে অবশ্যই চলিতে থাকিবে। এই অধ্যবসায়েরই অন্য নাম আত্মনির্ভরতা। যত দিন না নিজের উপর নির্ভর করিতে পার, ততদিন সিদ্ধিলাভের আশা করিও না।

যাহা কিছু করিবে—তাহা যথাশক্তি করিও। অর্দ্ধেক করিয়া করিতে গেলে, সিদ্ধিলাভ হয় না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় ব্যবসায়ে উন্নতিলাভের জন্য অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়।

স্বকীয় ব্যবসায় না বুঝিলে কেহই সফলতার অধিকারী হইতে পারে না এবং নিজকে না খাটাইয়া ও স্বকীয় অভিজ্ঞতা ব্যতীত, কেহই তাহার ব্যবসায় বুঝিতে পারে না।

খুব সতর্কতার সঙ্গে কার্য্য-কল্পনা করিও—এবং একবার করিয়া, খুব সাহসের সঙ্গে তাহা কার্য্যে পরিণত করিও। যে ব্যক্তি কেবলই সতর্ক, সে কিছু ধরিতে ও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। আবার যে কেবলই সাহস করে, সে দুঃসাহসী ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং নিশ্চয়ই পরিণামে অকৃতকার্য্য হইবে।

ভাগ্য বলিয়া পৃথিবীতে কোন জিনিষ নাই। সিদ্ধিলাভের যথার্থ প্রণালী যদি কেহ অবলম্বন করে, অদৃষ্ট তাহার প্রতিকূলাচরণ করিবে না। যদি সে কৃতকার্য্য না হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহার কোন কারণ আছে—সে দেখিতে পাউক্, আর নাই পাউক্।

অভিজ্ঞতা দ্বারা যদি অর্থের মূল্য বুঝিতে না পাব, তবে অর্থ কোন উপকাবেই আসিবে না। বিশহাজার টাকা দিয়া কোন যুবককে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিয়া দাও—খুব সম্ভবতঃ দেখিবে, এক বৎসর যাইতে না যাইতেই, সে তাহার একটি পয়সা পর্য্যন্ত খোয়াইয়াছে। আমাদের দেশের প্রতি দশজন লোকের মধ্যে নয়জনই নিতান্ত গরীবভাবে কিন্তু দৃঢসংকল্প, পরিশ্রমশীলতা, অধ্যবসায, মিতব্যয়িতা ও সদভ্যাস লইয়া কর্ম্মজগতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সমব্যবসায়ী অন্য সকলকে পরাভব করিব—এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাটি বিশেষ আবশ্যক। প্রত্যেক বালকেরই কোন ব্যবসায় অথবা বৃত্তি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। সুধু একরকমের কার্য্যে নিযুক্ত

হইবে ; এবং যতদিন না অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিতে পার যে ইহা তোমার ত্যাগ করাই বিধেয়, অন্যথায় যতদিন না সিদ্ধিলাভ করিতে পার, ততদিন ইহাতেই লাগিয়া থাকিও।

সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া পৃথিবীর ব্যাপার-বিধান-সম্বন্ধে খোঁজ রাখিও। যে সংবাদ-পত্র দেখে না, তার ব্যবসায় সত্বরই পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে।

কোন রকমে না কোন রকমে নিজকে বিজ্ঞাপিত করিবেই করিবে, কারণ, তোমার জিনিষ যদি অতি উৎকৃষ্টও হয়, কিন্তু কেহ যদি তৎসম্বন্ধে কিছু না জানে, তবে জিনিষের উৎকৃষ্টতায় তোমার কোনই উপকার হইবে না। যাহার বিক্রী করার জিনিষ আছে, অথচ বিজ্ঞাপন দিবে না, সে সত্বরই দেখিতে পাইবে যে নিলামের জন্য তাহার জিনিষের বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে।

ব্যবসায়ে যতপ্রকার মূলধন নিয়োজিত হইতে পারে, তন্মধ্যে সভ্যতা ও ভদ্রতাই শ্রেষ্ঠ, তুমি নিজে কি তোমার কর্ম্মচারীগণ যদি গ্রাহকঅনুগ্রাহক পৃষ্ঠপোষকদিগকে আদর-অভ্যর্থনা না কর, তবে বড় গুদাম, বৃহৎ বিজ্ঞাপন কিছুতেই কিছু হইবে না। ব্যবসায়ী যত ভদ্র ও উদার হইবে, তাহার উপর লোকের সদয়দৃষ্টিও তত বেশী পড়িবে।

নিজের সততা রক্ষা করিও—ইহা মণিমাণিক্য হইতেও অধিকতর মূল্যবান্। সংসারে যতকিছু কঠিন কাজ আছে, তন্মধ্যে কঠিনতমই হইতেছে অসৎভাবে অর্থোপার্জ্জন করা। যাহারা এই চেষ্টা করিয়াছে, জেল্ তাহাদের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

পরের অজ্ঞাতভাবে দীর্ঘকাল কেহ অসৎ পথে চলিতে পারে না; যখন ধরা পড়ে তখন তাহার পক্ষে চিরকালের জন্য, প্রায় সকল পন্থাই রুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেবল যে অর্থ সম্বন্ধে তাহা নহে—প্রত্যেক বিষযেই সততা সিদ্ধির ভিত্তির একটি উপাদান।

দীর্ঘকাল বাঁচিবার উপায বড সহজ। অধিকাংশ স্থলেই, আহার্য্যদ্রব্যেব চাইতে মনের উপর জীবনের দীর্ঘতা অধিকতর নির্ভর করে। দুর্ভাবনায বিড়ালও মারা পড়ে। ভয়, ভাবী বিপদেব অপ্রিয ভাবনা, আশঙ্কা, খিট্‌-খিটে ভাব, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ও অন্যায স্বার্থপরতা মস্তিষ্কের উপর অশুভ ক্রিয়া করিয়া থাকে, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত জন্মায, ব্যারাম উৎপাদন করে, এবং মনে অস্বচ্ছন্দতাব ভাব, উদ্রিক্ত করিযা, অবিরাম অশান্তি জন্মাইযা, অকালমৃত্যু ঘটাইযা থাকে।

২য—ফিলাডেল্‌ফিযার সুবিখ্যাত গ্রন্থপ্রচারক জন্‌গ্রীগ্‌ এর কথা। (ইনি অনাথ কৃষকপুত্র হইয়াও স্বকীয কর্ম্মশীলতা দ্বারা প্রভূত ঐশ্বর্য্যেব অধীশ্বর হইয়াছিলেন)।

"পরিশ্রমী এবং মিতব্যযী হইও। অকিঞ্চিৎকর এবং নিরর্থক আমোদপ্রমোদে সময কি অর্থ কিছুই নষ্ট করিও না। জীবনযাত্রার প্রারম্ভেই যদি যুবকদিগকে সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত করান যায়, তবে তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী পথ অধিকতর সহজ হইবে; এবং জীবনের প্রকৃত প্রয়োজনীয় ও স্বচ্ছন্দতার জিনিষ হইতে নিজকে বঞ্চিত না করিয়াও, তাহারা বেশ সংস্থান করিতে পারিবে। যতদিন না মানুষ পরিশ্রমশীলতা, মিতব্যয়িতা এবং

আত্মসংযম শিক্ষা করে, ততদিন তাহাদিগকে অর্থ দিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

পরিশ্রম এবং মিতব্যয়িতার সঙ্গে আত্মনির্ভরতা যোগ করিও। কেবল উপদেশ লইও না। ব্যবসায়ী লোক যেন হাল ধরিয়া নিজের জাহাজ নিজে চালনা করেন। বাল্যজীবনে প্রত্যেকেরই নিজের চিন্তা করিতে শিক্ষিত হওয়া উচিত। নিজের উপায়ের উপর, অন্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, কাহারো বুদ্ধি বিকশিত হয় না। যাহাদের উপর কোন গুরুভার ন্যস্ত, তাহাদের পক্ষে সুবিস্তৃত ও সুপরিষ্কৃত বিষয়-ধারণা, ক্ষিপ্রকর্তব্যাবধারণক্ষমতা এবং দৃঢ়সংকল্পতা অপরিহার্য্য। কিন্তু প্রত্যেক গোলযোগেই যে স্বকীয় প্রভুর নিকট দৌড়াইয়া যায় ও তাহার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করে, সে কখনো এই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারে না।

সময়প্রতিপালনশীলতাকে বিশ্বাসের জননী বলিয়া জানিও। ব্যবসায়ীর কেবল 'কথা' রাখিলেই হইবে না; ঠিক যে সময়ে এবং যেমন ভাবে যে কাজ করিবে বলিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে ও সেই ভাবে সেই কাজ করিতে হইবে।

ব্যবসায়ের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিও। মূলধনকে কোন যুবকই যেন পরিশ্রমের প্রতিনিধি মনে না করে। অনেক সময়ই এমন হইয়া থাকে যে, ক্ষুদ্রবিষয়ে পরিশ্রমশীলতা বৃহৎ ব্যাপার-সম্বন্ধে উত্তম পরিচায়ক স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সামান্য সৈনিকের কর্ম্ম করিয়াই সেনাপতিত্ব লাভ করা যায়।

যুবকব্যবসায়ী যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন, যে, স্বার্থপরতা (নিজে) অতি ঘৃণিত পাপ—এবং ইহা অন্যান্য সহস্র পাপের জনক। স্বার্থপরতা পয়সাটিকে চোখের এত সম্মুখে ধরিয়া থাকে, যে, চক্ষু ইহার পশ্চাদস্থ টাকাটিকে আর দেখিতে পায় না। কখনো সঙ্কীর্ণচেতাঃ ও সঙ্কীর্ণমনাঃ হইও না।

সরলচিত্ত হইও; মনোগত ভাবই মুখে বলিও। যাহা বল তাহাই করিও। তবেই তোমার বন্ধুগণ জানিবে ও বিশ্বাস করিবে যে, তুমি শুধু যাহা উচিত ও ন্যায, তাহাই করিতে ইচ্ছা কর।

গভীর চিন্তা করিতে অভ্যাস করিও। কার্য্যকরী করিতে হইলে, আর্থিক মূলধনকে যেমন, মানসিক মূলধনকেও তেমন উত্তমরূপে খাটাইতে হইবে—ঠিকভাবে বন্দোবস্ত করিয়া ঠিক কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ—ফলাকাঙ্ক্ষা যদি বড় উচ্চ হয়,—সতর্ক, গভীর ও ঐকান্তিক চিন্তার আবশ্যক।

প্রথম বয়সেই বিবাহ করিও—২২।২৩ বৎসরের পরে যত শীঘ্র সম্ভব হয়, ব্যবসায়ী লোকের বিবাহ করা উচিত। স্ত্রীনির্ব্বাচনে প্রথমে হৃদয়। তৎপরে মন ও সর্ব্বশেষে শরীর দেখা উচিত।

গৌণভাবেই হউক, আর মুখ্যভাবেই হউক, যাহা কিছু সিদ্ধিলাভে সহায়তা করিতে পারে, তাহারই সুযোগ গ্রহণ করিও। যে সকল সংবাদ ও ধারণা, তৎপক্ষে উপকারী হইতে পারে, সে সমুদায়ের সংগ্রহে ব্যবসায়ীর সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকা উচিত। হিতকরী ও উন্নতিবিষয়ক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করা ব্যবসায়ীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

কোন অনুগ্রহ ও উপকার প্রাপ্তির কথা বিস্মৃত হইও না ! কারণ অকৃতজ্ঞতা মনুষ্যান্তঃকরণের নীচতম ভাব। সংসার অকৃতজ্ঞের প্রতি ন্যায্য ও স্বাভাবিক বিদ্বেষ পোষণ করে।

জন্মভূমিকে সর্ব্বদা সম্মান করিও—সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, আমাদের দেশটিই দরিদ্রের পক্ষে সর্ব্বোত্তম দেশ।

নিউ অরলিন্সের কোটি-পতি সুবিখ্যাত মিঃ জন্ ম্যাক্ ডোনাফ্, মৃত্যুর পরে তাঁহার কবরের উপর এই উপদেশটি খোদিত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন :—

"সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, পরিশ্রম আমাদের অস্তিত্বের একটি সর্ত্ত। সময়, সুবর্ণের মত মূল্যবান্ একটি মুহূর্ত্তও না হারাইয়া সবটিরই হিসাব রাখিও। যেমন ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর—অন্যের প্রতি তেমনই ব্যবহার করিও। যাহা তোমার নিজের নয়, তার জন্য লোভ করিও না। কোন জিনিষকেই এত ক্ষুদ্র মনে করিও না যে ইহা দৃষ্টির অযোগ্য। যাহা প্রথমেই আসে না (যাহা দুষ্প্রাপ্য) এমন জিনিষ বাহির করিও না। উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত কখনো ব্যয় করিও না। খুব উত্তম নিয়মে জীবনের কার্য্যকলাপ যেন পরিচালিত হয়। জীবনযাত্রা যত বেশী শুভ করিতে পার, তাহারই চেষ্টা করিও। স্বচ্ছন্দতার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহার কিছু হইতেই আপনাকে বঞ্চিত করিও না—কিন্তু সম্মানজনক সরলতা ও মিতাচারের সঙ্গে দিন কাটাইও। আর, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রম করিও।"

অষ্টম অধ্যায়।

উদ্দীপনা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিদ্ধিমার্গ কণ্টকময়। ঐকান্তিক আগ্রহ, দৃঢ়নিষ্ঠা, সংকল্পের অবিচলতা, অদম্য উৎসাহ, অমানুষিক পরিশ্রমশীলতা ও অধ্যবসায় ব্যতীত কেহই এই কণ্টকরাশি অতিক্রম করিয়া, কুসুম-কোমল সিদ্ধি-রাজ্যে পদার্পণ করিতে পারে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সমূহে, যে যে সাধন-অস্ত্র অবলম্বন করিয়া এই বিপদ্-সঙ্কুল পন্থা অতিক্রম করা যাইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা গিয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে, গভীর নৈরাশ্যের মুহূর্ত্তে যাহাতে সিদ্ধপুরুষগণের জীবনের আনুষঙ্গিক বিপত্তি ও তদতিক্রম-প্রণালী দেখিয়া, সিদ্ধ্যর্থী আশা ও শান্তি-লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে কতিপয় সিদ্ধপুরুষের জীবনী হইতে কয়েকটি উদ্দীপক ঘটনা বিবৃত করিতেছি। বিপন্ন যুবকের নিরাশ হইবার কারণ নাই—মানুষকে বিপদে পাতিত করিয়া ভগবান্ তাহার মনুষ্যত্ব বিকশিত ও প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন।

রাসায়নিক মাইকেল ফ্যারাডের নাম আজ জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু প্রথম জীবনে তাঁহাকে অসাধারণ অসুবিধা ও দুর্য্যোগ ভোগ

করিতে হইয়াছিল। দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রথম হইতেই তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টায় বিব্রত হইতে হইয়াছিল। কোন দপ্তরীর দোকানে শিক্ষানবীশিতে নিযুক্ত হইয়া, অহর্নিশ তাঁহাকে প্রভুর কার্য্যনির্ব্বাহে ব্যস্ত থাকিতে হইত। যখন অবসর পাইতেন, তখন ফ্যারাডে, রসায়ণ-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় যে সকল গ্রন্থ বাঁধিবার জন্য পাইতেন, তাহাই অধ্যয়ন করিয়া স্বকীয় জ্ঞান-লিপ্সা চরিতার্থ করিতেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আপনাকে এই ভাবে প্রস্তুত করিয়া এবং এদিকে কার্য্যকুশলতা দ্বারা প্রভুর সন্তুষ্টিসাধন করিয়া, ফ্যারাডে তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, কোন বন্ধুর সাহায্যে স্যার্ হাম্ ফ্রে ডেভির শেষ বক্তৃতা চতুষ্টয় শুনিবার সুবিধা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি ডেভির দৃষ্টি-পথে পতিত হইলেন—এবং ক্রমে তাঁহার সহায়তায় উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব, টমাস্ আর্স্কিন্ প্রথমজীবনে বাধাবিপত্তিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। সুধু নিজের যত্ন ও চেষ্টায় তিনি সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া, তৎকালীন ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে উজ্জ্বলতম আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর্স্কিনের পিতার অবস্থা অসচ্ছল ছিল; প্রথম পুত্রদ্বয়ের শিক্ষাদানের পর আর্স্কিন্‌কে তিনি যৎসামান্য শিক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আর্স্কিন্ প্রথম হইতেই, আইনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রাণপণে উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য খাটিতে লাগিলেন। এই সময়

তাঁহাকে কত যে শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। অর্থাভাবে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত অতি কদর্য্য আহার্য্যে উদর পূরণ করিয়া ও নিকৃষ্ট পোষাকে শরীর আবৃত করিয়া, অদম্য উৎসাহে তিনি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইযাও প্রথমতঃ তাঁহার অদৃষ্টে সেই কষ্টভোগই রহিয়া গেল। হঠাৎ একদিন সৌভাগ্যদেবী তাঁহার উপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। দৈবাৎ একটি বড মোকদ্দমার ভার তাঁহার হস্তে পতিত হইল। ইহাতে তিনি কেবল যে জয়লাভ করিলেন, তাহা নহে;—বিচারক, জুরী, সহব্যবসায়ী ও মক্কেলগণ, তাঁহার যুক্তিতর্ক ও ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন; এই উপলক্ষ্যে মোকদ্দমাকারীদিগের মধ্যে তাঁহার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইল। ড্যাভেন পোর্ট এ্যডাম্‌স্ যথার্থই বলিয়াছেন—"সেই দিন প্রাতে তিনি নিরন্ন ভিক্ষুক বেশে বিচারালয়ে প্রবেশ করিলেন, এবং সন্ধ্যাবেলায় সেখান হইতে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া বাহির হইলেন"।

'এনামেলের' বাসন-পত্রে আজ সমগ্র পৃথিবী ভর-পুর। কিন্তু চির-লুপ্ত এনামেল্-শিল্পের পুনরুদ্ধার কল্পে যে মহাপুরুষ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই বার্ণার্ড প্যালিশির নাম কয়জনে জানেন? প্যালিশি একজন ফরাসী কুম্ভকার। যখন প্রথম ইনি এই লুপ্ত ও অজ্ঞাতরহস্য শিল্পে মনোনিবেশ করিলেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে কেবল নিরুৎসাহের কুজ্ঝটিকা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। আত্মীয়,বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত,

অপরিচিত, এমন কি তাঁহার সহধর্ম্মিণী পর্য্যন্ত তাঁহাকে আকাশ-কুসুম-প্রয়াসী বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। অহো-রাত্র উদ্দেশ্য-সাধনে অনন্যমনে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কোন পন্থাই অবলম্বন করিতে পারিলেন না। ক্রমে সাংসারিক অবস্থা ভীষণ রূপে শোচনীয় হইয়া পড়িল। শেষে এমন হইল যে, নিজের কার্য্যসাধনার্থ যে অগ্নি প্রজ্বালনের আবশ্যক হইত, তাহার জন্য কাষ্ঠ ও কয়লা পর্য্যন্ত তিনি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি গৃহের আস্‌বাব সমস্ত অগ্নিতে আহুতি পড়িতে লাগিল; অর্দ্ধাশন হইতে অনশন আরম্ভ হইল; শীর্ণ-বিবর্ণ অনাহার-ক্লিষ্ট প্রাণোপম শিশুসন্তানদের ক্রন্দনধ্বনিতে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল।—নিজের শরীর শুকাইয়া অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। লোক-নিন্দা ও তিরস্কারে তিনি আর পথে বাহির হইতে পারেন না—চোরের মত পলাইয়া তাঁহাকে চলা-ফেরা করিতে হয়। কিন্তু কিছুতেই দৃঢ়নিষ্ঠ প্যালিশির ভ্রূক্ষেপ নাই; জীবন-মরণ পণ করিয়া যাঁহারা উদ্দেশ্য-সাধনে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদের অন্য কোন চিন্তাই থাকে না। এবং যাঁহারা সিদ্ধির জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করেন, একদিন ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহাদের উপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করেন। অবশেষে কর্ম্মবীর প্যালিশির দুঃখাবসান ঘটিল; লুপ্তশিল্পের পুনরুদ্ধার হইল। আকাশ-কুসুম-প্রয়াসী বার্ণার্ড প্যালিশি, জগতের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া, উপহাসকারী বন্ধু-বান্ধবের সমাদর লাভ করিলেন।

ইংলণ্ডের লর্ড চান্‌সেলার লর্ড এল্‌ডনের জীবনী, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশোন্মুখ যুবকমাত্রেরই পাঠ করা উচিত। ঈদৃশ মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত গভীর নৈরাশ্যের মুহূর্ত্তেও হৃদয়ে নূতন বল ও আশার সঞ্চার করিয়া থাকে। ইঁহার প্রকৃত নাম জন স্কট্। নিউ ক্যাসেলের সামান্য একজন কয়লা-ওয়ালার গৃহে ইহাঁর জন্ম হয়। বাল্যজীবনে, ভাবী উজ্জ্বলতা ও উন্নতির তিনি কোন নিদর্শনই দেখাইয়াছিলেন না। দরিদ্র পিতা সামান্য একটি পাঠশালায় স্কট্‌কে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন; সেখানে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন প্রতিপত্তি লাভ না করিলেও, দুরারোগ্য অলসতা ও অনিষ্ট-প্রিয়তার জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ে পুত্রের অমনোযোগিতা ও অক্ষমতা দেখিয়া পিতা তাঁহাকে স্বকীয় ব্যবসায়ে অথবা কোন মুদী-দোকানে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু স্কটের সৌভাগ্য-ক্রমে এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অক্স্‌ফোর্ডে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন; স্কট্‌কে তিনি, পিতার নিকট বলিয়া স্বসমীপে আনয়ন করিলেন। এখানে আগমনের পর, স্কটের একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল—আলস্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন ও একটি বৃত্তি লাভে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তাঁহার এ সৌভাগ্য বড় বেশীদিন স্থায়ী হইল না। অবকাশের সময় বাড়ী আসিলে সহায়সম্পদ্‌বিহীনা কোন গুণবতী সুন্দরীর সহিত তাঁহার মনোমিলন সংঘটিত হইল। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের অনুমতি প্রাপ্ত

না হইয়া স্কট ইঁহাকে লইয়া দেশান্তর গমনে বাধ্য হন ও তথায় তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। কপর্দ্দকহীন জন স্কট্‌ পত্নীসমভি-ব্যাহারে কঠিন জীবনযাত্রায় প্রবেশ করিলেন। অক্সফোর্ডে তিনি যে বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিবাহিতের জন্য ছিল না। সুতরাং বিবাহের পরে তিনি বৃত্তিটি হইতেও বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু এখন আর তাঁহার আলস্য কি ঔদাস্য নাই—প্রাণোপমা পত্নীর সুখস্বচ্ছন্দতার চিন্তা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আইন্ অধ্যয়নে সংকল্প করিয়া সপত্নীক তিনি লণ্ডনে প্রস্থান করিলেন, এবং একখানা গৃহ ভাড়া করিয়া প্রাণপণে উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সাধকের অবস্থায় তাঁহাকে অমানুষিক শ্রম করিতে হইত—সকাল চারিটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া অক্লান্তভাবে গভীররাত্রি পর্য্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করিতেন। পয়সা ব্যয় করিয়া যে, কোন উকীলের উপদেশ গ্রহণ করিবেন, এমন শক্তি তাঁহার ছিল না, নিজের হাতে "নজীরের" তিন খানা গ্রন্থ নকল করিয়া উপদেশ-লাভের কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহাকে অসাধারণ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল; প্রিয়তমা পত্নীকে লইয়া অতি কদর্য্য ভোজ্যে কোন প্রকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইত। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার লক্ষ্য বিচ্যুতি ঘটে নাই। উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে স্কট্‌ আইনের কঠিন তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। এত দুঃখযন্ত্রণা ভোগের পর তিনি ওকালতীর সনন্দ লাভে সমর্থ হইলেন। কিন্তু এখনো ভাগ্যদেবী তাঁহার

উপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন না। গৃহহীন জনস্কট্ ভাড়াটিয়া গৃহে থাকিয়াও সপত্নীক অনশন-ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন ;- মকেল এখনো যুটিতেছে না। প্রথম বৎসর ইংলণ্ডের এই ভাবী লর্ড চ্যানসেলার নয়টি মাত্র শিলিং উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন ! কিন্তু পরীক্ষারও একটা সীমা আছে— ভগবান্ দৃঢ়নিষ্ঠ সাধককে চিরকাল যন্ত্রণার মধ্যেই নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখেন না। একদিন একটি কঠিন মোকদ্দমা তাঁহার হস্তে পতিত হইল। স্কট্ ইহাতে জয়লাভ করিয়া আপনার বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তায় সকলকে চমৎকৃত করিলেন। তদবধি তাঁহার পশার ও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতেই তিনি সরকারী উকীল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্য বিকশিত হইয়াছে মাত্র। ক্রমে সলিসিটার জেনারেল ও এ্যাটর্ণি জেনারেলের পদ অধিকার করিয়া, স্কট্ অবশেষে লর্ড চ্যান্সেলারের পদবীতে উন্নীত হইলেন। সাধু যাহার ইচ্ছা, ভগবান্ নিশ্চয়ই তাহার সহায় হইবেন। সাধককে তিনি মধ্যে মধ্যে বিপদে পাতিত করিয়া থাকেন সত্য—কিন্তু তাহা তাহার ইচ্ছার সাধুত্ব পরীক্ষার জন্য মাত্র।

ফরাসী ঔপন্যাসিকদের উজ্জ্বলতমরত্ন বল্জাকের জীবনীও কম শিক্ষাপ্রদ নহে। প্রথম হইতেই তিনি আপনাকে যথার্থ-রূপে ওজন করিয়া, জীবনের উদ্দেশ্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন— সাহিত্য-সেবা। জনক ও আত্মীয়স্বজন চিনিতে না পারিয়া, তাঁহাকে একজন "নোটেরীর" অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে

ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। বল্‌জাক্ বিদ্রোহী হইয়া পড়িলেন; আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন—সাহিত্য সেবা করিয়া মানুষ হয় রাজা নয় ভিখারী হইয়া থাকে। এমন বিপদ্‌-সঙ্কুল পথে পদার্পণ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বল্‌জাক্ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পিতা তাঁহাকে ২৫টি ফ্রাঙ্ক মাত্র মাসহারা বরাদ্দ করিয়া গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন ও তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করিলেন। বল্‌জাক্ ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। অদম্য উৎসাহে অনন্যমনাঃ হইয়া তিনি সাহিত্যসেবা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ কিছুতেই তিনি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না; দরিদ্রতার প্রকোপও বড় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের বলে শীঘ্রই তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ফরাসি-সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং পরিশেষে উপন্যাসকারদের মধ্যে সিংহাসন লাভ করিলেন।

অর্থোপার্জ্জনে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন ও করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় নিরনব্বই জনই কুটীরহীন, দরিদ্রতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথম জীবনে অতিমাত্রদুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে দু'চারিটিমাত্র জীবনীর উল্লেখ করিব।

আমেরিকার ওহিও প্রদেশস্থ হার্ডসনের সুবিখ্যাত টি, বি, টেরির নাম এতদ্দেশেও অনেকের নিকটই বোধ হয় পরিচিত।

১৮৪৩ খৃঃ অব্দে একজন ধর্ম্মযাজকের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যাভ্যাস করেন ও পরবর্ত্তী বৎসর দারপরিগ্রহ করেন। উভয়ের সম্মিলিত অর্থও যৎসামান্য হইল। কিন্তু পরিশ্রমী ও উচ্চকাঙ্ক্ষী টেরি দরিদ্রতার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে দৃঢ় সংকল্প হইলেন। কোন বন্ধুর নিকট হইতে লভ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া, মূলধন সংগ্রহ করতঃ তিনি চারি বৎসর পর্য্যন্ত গ্রামে থাকিয়াই মাখন ও পনীর ক্রয় ও চালানের কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই ব্যবসায় তাঁহার পক্ষে আদৌ সুবিধাজনক হইল না—বরঞ্চ তিনি কিঞ্চিৎ ঋণগ্রস্তই হইলেন। এতদুপরি ইতিমধ্যে দুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার দরিদ্রতার ক্লেশ আরো বর্দ্ধিত করিয়াছে—অদম্য উৎসাহী টেরি কিছুতেই ভীত বা উদ্বিগ্ন হইবার লোক ছিলেন না; তিনি নিজের বাড়ীটির পরিবর্ত্তে কিছু নিকৃষ্ট জমি বন্দোবস্ত লইলেন এবং চাষ ব্যাপার মনস্থ করিয়া সস্ত্রীক ও সসন্তান তথায় চলিয়া গেলেন। কিন্তু কার্য্যারম্ভের জন্য কিঞ্চিৎ মূলধনের আবশ্যক হইল; নিজের হাতে একটি কপর্দ্দকও নাই—বরং কিছু ঋণই আছে।

ব্যবসায়-কার্য্যে বিশ্বস্ততা অর্থের চাইতেও প্রয়োজনীয় মূলধন। টেরি বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিতেই তাঁহার সততা, সাধুতা ও বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই এসময়, তাঁহাকে সম্পদ্‌-হীন বরঞ্চ ঋণগ্রস্ত জানিয়াও, একজন বন্ধু বাৎসরিক ৭৲ টাকা

সুদে প্রয়োজনীয় মূলধন ধার দিলেন। কিন্তু তাঁহার ভার-বহনে সমর্থ কিনা, এই পরীক্ষা না করিয়া সৌভাগ্য-দেবতা কাহারো স্কন্ধে সহজে চাপিতে চাহেন না। টেরিকে প্রথমে বড় কষ্ট সহ্য করিতে হইল; চাষব্যাপারে তাঁহার আদৌ অভিজ্ঞতা ছিল না; পরিবার প্রতিপালনের জন্য অন্য কোন সংস্থান ছিল না; তদুপরি আবার কর্জ্জা টাকার সুদ যোগাইতে হইত। দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও তিনি দেখিতে পাইলেন, ফল তেমন আশাপ্রদ হইতেছে না। কিন্তু টেরি দমিবার লোক নহেন। ১২৫ একার জমি তাঁহার ছিল—৫৫ একার নিজে রাখিয়া বাকী জমি অতি অল্পমূল্যে বিক্রী করিয়া ফেলিলেন। যাহা তিনি রাখিলেন তাহার অধিকাংশই আবার 'জলা'; সহিষ্ণুতার সঙ্গে স্বহস্তে বাঁধ বাঁধিয়া বাঁধিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত জল সেঁচিয়া ফেলিলেন। অন্যের উপদেশ তিনি মনোযোগ সহকারে শ্রবণকরিতেন— কিন্তু নিজে চিন্তা না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না; অন্যে কি ভাবে চাষ করে, তাহা তিনি গ্রাহ্য করিতেন না; স্বকীয় রুচি দেশের রুচি ও জমির ক্ষমতা বিচার করিয়া তিনি চাষ ও বপন করিতেন। অনেক জিনিষে হস্তক্ষেপ না করিয়া অল্প কয়েকটি মাত্র তিনি অত্যুত্তমরূপে জন্মাইতে সংকল্প করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার শীতাতপ, রৌদ্রবৃষ্টি কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য ছিল না—লক্ষ্য ছিল এক, দরিদ্রতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ। ক্রমে তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের মধ্যে তিনি সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিলেন। দুই বৎসর পরে

অজস্র অর্থব্যয় করিয়া বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি বিস্তর ব্যয় করিয়া একটি গোলাবাড়ী নির্ম্মাণ ও নূতন প্রণালীর সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জাম ক্রয় করিলেন। এইরূপে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে তিনি, দরিদ্রের ঘরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও, জগতের একজন প্রধান ধনাধিপতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নিউইয়র্ক হেরাল্ড-নামক সুবিখ্যাত সংবাদ-পত্র-প্রতিষ্ঠাতা জেম্স্ গর্ডন্ বেনেট্—একজন অসামান্য কর্ম্মীপুরুষ ছিলেন। বিপদে অধীরতা, পরিশ্রমে ঔদাস্য, অকৃতকার্য্যতায় নিরুৎসাহিতা কাহাকে বলে তাহা ইনি জানিতেন না। স্কটল্যাণ্ডে ইঁহার জন্ম; প্রায় বিংশতিবর্ষ বয়ক্রমকালে, অর্থোপার্জ্জন মানসে, আমেরিকার বোষ্টন নগরে, সুস্থ ও সবল দেহ লইয়া কিন্তু রিক্তহস্তে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা না হওয়াতে ১৮২২ খৃঃ অব্দে বোষ্টন পরিত্যাগ করিয়া বেনেট্ নিউইয়র্কে উপস্থিত হইলেন। এখানে একটি সংবাদপত্রের আফিসে তাঁহার একটি কর্ম্ম হইল কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি ইহাতে স্থায়ী হইতে পারিলেন না। তখন চার্‌ল্‌ষ্টন্ নগরে "চার্‌ল্‌ষ্টন্ কুড়িয়ার" নামে একখানা খবরের কাগজ চালিত হইতে ছিল, ও ইহার স্পেইন্ ভাষাভিজ্ঞ অনেক গ্রাহক ছিল। বেনেটের স্পেইন্ ভাষায় কিঞ্চিৎ দখল আছে অবগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সংবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারী তাঁহাকে সহকারী সম্পাদকের কার্য্য অর্পণ করিলেন; কিন্তু এই কার্য্যেও তিনি দীর্ঘকাল তিষ্ঠিতে পারিলেন

না। আবার নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কার্য্যান্তর অভাবে, কিয়ৎকাল তাঁহাকে শিক্ষকতা করিতে হইল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার আদৌ সুবিধা হইল না। তখন বেনেট্ অর্থনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিলেন—ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষাও নিস্ফল হইতে হইল। কিন্তু অদম্যউৎসাহপূর্ণহৃদয় যুবক এত ক্রমিক নিস্ফলতা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র নিরাশ কি হতাশ্বাস্ হইলেন না। আবার এক সংবাদ-পত্র-আফিসে, সামান্য বেতনে নিযুক্ত হইয়া, উদ্দেশ্য-সাধনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে "কুডিয়ার এ্যাণ্ড এন্‌কোয়ারার"-নামক অন্য এক সংবাদপত্রের ভার গ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বেনেট্ তাহাতেই লাগিয়া থাকিলেন। কিন্তু এখানেও সুবিধা বোধ না হওয়াতে স্বয়ংই "গ্লোব্" নাম দিয়া একখানা খবরের কাগজ বাহির করিলেন। ইহাও বড় বেশী দিন চলিতে পারিল না; যে খবরের কাগজে সাধারণের মতামত প্রতিফলিত না হয়, তাহা সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতারূপ আহার্য্যের অভাবে অকালে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু এখানেই বেনেটের দুর্দ্দশা ও নিস্ফলতার অবসান হইল না। এবার তিনি নিউইয়র্ক পরিত্যাগ করিয়া ফিলাডেল্‌ফিয়ায় গমন করতঃ "পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ান্" নাম দিয়া একখানা প্রজাতান্ত্রিক কাগজ প্রকাশ করিলেন। "গ্লোবের" মত, সাধারণের উৎসাহ-আহার্য্যের অভাবে, ইহার অস্তিত্বও অচিরেই বিলুপ্ত হইল। কিন্তু এখন তাহার সৌভাগ্য-অরুণ পূর্ব্বাকাশে উদয়োন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। বিপদের পর বিপদে

নিক্ষেপ করিয়া, এতদিন ভগবান্ সাধকের দৃঢ়তা ও কর্ম্মকুশলতা পরীক্ষা ও বর্দ্ধিত করিয়া, এখন তাঁহায় উপর শুভাশীষ বর্ষণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমেরিকাতে তখন যত সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল, তাহারা স্পষ্টতঃই হয় প্রজাতন্ত্রের নয় রাজ-তন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল। অভিজ্ঞ বেনেটের মস্তিষ্কে এক নূতন কল্পনা প্রবিষ্ট হইল—তিনি একখানা সংবাদপত্র বাহির করিবেন ; তাহাতে পক্ষপাতিত্ব-দোষ থাকিবে না। ইহা প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্র উভয় দলেরই হইবে।

এই সংকল্প করিয়া, আবার তিনি নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহার প্রথম ও প্রধানতম অসুবিধাই হইল—প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব ; লোকজন নিযুক্ত করিতে, গৃহের ভাড়া দিতে ও প্রয়োজনীয় আসবাব প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে অর্থের আবশ্যক। তাঁহার মত সহায়-সম্পদহীন লোককে কে অর্থ সাহায্য করিবে ? কিন্তু বেনেট্ সংকল্পসাধনে পশ্চাৎপদ হইতে জানিতেন না। একখানা জীর্ণ ঘর ভাড়া করিয়া, দুইটি পিপার উপর একখণ্ড তক্তা পাতিয়া টেবিল প্রস্তুত করিলেন ; একটি মাত্র দোয়াত ও একটি মাত্র কলম সংগ্রহ করিলেন ; এবং একাকীই তিনি স্বত্বাধিকারী, হিসাব-রক্ষক, সংবাদ-বাহকভৃত্য, সংবাদদাতা, সম্পাদক ও অধ্যক্ষ হইলেন। কেবল ছাপিবার কর্ম্মটা এক ছাপাখানার সঙ্গে অতি কষ্টে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। এইভাবে সুবিখ্যাত "নিউইয়র্ক হেরাল্ড" পত্রিকার সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি হইল—এবং ১৮৩৫ খৃঃ

অব্দের ৬ই মে তারিখে "মর্ণিং হেরাল্ড" নামে জগতে আবির্ভূত হইল। ইহার প্রতি ছত্রেই পূর্ব্বপ্রচলিত সংবাদপত্রসমূহ হইতে নূতনত্ব ছিল; আকৃতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে অনেক সংবাদ থাকিত, এবং ভাষাও সরল ও মধুর ছিল। ভূমিষ্ঠ হইয়াই "হেরাল্ড" সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বেনেট্ নিজের মতামত ব্যক্ত না করিয়া—সাধারণের অভিমত গঠিত করিতে চেষ্টা না করিয়া—নূতন নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিতেও যাহা সর্ব্বসাধারণের রুচিকর হইবে তাহা প্রচার করিতে প্রাণ-পণ যত্ন করিতেন। কিন্তু এত লাঞ্ছনা ও ঝঞ্ঝাট ভোগের পর উন্নতি-সোপানে পদার্পণ করিতে না করিতেই, তাঁহার জীর্ণ আফিস-গৃহটি অগ্নিদেবের কৃপায় ভস্মীভূত হইল। কর্ম্মবীর, আক্লান্ত পরিশ্রমী বেনেট্, ভীমউৎসাহে আবার সব ঠিক করিয়া লইলেন। ইহার কিছুদিন পরে, নিউইয়র্ক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়া, সহরের ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইল। এই অগ্নিকাণ্ড অবলম্বন করিয়া বেনেট্ উন্নতি-মার্গে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ও তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া, অন্যান্য পত্রিকায় বাহির হইবার অনেক পূর্ব্বেই তিনি স্বকীয় কাগজ ছাপিয়া, সোৎকণ্ঠ পাঠকবর্গকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার কাগজের নাম ও পশার অনেক বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বেনেট্ স্বপ্রতিষ্ঠিত কাগজকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সাধারণের অনুগৃহীত করিতে শ্রমকে শ্রমজ্ঞান করিতেন না—কোন

অসুবিধা ও ক্লেশে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনার্থ তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন,—বাজার দর, সোণারূপার দর, সর্ব্বপ্রথম তিনিই দৈনিক কাগজে বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। এতদ্ব্যতীত নিউইয়র্কে যে সকল জাহাজ আসিত, ইহাদের তীরে নঙ্গর করিবার পূর্ব্বেই, নৌকা পাঠাইয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে তৎসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, কাগজে ছাপিযা ফেলিতেন। তাঁহার এত যত্ন, চেষ্টা ও শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ, সৌভাগ্য-দেবতা ক্রমেই তাঁহার উপর অধিকতর প্রসন্ন হইতে লাগিলেন। আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের সময—যখন সমগ্রজাতি যুদ্ধ-সংবাদের জন্ম উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত,—বেনেট সকল যুদ্ধস্থলেই সংবাদদাতা রাখিয়া নূতন খবর সংগ্রহ ও প্রচার করিতেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার গ্রাহক-সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। এই ভাবে ভীষণ শ্রম ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, বেনেট, এই দৈনিক কাগজ-খানাকে সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, এবং বিস্তর সঞ্চয় রাখিয়া, ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

অন্নবস্ত্রহীন কঠোর দারিদ্র্যের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে, মানুষ আত্মচেষ্টায় ক্রোরপতি হইতে পারেন, খনিওয়ালা জন, ডব্লিউ, ম্যাকে তাহার অন্যতম নিদর্শন। আয়র্লণ্ডের ডাব্লিন নগরে, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে এক পর্ণ কুটীরে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। তখন স্বদেশের কর্ম্ম-ক্ষেত্র অপ্রশস্ত হইয়া পড়াতে, আয়র্লণ্ডের অনেক অধিবাসীই

আমেরিকায় যাইয়া কর্ম্ম ও বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাল্যকাল অতিক্রম করিতে না করিতেই ম্যাকেও নিউইয়র্কে যাইয়া পদার্পণ করিলেন ; তখন মূলধনের মধ্যে তাঁহার ছিল,—পরিশ্রমশীলতা, কতকগুলি সদভ্যাস ও কর্ম্মপ্রিয়তা মাত্র। এইখানে, জাহাজ-নির্ম্মাতা উইলিয়ম ওয়েব সাহেবের অধীনে, ম্যাকে, কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই, ক্যালিফর্ণিয়ায় স্বর্ণ-খনি আবিষ্কারের কথা রাষ্ট্র হইয়া সভ্যজগতে একটা মহতী উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। সুবর্ণলোভে অসংখ্য লোক যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, রকী পাহাড়ের অপর পার্শ্বে ধাবিত হইতে লাগিল। জাহাজে লোক ধরে না ; যাহাদের জাহাজ-ভাড়া বহন করিবার শক্তি নাই, তাহারা পদব্রজেই, শীতাতপ, ঝড়বৃষ্টি, আদিম-অধিবাসী-দিগের নিষ্ঠুর আক্রমণ, সকল উপেক্ষা করিয়া, দুর্গম পার্ব্বত্য পথে সুবর্ণ-মন্দির ক্যালিফর্ণিয়া-উদ্দেশে যাত্রা করিল। বালক ম্যাকেও এই উত্তেজনা-স্রোতের আকর্ষণ হইতে অব্যাহতি পাইল না। খনি-বিদ্যা তাহার আদৌ ছিল না। কিন্তু সিদ্ধিলাভের জন্য যে মূলধন বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা তাহার যথেষ্ট ছিল। যৌবনকাল. কর্ম্মক্ষম বলিষ্ঠ দেহ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মপ্রিয় হৃদয়, দুর্ব্বার উৎসাহ—সকলই তাহার ছিল। মানুষের সাধ্য হইলে, এই ক্ষেত্রে সিদ্ধি-লাভ তাহারও হইবে, এই গভীর বিশ্বাসে বলবান্ হইয়া ১৭ বৎসরের বালক ম্যাকে ভগবানের নাম স্মরণ-পূর্ব্বক, প্রভুর জাহাজে ক্যালিফর্ণিয়া-উদ্দেশে যাত্রা করিল

এবং সিয়েরা প্রদেশে উপস্থিত হইয়া খনির কার্য্য আরম্ভ করিল। একাকী, মৃত্তিকাখনন যন্ত্র লইয়া, শীতাতপে, ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শরীরের ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া, ম্যাকে খনি খুঁড়িতে লাগিল।

এত লোক-সমাগমে নিত্যব্যবহার্য্য ও অনুপেক্ষণীয় জিনিষ পত্রাদির মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথাপি এখানে ম্যাকে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতেও সমর্থ হুইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণের তৃষ্ণা এখানে মিটিবার নহে বুঝিতে পারিয়া, তিনি "ইউনিয়ান" নামক খনির একাংশে কার্য্য করিবার জন্য নেবাডায় প্রস্থান করিলেন। এখানে প্রথমে ম্যাকের লাভ না হইয়া লোকসানই হইল। সঞ্চিতপূর্ব্ব যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী কোন খনিতে কর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই কার্য্যে তাঁহার দ্বিগুণ সুবিধা হইল; একদিকে কিঞ্চিৎ মূলধন সংগ্রহ করিলেন, ও অপরদিকে খনির কার্য্য সম্পাদন-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। মোটকথা, এখানেই তাঁহার উন্নতির প্রথম ইষ্টক প্রোথিত হইল। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিলেও, ম্যাকে দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন না। ক্যালিফর্ণিয়ায় আসিয়া কত লোক ক্রোরপতি হইয়াছেন, আরো কত হইবেন; কিন্তু ম্যাকে বলিতেন,—"আমার আশা অত উচ্চ নহে; জননীকে লইয়া, ভবিষ্যজ্জীবনে যাহাতে দরিদ্রতা ও অভাবের ক্লেশ ভোগ করিতে না হয়, তাহাই আমি চাই।"

খনির কাজ বড় ক্লেশজনক। ইহাতে কেবল যে অমানুষিক শারীরিক শ্রম করিতে হয়, তাহা নহে; বুদ্ধিবৃত্তিটিরও বিশেষ

পরিচালনা করিতে হয়; তদুপরি সৌভাগ্য-দেবতা ইহাদিগকে লইয়া বড় বেশী লীলাখেলা করিতে থাকেন—কখন আশাতিরিক্ত সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনায় হৃদয় উৎসাহে নৃত্য করিতে থাকে; কখনো আবার সর্ব্বনাশ বিকট বদনে সম্মুখীন হইয়া দুই হস্তে হৃদয় পেষণ করিতে থাকে। ম্যাকেকেও প্রতিমুহূর্ত্তে আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান হইতে হইয়াছে।। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব ছিল এইখানে,—কখনো তিনি ভরসাহীন হয়েন নাই; তাঁহার দৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস ছিল, মানুষ যাহা করিয়াছে, মানুষ তাহা করিতে পারে; বিপদ্ যতই দুরতিক্রম্য হউক্ না কেন, তিনি তাহা অতিক্রম করিবেনই। আর একটু বিশেষত্ব তাঁহার ছিল—তিনি মস্তিষ্ক লইয়া কার্য্য করিতেন, এবং হাতে কলমে কাজ করিয়া করিয়া বিস্তর কর্ম্মজ্ঞ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যখন তিনি "কেন্টাক্" খনিতে গমন করিলেন, তখন এই অর্জ্জিতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা তাঁহার অনেক সাহায্য করিয়াছিল। এখানে কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত বড়ই সুবিধা হইল; কিন্তু শীঘ্রই আবার অসুবিধার বন্যা আসিয়া সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিল। একাকী আর সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না দেখিয়া, ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ভার-জিনিয়ার ওয়াকার সাহেবের সঙ্গে তিনি যৌথ কারবার আরম্ভ করিলেন। তৎপরবর্ত্তী বৎসর আরো দুইজন অংশী জুটাইয়া লইলেন। এখন তাঁহাদের বাজারে বেশ সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—মূলধনও যথেষ্ট হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহারা একটা বিস্তৃত জায়গা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন—এখানেই তাঁহাদের কুবের-ভাণ্ডার

আবিষ্কৃত হইল। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে এখান হইতে স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছিল ; কিন্তু এখানে যে প্রভূত রৌপ্য ভূগর্ভের নিম্নতর স্তরে লুকায়িত ছিল, তৎপ্রতি কেহই ইতঃপূর্ব্বে মনোযোগ করে নাই। ইঁহারা সেই রৌপ্য বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাস মধ্যে তাঁহারা ৭৩৭১০০২৯ ডলার (৫ ডলারে এক পাউণ্ড) মুনাফা পাইলেন ! এখনো ম্যাকের কর্ম্মময় জীবনের অবসান হয় নাই ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস হইতেই পাঠকবর্গ তাঁহার ঐশ্বর্য্যের একটা অনুমান করিতে পারিবেন। পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর ধনপতিদের মধ্যে ইনিও একজন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ১২০০০০০০ ডলার মূলধন দিয়া তিনি পোষ্টাল টেলিগ্রাফ কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সঞ্চয়ের এক চতুর্থাংশেরও কম। বিলাসিতায় ও সুখস্বচ্ছন্দতা-ভোগে সস্ত্রীক ইনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন—কিন্তু এ যে অফুরন্ত ভাণ্ডার। সৎকার্য্যেও ম্যাকের বদান্যতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

আবিষ্কারক, শকটনির্ম্মাতা ও নগরপ্রতিষ্ঠাতা সুবিখ্যাত জর্জ্জ এম্ পূলম্যান্‌ও একজন অসাধারণ কৃতী পুরুষ। ১৮৩১ খৃঃ অব্দের মার্চ্চমাসে নিউইয়র্ক প্রদেশে ইঁহার জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে না হইতেই জর্জ্জ পিতৃহীন হইয়াছিলেন। সুতরাং নাবালক সহোদরগণের ও জননীর সম্পূর্ণ ভারই তাঁহার উপর বাল্যকালেই পতিত হয়। দরিদ্র পিতার কোনো সঞ্চয় ছিল না। বাধ্য হইয়া জর্জ্জকে এক আস্‌বাব্‌ওয়ালার দোকানে চাকুরী

গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু প্রতিভাবান্ উচ্চাকাঙ্ক্ষ পূলম্যানের হৃদয় এই কর্ম্মে মোটেই শান্তিলাভ করিতে পারিল না। সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করিয়া তিনি চিকাগো প্রস্থান করিলেন। এই খানে ১৮৫৫ কি ৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি চিকাগো এবং এ্যাণ্টন্ নামক রেইলওয়ে কোম্পানীর নির্ম্মাণ-বিভাগের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। এই সময়ে যাত্রিগণের শয়নের ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইযা কোম্পানী তাঁহাকে দুইখানা পুরাতন গাড়ী লইযা শয়নের কোনো বন্দোবস্ত করিতে পারেন কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে বলিল। তিনি এই কার্য্য তখনকার হিসাবে বেশ ভালরূপেই সমাধা করিয়া দিলেন। এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্ট শয়ন-শকট নির্ম্মাণের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে মূলধনের আবশ্যক, তাহা সংগ্রহার্থ কলোরেডো যাইয়া খনির কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন ও তিন বৎসর পরে যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিয়া চিকাগো প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দূরগামী রেইল্ওয়ে লাইনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, যাত্রিগণ, শয়ন-গাড়ীর অভাব জনিত অসুবিধা, ক্রমেই অধিকতর অনুভব করিতে আরম্ভ করিযাছে। জর্জ্জ দেখিলেন—বাসনা চরিতার্থ করিবার মহাসুযোগ উপস্থিত। ৩৬০০০ ডলার ব্যয় করিয়া তিনি দুই খানা শয়ন-শকট নির্ম্মাণ করিলেন; কিন্তু কোনো রেইল্ওয়ে ম্যানেজারই এত অধিক মূল্যের গাড়ী ক্রয় করিয়া চালাইতে সাহস করিল না। তীক্ষ্ণদর্শী জর্জ্জ, চিকাগো এবং এ্যাণ্টন ও মিচিগান-সেণ্ট্রাল কোম্পানীদ্বয়ের সঙ্গে দশ-দশ বৎসরের চুক্তি

করিয়া, লাভ-লোকসানের ভার স্বকীয় স্কন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক, তাহাদের লাইনে এই গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিলেন। অনতিকাল মধ্যেই এই শয়ন-শকটের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে এত প্রসারিত হইয়া পড়িল যে, নানা দিগ্দেশ হইতে জর্জ্জের নিকট ভোজন-শকট, শয়ন-শকট প্রভৃতির জন্য অসংখ্য 'অর্ডার' আসিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল যে তিনি সকল ফরমা'স্ প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তখন তিনি আমেরিকার ফিলাডেল্‌ফিয়া সেইণ্ট্ লুই ও ডোট্রয়টে, এবং ইউরোপের ডার্ব্বি ও ব্রিগুসিতে শাখা-কারবার খুলিলেন। কিন্তু পরিশেষে কর্ম্ম এত বৃদ্ধি পাইল যে, স্বয়ং আর ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম কেন্দ্রে ঘুরিয়া তত্ত্বাবধান করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তখন তিনি সমস্ত শাখা-কারবার উঠাইয়া দিয়া, এক জায়গাতেই সকল বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার এত কার্য্য করাইতে ও এত লোক খাটাইতে হইত যে, সকলগুলি একস্থানে আনিতে গেলে, ছোট-খাটো একখানা সহরের আবশ্যক হইল। চিকাগোতে জমির মূল্য অত্যন্ত বেশী দেখিয়া ৫২ মাইল দক্ষিণে জর্জ্জ প্রথমতঃ তিন হাজার একার জমি ক্রয় করিলেন। এই জলা ভূমি তাঁহার কার্য্যোপযোগী ও কর্ম্মচারীদের বাসোপযোগী করিতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হইল; জঙ্গল কাটিতে, জল-নিষ্কাশিত করিতে, জমি উচ্চ করিতে, পাকা রাস্তা বাঁধিতে, গ্যাস্-পাইপ্ বসাইতে, ড্রেন নির্ম্মাণ করিতে শত শত লোক অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল। বহুদূরবর্ত্তী মিচিগান হ্রদ হইতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইল।

অবশেষে, দরিদ্র জর্জ্জেরই অর্থে ও তাঁহারই ব্যবসায়ের জন্য এইরূপে এক আদর্শ মহানগরী প্রতিষ্ঠিত হইল। ১০০০০০ ডলার মূলধনের ব্যাঙ্ক, বিস্তীর্ণ লাইব্রেরী, ৫০০০০ ডলারে মনোরম উপাসনা-গৃহ এবং ৩৫০০ ডলার ব্যয়ে অন্যান্য—যাহা কিছু আবশ্যক, সকলই নির্ম্মিত ও সংগৃহীত হইল। অল্পবেতনভোগী কর্ম্মচারীদের সুবিধার্থ একটি সঞ্চয় ব্যাঙ্ক (savings bank) খোলা হইল। ঔষধার্থ ব্যতীত মদ্যবিক্রয় নিষেধ-প্রচার করিয়া প্রকাণ্ড হোটেল স্থাপনা করা হইল। এবং সহরবাসীদের আমোদ-প্রমোদের জন্য ৩৫০০০ ডলার ব্যয়ে একটি থিয়েটারগৃহও প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল। এখন এখানে সুধু শয়ন-গাড়ীই নির্ম্মিত হয় না ; সর্ব্বপ্রকারের গাড়ীই পুলম্যানের কারখানায় অতি সহজে ও সুবিধামত তৈয়ার হইয়া থাকে। এই সঙ্গে যে একটি লোহার কারখানা আছে, তাহাতেও ৭৫০ জন লোক প্রত্যহ কাজ করিতেছে এবং এখানে ৩৫০ খানা শকট প্রত্যহ নির্ম্মিত হয়। দরিদ্র-পুত্র পুলম্যান্ সুধু স্বকীয় মস্তিষ্ক ও কার্য্যকরী শক্তির চালনা ও সংরক্ষণ দ্বারাই এতটা উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

বাধাবিঘ্নে বিহ্বল কি হতোৎসাহ না হইয়া প্রত্যেকেরই পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আজ যাঁহারা সিদ্ধ-পুরুষ-পদবাচ্য, তাঁহারা কখনো বিপদ্‌কে ভয় করেন নাই—বরং ভগবান্-প্রেরিত শিক্ষক স্বরূপ মনে করিয়া বিপদ্‌কে সানন্দে আলিঙ্গনই করিয়াছেন।

নবম অধ্যায়।

শেষ কথা।

পূর্ব্বাধ্যায়-বর্ণিত সাধনার নিয়ম যথাযথ প্রতিপালন করা ব্যতীতকেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, সময়ের মূল্যবোধ, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতির অভাবে অসাধারণ মস্তিষ্ক, কি, ঈশ্বর-দত্ত কোন অনন্যসাধারণ ক্ষমতা সত্বেও, কেহই কোন বৃহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে নাই। এতদ্দেশে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বর্ত্তমান সময়ে, সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এমন কথা আমাদের দেশের অতি অল্প লোকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা কোন বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব ও প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়জন কর্ম্মজগতে সেই বিষয়িনী পন্থাবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন? আর, যাঁহারাও করিয়াছেন, তাঁহারাও, অর্থোপার্জ্জনের জন্য যতটুকু আবশ্যক, তদপেক্ষা কখনো কি অধিকতর শ্রম বা সময় ব্যয় করিয়া থাকেন? সাহিত্যে, দর্শনে, গণিতে, বিজ্ঞানে, প্রতি বৎসরই ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়া কত যুবক বাহির হইতেছেন; কিন্তু ইঁহাদের কয়জন কালিদাস, ক্যাণ্ট, নিউটন প্রভৃতিকে আদর্শস্থানীয় করিয়া, জীবনগতি চালিত করিয়াছেন? ইহার কারণ,

প্রথমতঃ—পরপদ লেহন করিয়া ও পরকীয় চিন্তায় চিন্তান্বিত হইয়া আমরা একপ্রকার নির্জ্জীব জড়ভরতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি : সিদ্ধি আমরা চাহি না ; উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই—"একভাবে দিন গুজ্‌রান'ই" হইতেছে আমাদের চরম লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ—ইহার ফলে, সৎপথে, কি অসৎপথেই হউক, কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী—দৃঢ়ভাবে—চলিবার শক্তি আমাদের ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে ; আমাদের মধ্যে একদিকে যেমন সাধুমহাপুরুষের অভাব, অপরদিকে তেমন শীর্ষস্থানীয় দস্যু তস্কর প্রভৃতিরও অভাব। কোনো বিষয়ে চরমোন্নতি লাভ করিতে হইলে যে দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠা, যে সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়, যে আত্মনির্ভরতা ও আত্মসহায়তার আবশ্যক, আমাদের সে সকলেরই অভাব। পরাধীনতার দৌর্ব্বল্যে আকাঙ্ক্ষার উচ্চতা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের এবং মনের বলও আমাদের শোচনীয়রূপে কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে ; তাই, আপিসের বড়বাবুত্বই আমাদেরই চরম লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে অভাব, আত্মসম্মানবোধের উদ্রেক প্রভৃতি নানাকারণে আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়া উঠিতেছে ; আমাদের আকাঙ্ক্ষা এখন অনেক উচ্চ হইয়াছে—সিদ্ধিলাভ এখন আমাদের লক্ষ্য হইয়াছে। সাধনা আপনা হইতেই এখন ভারতময় জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

সামাজিক দোষে আর একটি সিদ্ধির অন্তরায় আমাদের দেশে উত্থিত হইয়াছে। ইহা বাল্য-বিবাহ—প্রতিপালন ক্ষমতা জন্মিবার পূর্ব্বে, অথবা স্বামীস্ত্রীর পবিত্র সম্বন্ধ বোধ হইবার পূর্ব্বে, বিবাহ।

সক্ষম হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়া অধিকাংশ স্থলেই আমাদের দেশের যুবকগণ স্ত্রীর স্বামী ও সন্তানের পিতা হইয়া পড়ে; এবং ইহাদিগের প্রতিপালনরূপ মহাদায়িত্ব তাহাদের সুকুমার স্কন্ধে নিপতিত হয়। মানুষ নিজের কষ্ট অনেক সময়ই সহ্য করিতে পারে—কিন্তু নিতান্ত নির্ম্মম পাষণ্ড অথবা অনন্যমনাঃ সাধক ব্যতীত কেহই স্ত্রীর ক্লেশ ও গঞ্জনা এবং সন্তানের অভাব-ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। যখন পরিবারের অনাহার-ক্লিষ্ট বিবর্ণমুখচ্ছবি মানস-দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তখন অন্য সকল প্রশ্ন,—হৃদয়ের আরাধ্য উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা,—"উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে"—হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই লয় প্রাপ্ত হয়। একেই ত ক্ষীণজীবি আমাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষ প্রকৃত সিদ্ধি-প্রয়াসীর অতিমাত্র অসম্ভাব; তদুপরি অবস্থাসংঘটিত, স্বকৃত অথবা আত্মীয়কৃত এই বিবাহ-ব্যাধি-প্রপীড়িত হইয়া, আমাদের যুবকগণ একেবারে খর্ব্বাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়ে। অন্য কোন মহত্তর আকাঙ্ক্ষাই তাহাদের মনে স্থান পায় না: সুধু "কেমন করিয়া দু'পয়সা আনিয়া পরিবার প্রতিপালন করিব" এই ভাবনাই তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। সিদ্ধ-মহাপুরুষ জন্মাইতে হইলে সমাজ হইতে এই মহাব্যাধির মূলোৎ-পাটন করিতে হইবে। অভিভাবক-স্থানীয় যাঁহারা—তাঁহাদিগের "বিদেশীবর্জ্জনের" অপেক্ষাও গম্ভীরভাবে পরিবার-প্রতিপালনা-ক্ষমের বিবাহ বর্জ্জনের জন্য ভগবানের নামে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নতুবা কর্ত্তব্য হেলনের জন্য ও সপরিবার একটি

লোককে চিরদারিদ্র্যের মধ্যে নিপাতিত করার জন্য এবং এই ভাবে সমাজকেও দুঃস্থ ও প্রপীড়িত করার জন্য তাঁহারা স্রষ্টার নিকট ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ দায়ী হইবেন। আর যুবকগণেরও সক্ষম না হইয়া বিবাহ করিয়া দরিদ্র ও ব্যর্থজীবনের সংখ্যা বৃদ্ধি করিব না, এই মহাপ্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা বিধেয ও কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, এক দরিদ্রতা-দোষে অন্য সকল গুণ নষ্ট হয়। ইহা এক কলসী দুগ্ধে এক ফোটা মাত্র গোমূত্র সদৃশ। আমরা ইহা হাড়ে হাড়ে, মজ্জায মজ্জায উপলব্ধি করিতেছি। অতএব আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, যাহাতে এমন সর্ব্ব-গুণনাশী দরিদ্রতার আর বৃদ্ধি না হইতে পারে।

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকারের

অন্যান্য গ্রন্থ—

সিন্ধু-গৌরব।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বঙ্গবাসী স্ত্রী পুরুষের অবশ্য পাঠ্য।

সিন্ধু-গৌরব—শুধু সিন্ধুর নহে, সমগ্র হিন্দুস্থানের গৌরবোজ্জল কোহিনুর।

সিন্ধু-গৌরব—দিব্য স্বদেশপ্রেমের, পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের, নিস্কাম দৈবপ্রেমের এবং জ্বালাময় সকামপ্রেমের— পবিত্র উজ্জল ছবি।

সিন্ধু-গৌরব—

উদ্দাম যৌবনে জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিতা যোগিনী সাজিয়া

যিনি— জননী জন্মভূমির জন্য

প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন,

পাঁচশত বৎসরের মত

পরাজয় কালিমা ও দাসত্ব কলঙ্ক যাঁহার অতুল কৌশলে ভারতের অদৃষ্টপট হইতে বিধৌত হইয়াছিল, সেই—

সিন্ধুরাজ-দুহিতা ভারত গৌরব

অমলা কীর্ত্তিমতীর চিত্র!

সিন্ধুগৌরব— ভারতের নিজস্ব ধন

ত্রিলোক বিশ্রুত

জহরব্রতের

প্রথম যজ্ঞ—

অমৃতে ভীষণ, ভীষণে অমৃত!

সিন্ধু-গৌরব—সংসারের মলিনতামুক্ত দৈবীপ্রভায় উদ্ভাসিত মহা-সাধকের পূত চরিত্র।

সিন্ধু-গৌরব—প্রেমনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ বিজয়ী মোস্লেম-কুলতিলকের উজ্জ্বল জীবনালেখ্য।

সিন্ধু-গৌরব—আলোক, গৌরব এবং আলোক গৌরবের অতুলনীয় গৌরব।

সিন্ধু-গৌরব—পরিপাটি মুদ্রণে, স্বর্ণবন্ধনে সুন্দর।

মূল্য—এক টাকা চারি আনা মাত্র।

গ্রন্থকার কর্তৃক অনুবাদিত

মিসেস হেন্‌রী উডের

জগদ্বিখ্যাত

ইষ্ট্‌লীন।

ইষ্ট্‌লীন,—ইষ্ট্‌লীন,—লক্ষে লক্ষে যাহার সংস্করণ, সংস্করণে সংস্করণে যাহা লক্ষ,—

যাহার তুল্য উপন্যাস

আজি পর্য্যন্ত আর সৃষ্ট হয় নাই।

এ তাহারাই—

অবিকল, সুন্দর, সুললিত,

সুমধুর, সচিত্র,—

অনুবাদ।

লিখিয়া ইহার পরিচয় দেওয়া যায় না।

যদি মূল ইষ্ট্‌লীন পড়িয়া থাকেন, ইহা একবার পড়ুন।

যদি ইষ্ট্‌লীন না পড়িয়া থাকেন—ইহা সহস্রবার পড়িবেন।

মূল্য, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—২॥০ আড়াই টাকা।

(২) অভিমতে—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—"লুপ্তপ্রায় কথাগুলির রক্ষা—বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন করা হইয়াছে।"

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টি,—"অতিশয় আদরণীয় হইবে।"

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, এম, এ, বি, এল,—"ঠাকুরমার ঝুলি লইয়া আমার ঘরের বালক বালিকাগণ উন্মত্ত হইয়া আছে, এই ঝুলি চিরস্থায়ী করিয়া আপনি বঙ্গবাসী সকলের আন্তরিত কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, সি, আই, ই—"এই অভিনব গ্রন্থ—পাঠ করিতে আমার মত বৃদ্ধেরও ঔৎসুক্য জন্মে।"

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় এম, এ, বি, এল—"অপূর্ব্ব কবিত্বের আধার—কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল।——দেশী স্বদেশী,——আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা।'

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—"অতীব সুখপাঠ্য ও মনোরম। আমাদের, অশেষ ধন্যবাদ——"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল—"বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি,—চিত্তাকর্ষক।"

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এ,—"এই বহিতে বাংলা ভাষায় প্রচুর উপাদান, —দেশের একটা অভাব পূরণ হইবে।"

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এম, .এ, বি, এল—"চিরপ্রিয়, অনির্ব্বচনীয় মোহ।"

শ্রীযুক্ত শিবোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,—"মধুস্রাবী সঙ্গীত—চিরপ্রিয় ভাষা।"

শ্রীযুক্ত জলধর সেন—"ঝুলি অক্ষয় হউক।'

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ—"৬৫ বৎসর বয়েসে,—'ঝুলি' পড়িতে পড়িতে ৬০ বৎসর কমিয়া যাইল।'

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু— "বঙ্গসাহিত্যে নূতন জিনিষ—এরূপ নূতনত্ব আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই।"

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—"বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অতিশয় আনন্দ ও আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকে।"

শ্রীল শ্রীযুক্ত বড়ঠাকুর সমবেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ বাহাদুর,—"বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বপ্রথম—বাঙ্গালার শিশু-বৃদ্ধ-যুবার কাছে স্বপ্নরাজ্যের সজীব ফটোগ্রাফ। দেশের জল-মাটির মত—কল্পনা স্নিগ্ধ, দেশের সম্পদ।"

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম, এ, বি, এল— "অজানা পরীস্থানের সৌন্দর্য্য,—সুধা ছাঁকা ননীর ভোগ—অমৃতে পূর্ণ।—নন্দনকাননের পারিজাত,—মায়ের চিরমধুময় মোহিনী মন্ত্রপূত ভাষা,—স্বপ্নরাজ্য জাগ্রত রাজ্যে।"

কবি শ্রীযুক্ত মানকুমারী বসু—"বঙ্গভাষার অঙ্গে রত্নালঙ্কার।—* * যে গ্রন্থ এই সংসারচক্র নিষ্পেষিত জীবনে সেই শৈশবের সুখময়ী আনন্দময়ী স্মৃতিকে এমন করিয়া জাগাইতে পারে, তাহা আমি বারংবার না পড়িয়া শিশুদের হাতে দিতে পারিব না।"

(৩) মতামতে—

"Thakurmar Jhulee has marked out an epoch in our Bengali literature" — Bande mataram

'Lislening to grandmothers of old" — Amritabazar Patrika

"A store house of Amusing tales" — Bengalee

"দেখিব, কি, পড়িব!—আমোদ আছে, শিক্ষা আছে।" — বঙ্গবাসী।

"বাঙ্গালার রূপকথা বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইতেছিল, দক্ষিণাবাবু তাহা তুলিয়াছেন।" — হিতবাদী।

"সূতিকাগার হইতে কর্ম্মজীবনের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত, যে সঙ্গীত, যে কাব্য, যে অমৃতময় মধুর কাহিনী—দেশের ছেলেকে মাতাইয়া জাগাইয়া রাখিতে পারে, তাহা ঠাকুরমার ঝুলি—' — নবশক্তি।

"এই স্বপ্নের কাহিনী শিশুর কল্পনা উদ্বুদ্ধ করিবে, বর্ষীয়ানের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইবে।" — সময়।

"প্রাচ্য প্রতীচ্যের জয় পরাজয়ের সন্ধিক্ষণে—মজুমদার মহাশয়—বাঙ্গলার এই খাঁটি স্বদেশী অমূল্য রত্নভাণ্ডার যত্নে রক্ষা করিয়া সমস্ত বাঙ্গালার কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।" — সন্ধ্যা।

"এই যুগান্তরকারী পুস্তকে অতীতের বাল্যচিত্র প্রতিবিম্বিত, প্রতিবর্ণ মাধুরীমাখা,—যেন যাদুকরী শক্তির আভাষ পাওয়া যায়—।" — বঙ্গবন্ধু।

"বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে রত্ন, সোণার বাংলার আনন্দবাজার।—এই লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধারে কলাকুশল দক্ষিণারঞ্জন দেশের কল্যাণপন্থা উন্মুক্ত করিয়াছেন।" — ঢাকাপ্রকাশ।

"গৌরবময় প্রাচীন প্রাসাদের নিপুণ সংস্কার, বাঙ্গালা শিশুসাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" — শিক্ষা সমাচার।

"বঙ্গভাষার নূতন অঙ্গরাগ— হারাণ রাজ্যের সুমধুর দৃশ্যপট— স্নেহ, শান্তি, পুরাতন কথার প্রাণারাম স্মৃতি।" — চারুমিহির।

"চোকে ধাঁধাঁ, ঠাকুরমার মুখের অমৃত ভাষা।—একখানি পাঠাইয়া দশখানি কিনাইয়াছেন।" — ফরিদপুর হিতৈষিণী

"সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ।" — বরিশাল হিতৈষী।

"বইখানি দেখিয়া দক্ষিণাবাবুর উপর হিংসা হয়। * * * কবিত্ব ও চিত্রবিদ্যার একত্র সমাবেশ কিরূপে করিতে হয়, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন।" ত্রিপুরা হিতৈষী।

"ঠাকুরমার ঝুলি স্বদেশের উন্নতিকল্পে অমোঘ মহৌষধ।" নোয়াখালী সুহৃদ।

"পড়িতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িতে পারি না, ঔৎসুক্য আরো বাড়ে।" জ্যোতিঃ।

"মরা নদীতে বান ডাকাইয়াছে।" রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ।

"নব্যবঙ্গে নূতন জিনিষ—সে কালের পুণ্যপূত ভাব বঙ্গসংসারে উপহার দিয়াছেন।" হিন্দুরঞ্জিকা।

"আনন্দপ্রবাহিণীরূপে হৃদয়মরুতে প্রবাহিত হইয়া আনন্দ-কৌতুহল সিঞ্চন করিতেছে।" পাবনা-হিতৈষী।

"পুস্তক সার্থক হইয়াছে—দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইল।" মালদহ সমাচার।

"সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায় সুগন্ধে মোহিত করে।" মুর্শিদাবাদ হিতৈষী।

"সরল, স্নেহমাখা।—বাঙ্গালার প্রতিগৃহে 'ঝুলি' বিরাজ করুক।" বীরভূম বার্ত্তা।

"ছেলে মহলে কাড়াকাড়ি।—মোহিত হইতে হয়।" বাঁকুড়া দর্পণ।

"বিশেষত্ব এই, যে,—আমাদের নিজেদেরও যে কিছু ছিল তাহা মনে পড়াইয়া দেয়।" বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী।

"ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ।" প্রসূন।

"ঠাকুরমার ঝুলি—আমাদের ঘরের আলো নগরসুন্দরী পুঁটুরাণী,—চন্দনচর্চ্চিত শিউলী, গন্ধরাজ, মালতী—চামেলী,—খাঁটি স্বদেশী পুষ্পের হার—বঙ্গগৃহে জোছনা—" সোণার ভারত।

"মাতৃসেবক কবির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কৌতুকাবহ নয়নমনোমুগ্ধকর—"ঠাকুরমার ঝুলি"—বঙ্গসাহিত্যে নূতন গৌরবের সামগ্রী—দেশের প্রকৃত কল্যাণ।" নীহার।

"অক্ষরে অক্ষরে মুক্তা, স্নেহমাখা,—মনভুলান, পারিজাত পুষ্প।" পুরুলিয়া দর্পণ।

"যথার্থই ইহা কাড়াকাড়ি করিয়া পড়িবার জিনিষ।" বঙ্গরত্ন।

"ঠাকুরমার ঝুলি বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।" যশোহর পত্রিকা।

"লুপ্তরত্নের উদ্ধার,—অপূর্ব্ব মালা।"— চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

"বাঙ্গালীর ও বঙ্গভাষার নিজের সম্পত্তি।—গৃহপঞ্জিকার ন্যায় বঙ্গের গৃহে গৃহে 'ঝুলি' বিরাজ করুক।" খুলনাবাসী।

"বাঙ্গালীর শৈশবের বিচিত্র কাহিনী—বঙ্গবাসীকে সযত্নে উপহার—এ দুরুহ উদ্যমে যথেষ্ট কৃতিত্বে সফলকাম—" ভারতী।

"উদার স্নেহপরিপ্লুত,——দেশ উপকৃত।" উপাসনা।

"সর্ব্বপ্রথম খাঁটি স্বদেশী জিনিষ—যেমন সুন্দর, তেমনি মনোরম—" আরতি।

"মিষ্টান্ন ঝুলি,—স্নেহসরস,—যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, খোকাখুকি পড়ায় মন দিয়াছে। কবির ভাষায় স্নেহসরস কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত।—প্রত্যেক বালকের সহচর হউক।" প্রবাসী।

বঙ্গের নারী-গীতা

বঙ্গরমণীর নিত্য পাঠ্য

—স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থের কোহিনূর—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম, এ,

ও

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

প্রণীত

বঙ্গের অন্তঃপুরে অমূল্য উপহার !

প্রথম ভাগ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ... ১৲

দ্বিতীয় ভাগ ... ... ১৲

স্বর্ণে রৌপ্যে মণ্ডিত অভিনব বাঁধাই।

এই আশ্চর্য্য মধুর আদর্শ গ্রন্থ

বঙ্গরমণীর—আকাঙ্ক্ষা, কামনা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং স্বর্গ।

দাতা, গৃহীতা উভয়ের পুণ্যজনক, প্রাণানন্দকর।

দ্বিতীয়ভাগ প্রায় ফুরাইয়া আসিল।

৬৫ নং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।